হাদীস চর্চায় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আব্দুল বারী ওয়াদুদী

এম. ফিল গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ

রেজিঃ নং: ০৬

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dr. Md. Mizanur Rahman
Associate Professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. ফিল গবেষক আব্দুল বারী ওয়াদুদী কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত "হাদীস চর্চায় আল্লামা আজজিুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান" শীর্ষক গবেষণাটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি গবেষণাটির পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য দাখিল করতে অনুমোদন করছি।

ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন-এর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া ও সাইয়্যিদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল 'আলামিন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শানে দুরুদও সালাম জ্ঞাপনপূর্বক আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম এবং এ গবেষণাকর্মটি ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়নি। আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। উক্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করছি।

আব্দুল বারী ওয়াদুদী
এম. ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৪-২০১৫
রেজিঃ নংঃ ০৬
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারূরুপে সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, কালজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, ইসলামের ধারক ও বাহক, বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং যিনি ইলমে হাদিসের প্রবক্তা এবং মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনার প্রারম্ভে সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, যারা আমাকে 'হাদীস চর্চায় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সুযোগ দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান স্যারের প্রতি, যিনি জ্ঞানগর্ভ দিক নির্দেশনা ও অকৃপণ পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবি বিভাগের সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার, বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউছুফ স্যার ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নোমানী, ড. যোবায়ের মো: এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. মুহম্মদ রুহুল আমীন, ড. মো: রফিকুল ইসলাম স্যার সহ সকল স্যারের প্রতি, যারা আমার অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য গবেষণাসুলভ মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণাকর্মকে আরো সুন্দর করতে উৎসাহিত করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আরবি বিভাগের প্রভাষক ড. মো: জহিরুল ইসলাম স্যার ও আরবি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী জনাব মো: হাবিবুল্লাহ ভাইয়ের প্রতি, তারা আকুণ্ঠচিত্তে আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেব (মুহতামিম, জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া) ও মাওলানা মোহাম্মদ নাঈমুল এহসান বারাকাতী সাহেবের প্রতি, (পরিচালক, মুফতী আমীমুল ইহসান

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমী) তারা উভয়ই বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রদানের পাশাপাশি পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে গবেষণা কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহকর্মী জনাব মাওলানা মো: জিয়াউল হক, মাওলানা নূরুল্লাহ সিরাজী, জনাব মো: আয়ুব হোসেন ও মুফতী আব্দুল্লাহ আল-মাসউদ (শিক্ষক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. মাদরাসা, দোহার, ঢাকা) এর প্রতি, যারা আমার এ গবেষণা প্রস্তুত ও প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গ্রন্থাগার হতে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন সে জন্য তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ, দেশি-বিদেশি গ্রন্থ সংগ্রহে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জেলা অফিসের কর্মকর্তাগণ, সরকারি মাদরাসা ই আলিয়া ঢাকার অধ্যক্ষ ও কর্মকর্তাগণ এবং ব্যক্তিপর্যায় যারা বিভিন্ন সময়ে অসময়ে আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি আমার আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শাশুড়ীকে যাদের ঐকান্তিক নেক দোয়ায় মহান আল্লাাহ আমাকে এ স্তরে পৌঁছিয়েছেন তাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ। আমি আল্লাহর কাছে তাদের এ সহযোগিতার জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমার প্রিয়তমা সহধর্মিনী সেলিনা আসমা বারী ও আমাদের একমাত্র ছেলে আমিমুল ইহসান তাহসিন ওরা আমার আত্মার আত্মীয়। তারা কৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। গবেষণাকালীন সময়ে আমাদের ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মুফতী আমীমুল এহসানের রহ.-এর নামে নাম রাখা হয়েছে। গবেষণাকালীন সময়ে ওদের যথাযথ প্রাপ্য পূরণ করতে পারিনি। বঞ্চিত করেছি আদর, সোহাগ ও ভালোবাসা থেকে। বিশেষ করে আমার সহধর্মিনী তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা ও অভিসন্দর্ভ রচনাকালে এবং যখন দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে হয়েছে তখন সাংসারিক দায়িত্বসমূহ পালন করে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে উৎসাহ যুগিয়েছে । আল্লাহ তাদের উভয় জগতে কামিয়াব করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমার গবেষণাকর্মটি কবুল পূর্বক পরকালে নাজাতের উছিলা করে দেন । আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

অনু.	অনুবাদক।
ই.ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
হি.	হিজরি
বাং.	বাংলা সন।
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ।
খৃ.	খৃস্টাব্দ।
খৃ. পূ.	খৃস্টপূর্ব।
তা.বি.	তারিখবিহীন।
পৃ.	পৃষ্ঠা।
জ.	জন্ম।
মৃ.	মৃত।
রাঃ	রাদিআল্লাহ ‘আনহু।
রহঃ	রহমাতুল্লাহ আলাইহি
সাঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
আঃ	‘আলাইহিস-সালাম।
সং.	সংস্করণ।
Ed.	Edited by.
Edi.	Edition.
Ibid.	Ebidem (in the same work)
A.D.	After Death of Chirist.
No.	Number.
Vol.	Volume.
P.	Page.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(বানান রীতি)

(আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ)

ا - ء =' (উর্ধকমা)	س -স	ل -ল	و -ওয়া
ب -ব	ش -শ	م -ম	ى - و -বী, ভী
ت -ত	ص -স	ن -ন	و -উ
ث -ছ	ض -দ, য	و -ও, ওয়া	يو -ইউ
ج -জ	ط -ত, ত্ব	ه - ة -হ, ঃ	عا -'আ
ح-হ	ظ -য	ء -' (কমা)	ع -'ই
خ -খ	ع -' (উল্টোকমা)	ي -য়	عى -'ঈ
د -দ	غ -গ	ا -আ	عو -'উ
ذ -য	ف -ফ	ا -ই	ي-ইয়ু
ر -র	ق -ক, ক্ব	او -উ	يا -ইয়া
ز -য	ك -ক	وا -ওয়া	ي - য়ি

১. উপরি উক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কোন কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লেখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবুহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

২. যে সব 'আরবি শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম সম্ভব অনুযায়ী রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সংকেত পরিচয়

প্রতিবর্ণায়ন

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : ইলমে হাদিসের পরিচয়, হাদিস ও সুন্নাত, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৪

১ম পরিচ্ছেদ : হাদিসের পরিচয় ১৫-২১

২য় পরিচ্ছেদ : হাদিস ও সুন্নাত ২২

৩য় পরিচ্ছেদ : হাদিসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ২৩-২৭

৪র্থ পরিচ্ছেদ : হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি ২৮

৫ম পরিচ্ছেদ : হাদিসের ক্রমবিকাশ ২৯-৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ ও ইলমে হাদিসে তাঁদের অবদান ৩৪

১ম পরিচ্ছেদ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি.) (রহ.) ৩৫-৩৭

২য় পরিচ্ছেদ : শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯হি.) (রহ.) ৩৮-৩৯

৩য় পরিচ্ছেদ : শায়খ ইসহাক দেহলভী (১১৯৬-১১৬২হি.) (রহ.) ৪০

৪র্থ পরিচ্ছেদ : শায়খ আব্দুল গনী মজাদ্দিদী (১২৩৫-১২৯৬হি.) (রহ.) ৪১

৫ম পরিচ্ছেদ : মাওলানা কাসেম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) (রহ.) ৪২-৪৩

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শায়খ মুহাঃ ইয়াকুব (১২৪৯-১৩০২হি.) (রহ.) ৪৪

৭ম পরিচ্ছেদ : শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) (রহ.) ৪৫-৪৬

৮ম পরিচ্ছেদ : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২হি.) (রহ.) ৪৭-৪৮

৯ম পরিচ্ছেদ : শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমাদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯হি.) (রহ.) ৪৯

১০ম পরিচ্ছেদ : শায়খ যাফর আহমদ থানভী (১৩১০-১৩৯৪হি.) (রহ.) ৫০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) এর জীবনী ও কর্ম	৫১
১ম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও পরিচয়	৫২
২য় পরিচ্ছেদ : শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন	৫৩-৫৫
৩য় পরিচ্ছেদ : উচ্চ শিক্ষা ও উলামাদের সংস্পর্শ	৫৬-৬০
৪র্থ পরিচ্ছেদ : বৈবাহিক অবস্থা ও সন্তান-সন্ততি	৬১-৬২
৫ম পরিচ্ছেদ : কর্ম জীবন	৬৩-৬৫
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : লেখালেখির প্রেক্ষাপট ও রচনাবলী	৬৬-৬৮
৭ম পরিচ্ছেদ : সাহিত্য কর্মে অবদান	৬৯-৭৩
৮ম পরিচ্ছেদ : স্বভাব-চরিত্র	৭৪-৭৫
৯ম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন সভা সম্মেলনে যোগদান	৭৬-৭৮
১০ম পরিচ্ছেদ : রাজনীতি	৭৯-৮২
১১তম পরিচ্ছেদ : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়াসহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা	৮৩-৮৫
১২তম পরিচ্ছেদ : ইসলামি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা	৮৬
১৩তম পরিচ্ছেদ : শাইখুল হাদীসের কতিপয় ছাত্র ও তাঁদের পরিচয়	৮৭-৯০
১৪তম পরিচ্ছেদ : শেষ জীবন	৯১-৯২
চতুর্থ অধ্যায় : মুফতী আমীমুল এহসান (রহ.) এর জীবনী ও কর্ম	৯৩
১ম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও পরিচয়	৯৪
২য় পরিচ্ছেদ : শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন	৯৫-৯৭
৩য় পরিচ্ছেদ : উচ্চ শিক্ষা	৯৮-৯৯
৪র্থ পরিচ্ছেদ : পারিবারিক জীবন	১০০
৫ম পরিচ্ছেদ : কর্ম জীবন	১০১-১০৪
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তাসাউফ এর পথে মুফতী-এ-আযম	১০৫-১০৮
৭ম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত রচনাবলী	১০৯-১১১
৮ম পরিচ্ছেদ : স্বভাব-চরিত্র	১১২
৯ম পরিচ্ছেদ : মুফতী সাহেবের কতিপয় ছাত্র ও তাদের পরিচয়	১১৩-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

১০ম পরিচ্ছেদ : দুই বাংলায় ইমামতির গৌরব অর্জন ১১৭-১১৮

১১তম পরিচ্ছেদ : বংশ তালিকা ১১৯

১২তম পরিচ্ছেদ : তার খলিফাবৃন্দ ১২০

১৩তম পরিচ্ছেদ : শেষ জীবন ১২১

পঞ্চম অধ্যায় : আজিজুল হকের (রহ.) সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ১২২

১ম পরিচ্ছেদ: সমকালীন রাজনীতি ও আজিজুল হক ১২৩-১৩০

২য় পরিচ্ছেদ: ধর্মীয় দল ও আজিজুল হক ১৩১-১৩৪

৩য় পরিচ্ছেদ: ধর্মীয় সংস্কারে আজিজুল হক ১৩৫-১৩৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : হাদিস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) অবদান ১৩৮

১ম পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) বুখারি শরিফ অনুবাদের পটভূমি ১৩৯-১৪৩

২য় পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদের অগ্রদূত ১৪৪-১৪৫

৩য় পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) বুখারি শরিফের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য ১৪৬-১৪৮

৪র্থ পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) হাদিস চর্চা সাধনা ও অবদান ১৪৯-১৫৭

সপ্তম অধ্যায় : হাদিস চর্চায় মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান ১৫৮

১ম পরিচ্ছেদ : মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) হাদিস চর্চা সাধনা ১৫৯-১৬০

২য় পরিচ্ছেদ : মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) হাদিস চর্চায় অবদান ১৬১-১৬৪

৩য় পরিচ্ছেদ : মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য ১৬৫-১৬৭

৪র্থ পরিচ্ছেদ : বিশ্ব বরেণ্য উলামাদের দৃষ্টিতে হাদিস চর্চায় মুফতী আমীমুল এহসান (রহ.) ১৬৮-১৭২

উপসংহার : ১৭৩

গ্রন্থপঞ্জি : ১৭৪-১৭৫

পরিশিষ্ট : ১৭৬-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (১৯১৯-২০১২ খ্রি.) রহ. ছিলেন ভারত উপমহাদেশের অন্যতম হাদিস বিশারদ। তিনি একাধারে আলেম, অনুবাদক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, আদর্শ সংগঠক, অতুলনীয় বাগ্মী ও ইসলামি সাহিত্যিক। তিনি বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) জেলার লৌহজং থানাধীন ভিরিচখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মক্তবে কিছুদিন পড়ার পর ৭ (সাত) বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামি'আ ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। যেখানে অধ্যাপনা করেছেন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খ্রি.) রহ. ও মাওলানা হাফিজ্জী হুজুরসহ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ। কয়েক বছর পর হযরত ফরিদপুরী রহ. ও হযরত হাফিজ্জী হুজুর রহ. ঢাকার বড় কাটরা মাদরাসায় চলে আসেন। সে সময় আজিজুল হকও পিতার অনুমতিক্রমে উক্ত মাদরাসায় এসে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু মাকামাত হারিরি আয়ত্ত্ব করে ক্ষান্ত হননি পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করেন। মিশকাত জামাতে পড়ার সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিরমিযির কঠিন অংশ "বাবু ক্বিরাআতু খালফুল ইমাম" পর্যন্ত পাঁচশত পৃষ্ঠা একটি সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আজিজুল হক হিন্দুস্থানের ডাভেলে আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর নিকট বুখারি শেষ করনে এবং তারই দার্‌স থেকে তাকরির লেখা খাতাটা দেখে মাওলানা শাব্বীর (১৩০৫-১৩৬৯ হি.) রহ. খুবই আনন্দিত হন। পরবর্তীতে এই তাকরির এক অমরকীর্তি "ফজলুল বারী" হিসেবে পরিগণিত হয়। তাকরির লেখা পাণ্ডুলিপি সংশোধনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বছর সেখানে অবস্থান করায় অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই দেওবন্দ পড়ার সুযোগ হয়। মাদরাসার এক অনুষ্ঠানে তিনি মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর শানে স্বরচিত আরবি কাসিদা পড়ে শুনালে উপস্থিত সকলে বাহবা দেন।

জীবন-পরিক্রমায় নানান দেশ সফরের কারণে তিনি আঞ্চলিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ইসলামকে জীবনের মূল দর্শন হিসেবে মেনে নিয়ে রাসুল প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরবি কাসিদা "দেওয়ানুল আজিজ" রচনা করেন। পরবর্তীতে এর অনুবাদ করে নাম দেন 'মদিনার টানে'। দীর্ঘ ষোল বছর সাধনা করে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন ৭ খন্ডের 'বুখারি শরিফ'। বাংলা ভাষায় রচিত হাদিসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা গ্রন্থ এটাই প্রথম। হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "হাদীসের ছয় কিতাব" (১ম ও ২য় খণ্ড) রচনা করেন। মসনবি শরিফের বাংলা অনুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

করেন "মাওলানা রূমীর মছনবী শরীফ" নামে। বাতিল মতবাদের খণ্ডন ও ভুল চিন্তাধারার সমালোচনায় তিনি রচনা করেছেন ভ্রান্তির বেড়াজালে কাদিয়ানি মতবাদ, পূঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম। এছাড়া তাঁর বয়ান সংকলন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'সত্যের পথে সংগ্রাম' ও 'সফল জীবনের পথে' গ্রন্থসমূহ রচনা করে একদিকে যেমন ইসলামি চেতনা ও মৌলিক বিষয়কে হাদিসের উপাদানে পরিণত করেছেন তেমনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদদের মাঝে অপূর্ব শিল্প দক্ষতা ও হাদিসের যোগ্যতা প্রদর্শন করে নিজেকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী হাদিস বিশারদ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

মুফতী আমীমুল এহসান বারকাতী (১৯১১-১৯৭৪) রহ. ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ও সংকলক। বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত পাচনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ও চাচার নিকট প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। পাঁচ বছর বয়সে মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে তার চাচা আবদুদ দাইয়ান (১৮৯২-১৯৪৯) এর নিকট হতে পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন মুখস্থ করেন। ফার্সি ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আমীমুল এহসানের অদম্য স্পৃহা দেখে তার পিতা তাকে সাইয়্যেদ বারাকাত আলী শাহ (১১৫৩ হি.) রহ. এর নিকট নিয়ে গেলে তাকে দেখে শাহ সাহেব মুগ্ধ হন। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে আলী শাহ রহ-এর নিকট থেকে আরবি ব্যাকরণ, ফার্সি সাহিত্য ও তাজবিদের প্রাথমিক জ্ঞান রপ্ত করেন। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে পনের বছর বয়সে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে আলিম, ১৯৩১ সালে ফাযিল ও ১৯৩৩ সালে কামিল (হাদিস) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন এবং "মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন" উপাধি প্রাপ্ত হন। অধ্যাপনাকালীন সময়ে কমপক্ষে পঁচিশবার বুখারি শরিফের মতো সিহাহ্ সিত্তাহ্ অন্যতম সুবৃহৎ কিতাবটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। হাজার হাজার হাদিস তার কণ্ঠস্থ ছিল। হাদিসের ওস্তাদ হিসেবে তার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অল্প সময়ের মধ্যেই আলেম সমাজে প্রকাশিত হয়। বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিব থাকাকালীন অভিনব পদ্ধতিতে অনর্গল বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় তার খুৎবা প্রদানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল ব্যাপার। আরব দেশ থেকে আগত অনেক উচ্চ শিক্ষিত আলেম ও রাষ্ট্রনায়ক তার খুৎবা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন। আমীমুল এহসানরহ. এমনই "বাহরুল উলুম" (ইলমের সাগর) যাকে আল্লাহ দীনি ইসলামের ইলমের ফয়েজ বারাকাত দিয়ে ধন্য করেন। তিনি হাদিস শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-ইহসানুস সারী বিত তাওযিহই তাফসীর সহীহিল বুখারি, আত তাবশীর ফি শরহিত তানবীর

Dhaka University Institutional Repository

ফি উসূলিত তাফসীর ইলমে হাদিস এবং উলূমে হাদিস, মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবু দাঊদ, মুকাদ্দামায়ে মারাসিলে আবু দাউদ ও তারিখে ইলমে হাদিস ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তাই এই হাদিস বিশারদদ্বয়ের কর্ম ও শিল্পমান তাঁদের যুগোর্ত্তীন ও মানোর্ত্তীন লেখক হিসেবে তাঁদের স্বীয় কর্মের মাঝে অমর করে রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপমহাদেশের ইতিহাসে আল্লামা আজিজুল হক রহ. ও মুফতী আমীমুল এহসান সমকালীন মুহাদ্দিসদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের লেখায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও সত্যপন্থী ভাবধারা স্পষ্ট। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির সংকট ও সমস্যার সমাধানে ইসলামি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের গতিশীল লেখনীশক্তি দ্বারা অভিনব শিল্প দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তাই এই মুহাদ্দিসদ্বয়ের লেখা হাদিস কর্ম ঐতিহাসিক মানদন্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করে নতুন তত্ত্ব ও উপাত্ত উদঘাটনের মাধ্যমে হাদিস চর্চায় তাঁদের লেখার মান ও তাঁদের মর্যাদা এবং অবস্থান নির্ধারণ করাই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

'হাদীস চর্চায় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান সমস্যা ক্রমে বেড়ে উঠা কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও পশ্চাদপদতার অন্ধকার দূর করে হাদিস চর্চায় তারা গতি এনেছেন। শাইখুল হাদীসের অনূদিত বাংলা বুাখারি শরিফ বাংলা ভাষায় এ যাবৎকালে রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ। তারা হাদিস চর্চায় শুধু ইসলামি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সিরাত ও ইসলামের লোমহর্ষক ঘটনার প্রাধান্য না দিয়ে বরং মুসলিম বিশ্বের খুটিনাটি সমস্যা ও মুসলমানদের দুর্দশা এবং তা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে শৈল্পিক ভঙ্গিতে মানসম্মত হাদিস চর্চা করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। তা বিবেচনায় এনে 'হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান' শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। হাদিস চর্চার সার্বজনীন আবেদন ও প্রবহমান প্রাসঙ্গিকতার বিচারে আল্লামা আজিজুল হক রহ. ও মুফতী আমীমুল এহসান শুধু স্বীয় যুগে নয় বরং সকল যুগের সকল মুসলমান ও সত্যান্বেষী মানুষের লেখক। তাই এর উপর গবেষণা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এছাড়া পাঠক শ্রেণির হাদিস চর্চা পাঠের যে আকাঙ্ক্ষা আছে তার খোরাক যোগাতেও বিষটির উপর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই গবেষণাকর্মে হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসান কিভাবে অবদান রেখেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইলমে হাদিসের পরিচয়, হাদিস ও সুন্নাত, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১ম পরিচ্ছেদ

হাদিসের পরিচয়

২য় পরিচ্ছেদ

হাদিস ও সুন্নাত

৩য় পরিচ্ছেদ

হাদিসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

৪র্থ পরিচ্ছেদ

হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি

৫ম পরিচ্ছেদ

হাদিসের ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ
হাদিসের পরিচয়

পবিত্র কুরআনুল কারিম হল মহান আল্লাহর বাণী। আর হাদিস হল মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুখনিসৃত পবিত্র বাণী। কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য হাদিসশাস্ত্র অপরিহার্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরিয়তের উৎস হিসেবে হাদিসের স্থান দ্বিতীয়। হাদিস যেমন কুরআনের ব্যাখ্যাদান করে তেমনি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্মনীতি ও জীবন পরিচালনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। যা মুসলমানের জন্য জীবন চলার পাথেয়।

শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন: " 'হাদিস আর 'হুদুস' বলতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কোন কথা পৌঁছায়, তাকেই 'হাদিস' বলা হয়।"[১]

কুরআন মাজিদে স্বপ্নের কথাকে 'হাদিস' বলা হয়েছে। কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.) এর জবানীতে বলা হয়েছে:

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ–

বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা (আপনি) শিখিয়ে দিয়েছেন।[২]

মহান আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ:) কে স্বপ্নযোগে যে কথোপকথন করেছেন সেটা বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমকে হাদিস নামে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا –

আল্লাহ তা'য়ালা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাবরূপে অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন।[৩]

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا–

তারা এ 'কথা'র (কিতাব) প্রতি বিশ্বাস না করলে, হে নবি, তুমি হয়ত নিজেকে চিন্তাক্লিষ্ট করে তুলবে।[৪] এখানে হাদিসকে কালাম বা কিতাব অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাবাজার, খায়রুন প্রকাশনী, জুন-২০১৬) পৃ: ২০।
২. আল কুরআন: *সুরা আল-ইফসুফ*: আয়াত নং- ১০১।
৩. আল কুরআন: *সুরা আয-যুমার*: আয়াত নং- ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

‘ حديث ’ শব্দ হতে ‘تحاديث ’ শব্দের উৎপত্তি। পবিত্র কুরআনে কথা বলা, বর্ণনা করা ও প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ–

অর্থ: তুমি আল্লাহর নিয়ামতের কথা বর্ণনা কর।[৪]

কথা বা বাণী অর্থেও হাদিস ব্যবহৃত হয়েছে:

– فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

অত:পর তারা কোন্ কথাকে বিশ্বাস করবে?[৫]

মুখের কথাও হাদিস। কারণ এটা নতুন নতুন অস্তিত্ব লাভ করে।

আরবি অভিধানে حديث শব্দটির অর্থ করা হয়েছে: বার্তা, আলোচনা, কথিকা, সংবাদ, খবর, ঘটনা, কাহিনী, (রাসুলের) হাদিস ইত্যাদি।[৭] নবি কারিম (সা.) আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে লোকদের সাথে কথা বলতেন, নিজের কথার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা, তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতেন, নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাতেন, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন, এজন্য তা ‘হাদিস’ নামে অভিহিত হয়েছে।

হাদিসের আভিধানিক অর্থ:

حديث শব্দটি “اسم “ তথা বিশেষ্য, এটা একবচন, বহুবচন احاديث আভিধানিক অর্থ হলো-ث - د - ح ضدالقديم তথা পুরাতনের বিপরীত।

القول তথা কথা, বাণী। যেমন আল্লাহ তা’য়ালা বলেন- وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

الوعظ তথা উপদেশ। যেমন কুরআনের ভাষ্য - فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ

حديث এর আভিধানিক অর্থ নতুন। আল্লাহর কালাম কাদিম বা পুরাতনের বিপরীত নবি কারিম (সা.) এর বাণীকে হাদিস বলা হয়। তাঁর বাণী অপেক্ষাকৃত নতুন।

---

৪. আল কুরআন: *সুরা আল-কাহাফ*: আয়াত নং- ০৬।
৫. আল কুরআন: *সুরা আদ-দুহা*: আয়াত নং- ১১।
৬. আল কুরআন: *সুরা আল-আ'রাফ*, আয়াত নং- ১৭৮।
৭. ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী)* (ঢাকা: ৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, রিয়াদ প্রকাশনী, ১২শ সংস্করণ: মার্চ, ২০১৩), পৃ: ৩৯৫।

হাদিসের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হাদিসের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জমহুর মুহাদ্দাসিনের মতে-

الحديث ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل اوتقرير وكذالك يطلق على قول الصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم-

নবি কারিম (সা.) এর কথা, কাজ, ও মৌন সমর্থন, অনুরূপভাবে সাহাবি ও তাবেয়িগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদিস বলে।[৮]

الحديث يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله و تقريه –

হাদিস শব্দটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ, ও অনুমোদন অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৯]

নবি কারিম (সা.) এর কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণগান ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে হাদিস বলে।

এক কথায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজের বিবরণ ও সমর্থন-অনুমোদনকেই হাদিস বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন বা করেছেন এবং যে বিষয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন পাওয়া গেছে তাকে হাদিস বলে।[১০]

রাসুল (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি এবং সাহাবিদের কথা ও কাজকে হাদিস বলে। হাদিস হল মূলত ইসলাম ধর্মের শেষ বার্তাবাহক বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী ও জীবনাচরণ। হাদিস হল মুসলমানদের পথচলার নির্দেশিকা। পবিত্র কুরআনের একমাত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে হাদিস শরিফ।[১১] হাদিস হল আল্লাহর রাসুলের কথা ও কাজসমূহ। হাদিসশাস্ত্র বিষয়ে যিনি বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করেছেন তাকে মুহাদ্দিস[১২] নামে অভিহিত করা হয়।

ইমাম সাখাভী বলেছেন: "অভিধানে 'হাদিস' (নতুন) 'কাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক। আর মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় (হাদিস বলতে বুঝায়) রাসুলের কথা, কাজ, সমর্থন-অনুমোদন এবং তাঁর গুণ; এমন কি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও ইহার অন্তভুর্ক্ত।"[১৩]

---

৮. মাওলানা ড. মো. দাউদ আহমদ, *হাদিস শরিফ*, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড (৯ম-১০ম শ্রেণি) (ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ: অক্টোবর, ২০১৪) পৃ: ০১।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ০১।

১০. মাওলানা আজিজুল হক, *বোখারী শরীফ*, (ঢাকা: চক সারকুলার রোড, হামিদিয়া লাইব্রেরি লি:, পঞ্চদশ সংস্করণ, মে-২০০৭), প্রথমখন্ড, পৃ: ১০।

১১. হাদিস শরিফকে *'আল-মু'জামুল ওয়াফী'* অভিধানে রাসুলের হাদিস বুঝানো হয়েছে।

১২. মুহাদ্দিস শব্দটি আরবি। বাংলা অর্থ: বর্ণনাকারী বা বক্তা। পঠন-পাঠনকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের আরবিতে মুহাদ্দিস বলা হয়।

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বুখারি শরিফের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

فهو علم يعرف به اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله و احواله -

হাদিস এমন জ্ঞান, যার সাহায্যে নবি কারিম (সা.)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়।[১৪]

নওয়াব সিদ্দিক হাসান (রহ.) হাদিসের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে লিখেছেন:

وكذالك يطلق على قول الصحابى وفعله و تقريره وعلى قول التابعى وفعله و تقريره-

অনুরূপভাবে সাহাবির কথা, কাজও সমর্থন এবং তাবেয়ির কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদিস নামে অভিহিত করা হয়।[১৫]

প্রসিদ্ধ হাদিসবিদ হাফেয সাখাভী লিখেছেন:

وكذا اثاالصحابة والتابعين وغيرهم وفتا واهم مما كان السلف يطلقون على كل حديثا-

অনুরূপভাবে সাহাবা তাবেয়িন ও অন্যান্য (তাবে-তাবেয়ি)-ও আ-সা-র ও ফতোয়াসমূহের প্রত্যেকটিকে পূর্ববর্তী মনীষীগণ 'হাদিস' নামে অভিহিত করতেন।[১৬]

মতন বা বিষয়বস্তু অনুসারে হাদিস তিন প্রকার। ১. রাসুল (সা.) শরিয়তের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন তা হচ্ছে 'কাওলি হাদিস'। গুরুত্বের দিক দিয়ে এটাই প্রথম। ২. রাসুল (সা.) নিজে কোন কাজ করেছেন এবং সাহাবিরা তা বর্ণনা করেছেন এমন হাদিসকে 'ফি'লি হাদিস' বলে। ৩. সাহাবিরা কোন কথা বা কাজ রাসুল (সা.) এর সামনে করেছেন সে বিষয়ে তার মৌন সমর্থন আছে বা তিনি নিরব থেকেছেন তাকে 'হাদিসে তাকরিরি বলে।

এখানে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এই তিন পর্যায়ের তিনটি হাদিস উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

عن انس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتزله العرش –(بيهقى)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসুলে কারিম (সা.) বলেছেন-"ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা ও স্তুতি করা হলে আল্লাহ তা'য়ালা অসুন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। এই কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।"[১৭]

এখানে রাসুলের (সা.) একটি কথার উল্লেখ হওয়ার কারণে ইহাকে বলা হয় 'কওলি হাদিস'।

১৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফি'লি হাদিস সম্পর্কে বলা হয়েছে-

عن ابى مسى رضى الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم الدجاج – (بخارى ومسلم)

হযরত আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি রাসুলে কারিম (সা.)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।[১৮]

এই হাদিসে রাসুলে কারিমের একটি কাজের বর্ণনা করা হয়েছে, এজন্য ইহাকে 'ফি'লি হাদিস'।

عن ابن ابى اوفى (رض) قال غزونا مع رسول الله صلى عليه وسلم سبع غزوات كنا ناكل معه الجراد-(بخارى ومسلم)

হযরত ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- আমরা রাসুলে কারিম (সা.) এর সঙ্গে মিলে সাতটি লড়াই করেছি। আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে জারাদ (ফড়িং জাতীয় চড়ুই) খেতাম।[১৯]

ইহা 'তাকরিরি হাদিস' নামে অভিহিত।

সনদ অনুসারে হাদিসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উহার প্রত্যেকটি ভাগেরই একটি পারিভাষিক নাম আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল:

মারফু: যেসব হাদীসের বর্ণনা পরাম্পরা রাসুল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে 'মারফু' হাদিস বলে। যে সনদের ধারাবাহিকতা অটুট আছে একজন বর্ণনাকারীও বাদ যায়নি।

ইমাম নববি উহার সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

المرفوع ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لايقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا او منقطعا -

'মারফু' সেই হাদিস, যা বিশেষ করে রাসুলের কথা, তিনি ছাড়া অপর কারো কথা নয়-বলে বর্ণিত।[২০]

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

যে সব হাদিসের বর্ণনাসূত্র (সনদ) ঊর্ধ্বদিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে-কোন সাহাবির কথা কিংবা কাজ বা অনুমোদন যেসব সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা 'হাদিসে মওকুফ' নামে অভিহিত।

ইমাম নববি ইহার সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায়:

الموقوف ما اضيف الى الصحابى قولا اوفعلا اونحوه متصلا كان او منقطعا -

যাতে কোন সাহাবির কথা বা কাজ কিংবা অনুরূপ কিছু বর্ণিত হয়- তা পরপর মিলিত বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হোক কিংবা মাঝখানে কোন বর্ণনাকারীরর অনুপস্থিত ঘটুক তা 'মওকুফ হাদিস'।[২১]

যে সকল হাদিস সাহাবিগণের নিকট থেকে এসেছে তা 'হাদিসে মাওকুফ' নামে পরিচিত। আর যে সকল হাদিস তাবেয়ি পর্যন্ত পৌছেছে তা হচ্ছে মাকতু।

যে হাদিসের সনদ ধারাবাহিকতা রক্ষা পেয়েছে, কোথাও কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি তাকে 'হাদিসে মুত্তাসিল' বলে। আর যে হাদিসের সনদ ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি, বরং কোন না কোন স্থানে বর্ননাকারী বাদ পড়েছেন তাকে 'হাদিসে মুনকাতা' বলে।

হাদিস বর্ণনাকারীর দিক থেকে হাদিসের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। বর্ণনাকারীগণের উপর ভিত্তি করে হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তা হল: ১. মুতাওয়াতির ২. আহাদ

মুতাওয়াতির এর পারিভাষিক সংঙ্গায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, যে হাদিসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে অসংখ্য হবে, যা নির্দিষ্টভাবে গণনা করা সম্ভব নয়।[২২] এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী এত বেশি যে তাদের উপর মিথ্যা আরোপ করা অসম্ভব এই ধরণের হাদিসকে হাদিসে মুতাওয়াতির বলা হয়। যেমন হাদিস انما الاعمال بالنيات- "সকল আমলের মূল্যায়ন নিয়্যাত অনুযায়ীই হয়"। এই হাদিসটি সাত শতেরও অধিক সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

খবরে ওয়াহিদ: জমহুর আলেমগণের মতে আহাদ বলা হয় এমন হাদিসকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায় পৌছেনি। তা থেকে কিছুটা হলেও কম আছে, তাই 'খবরে ওয়াহিদ'। উল্লেখ্য আহাদ হাদিস তিন প্রকার।[২৩] যথা:

---

২১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
২২. মাওলানা ড. মো. দাউদ আহমদ, *হাদিস শরিফ*, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড (৯ম-১০ম শ্রেণি), প্রাগুক্ত, পৃ: ০৫।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩-৪।

ক. মাশহুর শব্দটি শাহরাতুন শব্দ থেকে এসেছে। শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা: পরিচিত, প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত ও বিখ্যাত ইত্যাদি।

যে হাদিসের বর্ণনাকারী দুইজনের বেশি তবে সেটা তিনজনের কম হবে না, তবে তা 'হাদিসে মাশহুর' এবং সেটা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেনি। কমপক্ষে তিনজন বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনা করলে সেটা হাদিসে মাশহুর হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ. আজিজ শব্দটি আরবি। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কম ও দুর্বল, মজবুত ও শক্তিশালী। যে হাদিসের রাবির সংখ্যা দুইজনের কম না হয়, তবে তা 'হাদিসে আযিয'

গ. গরিব শব্দটি সিফাতি মুশাব্বাহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ- একাকী, অপরিচিত, বিস্ময়কর ইত্যাদি। যে হাদিসের রাবির সংখ্যা একজন হয়, তবে সেই হাদিস 'হাদিসে গরিব' নামে পরিচিত।

"হাদিস হলো নবি কারিম (সা)-এর উক্তি, কর্ম, অনুমোদন, বর্জন, ইচ্ছা, চাই তা বাস্তবে করেন বা না করেন, অবস্থা, জীবনচরিত, সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণাবলী, এমনকি জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর গতি ও স্থিতি। চাই এগুলো নবুয়ত লাভের পূর্বেই হোক অথবা পরে হোক।"[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কথা, কাজ, অনুমোদ কে হাদিস নামে অভিহিত করা যায়। এবং মতন ও সনদ অনুযায়ী হাদিসের প্রকারভেদও বিভিন্ন রকম হয়।

২৪. মাওলানা আব্দুল হাফিজ বিন আব্দুর রউফ, *শরহু নুখবাতিল ফিকার*, (ঢাকা: গেন্ডারিয়া, ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা মার্কেট ২য় তলা, মাকতাবাতুত-তুল্লাব, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন, ২০১৬) পৃ: ৭।

২য় পরিচ্ছেদ

হাদিস ও সুন্নাত

হাদিস শব্দের অর্থ-কথা, বার্তা, সংবাদ, ঘটনা, খবর ও কাহিনী ইত্যাদি। হাদিস বলতে রাসুলের (সা.) কথাকে বুঝায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে হাদিস বলে। সাহাবিরগণের কথা ও কাজে রাসুল (সা.) নিরব থেকেছেন সেটাই হাদিস।

হাদিসের আরেক নাম 'সুন্নাত'। সুন্নাত শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে সুনান। 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ হল রীতি, নিয়ম, পথ, স্বভাব, পন্থা, চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি।

ইমাম রাগেব লিখেছেন: - وسنت النبى طريقته التى يتحر ها

'সুন্নাতুন্নবি' বলতে সে পথ ও রীতি-পদ্ধতি বুঝায়, যা নবি কারিম (সা.) বাছাই করতেন ও অবলম্বন করে চলতেন।[২৫] ইহা কখন 'হাদিস' কখন শব্দের সামর্থকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'তা-জুল মাছাদির' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে: السن نهاد نهادن ومنه الحديث سن لكم معاذ-

'সুন্নাত' অর্থ পথ নির্ধারণ । 'মুয়ায তোমাদের জন্য পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন'। এই হাদিসে 'সুন্নাত' শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[২৬]

'সুন্নাত' শব্দটি দ্বারা রাসুলের বাস্তব কর্ম নীতিকে বুঝায়। প্রত্যেক সুন্নাত হাদিস কিন্তু প্রত্যেক হাদিস সুন্নাত নয়। সুন্নাত আমলযোগ্য কিন্তু প্রত্যেক হাদিস আমলযোগ্য। সাহাবিরা সব হাদিসের উপর আমল করতে পারেননি কিন্তু সব সুন্নাত আমল করেছেন।

সফী উদ্দীন আল-হালী লিখিয়াছেন:

السنة ما ورد عن النبى صلى الله عليه و سلم من قول غير القران اوفعل اوتفرير -

'সুন্নাত' বলতে বুঝায় কুরআন ছাড়া রাসূলের সব কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদন।[২৭]

মোদ্দাকথা হল সুন্নাতের উপর আমল করা অপরিহার্য ও আবশ্যকীয়। কিন্তু সব হাদিসের উপর আমল করা আবশ্যকীয় নয়। সুন্নাত হচ্ছে কর্মপন্থা আর হাদিস হচ্ছে ঘটনা, কথা ও মৌন সমর্থন।

---

২৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
২৭ . প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৩য় পরিচ্ছেদ

হাদিসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যে

হাদিস হল ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে পরিগণিত। কুরআনের পরেই হাদিসের অবস্থান। ইসলামি জীবন পরিচালনার জন্য হাদিসই একমাত্র পন্থা। যা কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরুপ। হাদিস ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কল্পনা করা যায় না। মানব জীবনের পথ চলার পাথেয়। হাদিস ব্যতীত শরিয়তের উপর চলার চিন্তাই করা যায় না। হাদিসের গুরুত্ব নির্ধারণের পূর্বে রাসুলে কারিম (সা.)-এর গুরুত্ব এবং মর্যাদা নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরী। রাসুলুল্লাহ (সা.) কে মেনে চললে আল্লাহ তা'য়ালাকেই মেনে চলার নামান্তর। আর রাসুল (সা.) কে না মেনে আল্লাহকে মেনে চলা অসম্ভব। রাসুল (সা.) কে পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাকিদ দিয়েছেন।

কুরআন মাজিদে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলেছেন:

— وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ অর্থাৎ আমি রাসুল পাঠিয়েছি একমাত্র এই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে- তাঁকে মেনে চলা হবে।[২৮]

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার জন্য ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ — وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ–

হে ইমানদার লোকগণ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর, তাঁদের আদেশ শ্রবণের পর তা অমান্য করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না। তাদের মত হয়ো না, যারা বলে- আমরা শুনেছি, কিন্তু মূলত তারা শোনে না।[২৯] এখানে প্রথমে ইমানদারগণকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আনুগত্য ও পরে রাসুলের প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করতে আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

মূলত রাসুলকে আনুগত্য করা মানেই আল্লাহকে আনুগত্য করার শামিল। ইরশাদ হচ্ছে:

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ– অর্থ যে নবির আনুগত্য করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।[৩০]

---

২৮. আল কুরআন: *সূরা আন-নিসা*: আয়াত নং- ৬৪।

২৯. আল কুরআন: *সুরা আল-আনফাল*: আয়াত নং- ২০ ও ২১।

৩০. আল কুরআন: *সূরা আন-নিসা*: আয়াত নং- ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব হচ্ছে ইসলামের আদর্শের Theory আর আমাদের প্রিয়নবি রাসুলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন তাঁর এক বাস্তব প্রতীক, আদর্শ (Iconic figure)। ইসলামকে অনুসরণ করতে হলে তাঁর জীবনকে মাপকাঠি ধরতে হবে কারণ তাঁর জীবনই ছিল জীবন্ত কুরআন।[৩১]

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا-

অর্থ: "রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ও আখেরাতকে ভয় করে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।"[৩২] রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে কেবল পরকালীন মুক্তি সম্ভব।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক আরো বলেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا-

অর্থ: "রাসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর ও যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর।"[৩৩] আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) যা কিছু নিয়ে আসেন তা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির সানান্দে গ্রহণ করা উচিত। তেমনি যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা থেকে দূরে থাকা উচিত।

যারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সতর্ক বাণী প্রদান করে বলেন–

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ-

অর্থ: "আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তা'য়ালা কাফিরদের পছন্দ করেন না।"[৩৪] আল্লাহ তা'য়ালা রাসুলকে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি তাদেরকে বলে দাও। তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলকে আনুগত্য কর। আর যদি তা না কর, মুখ ফিরিয়ে নাও। জেন রেখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।

---

৩১. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফওয়ান নোমানী ও সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈমুল এহসানবারকাতী, *হাদীসে আরবাঈন* (ঢাকা: ৫২ বাংলাবাজার, আন্ নুর পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারি-২০১৩) পৃ: ২০।

৩২. আল কুরআন: *সুরা আল- আহযাব:* আয়াত নং- ২১।

৩৩. আল কুরআন: *সুরা আল- হাশর:* আয়াত নং- ০৭।

৩৪. আল কুরআন: *সুরা আল- ইমরানন:* আয়াত নং- ৩২।

পবিত্র কুরআনুল কারিমের আদেশ-নিষেধ মেনে আল্লাহর আনুগত্য করা যায় তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ ও রীতি নীতি মেনে তাঁর আনুগত্য করা যায়। পুরা কুরআন জুড়ে আল্লাহর বিধি-নিষেধ উল্লেখ রয়েছে। আর রাসুল (সা.)-এর বিধি-নিষেধ উল্লেখ রয়েছে তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন তথা হাদিসের মধ্যে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসুলকে হেকমত দান করেছেন; যেটা তিনি জানতেন না। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا–

"হে নবী, আল্লাহ্ তোমার প্রতি 'আল-কিতাব' ও আল-হিকমাত' নাযিল করেছেন এবং তুমি যেসব কথা জানতে না, তার শিক্ষা তোমাকে দান করেছেন। আর ইহা তোমার প্রতি আল্লাহ্র এক বিরাট অনুগ্রহ।"[৩৫] কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত এই 'আল-হিকমাত' নি:সন্দেহে কুরআন হতে এক স্বতন্ত্র বিষয়। ইহার সুন্নাত এবং ইহার বিস্তারিত ব্যাখা হাদিসেই রয়েছে।

"আল-হিকমাত' বা সুন্নাতও যে আল্লাহ্র নিকট হতেই অবতীর্ণ, তা উপরিউক্ত আয়াত স্পষ্ট ভাষায় প্রমাণ করে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশের জন্য এবং হিদায়াতের পথে পরিচালানার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আল-কিতাব নাযিল করাই যথেষ্ঠ মনে করে নাই সেই সঙ্গে রাসুল ও রাসুলের সুন্নাতকেও আল্লাহ্র তরফ হতে প্রেরণের প্রয়োজন মনে করেছেন। অন্যথায় শুধুমাত্র 'আল-কিতাব' মানুষের প্রকৃত কল্যান সাধন করতে পারত না।"[৩৬]

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাও রাসুলেরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নিম্নোক্ত আয়াত এই দৃষ্টিতে সুন্নাত বা হাদিসের গুরুত্ব ঘোষণা করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ–

"হে নবী, তোমার প্রতি এই কিতাব এই উদ্দেশ্যে নাযিল করেছি যে, তুমি লোকদের জন্য অবতীর্ণ এই কিতাব তাহাদের সম্মুখে বয়ান ও ব্যাখ্যা করবে এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তারা ইহা চিন্তা ও গবেষণা করবে।"[৩৭] এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, নবি কারিম (সা.) কে মানুষের সম্মুখে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

---

৩৫. আল কুরআন: *সুরা আন-নাহাল:* আয়াত নং- ৪৪ ।

৩৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৪।

৩৭. আল কুরআন: *সুরা আন-নিসা:* আয়াত নং- ১১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

করবে এবং তা নিয়ে মানুষ গবেষণা করবে। মহানবি (সা.) কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা যে করেছেন তা হাদিস গ্রন্থের দিকে তাকালে উপলব্ধি করা যায়।

যেহেতু হালাল-হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব রাসুলের উপর অর্পিত সুতরাং রাসুল এই কাজ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে-

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ-

"রাসুল ভাল কাজের আদেশ করেন; খারাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখেন; লোকদের জন্য ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিস হালাল করে দেন এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ হারাম ঘোষণা করেন।"[৩৮] রাসুলের কাজই হচ্ছে মানুষের কল্যাণের জন্য; তাইতো রাসুল ভাল কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে আদেশ দেন। যেটা হালাল সেটা গ্রহণ করতে বলেছেন আর যেটা হারাম সেটা বর্জন করতে বলেছেন। এটাই তো রাসুলের আসল কাজ। রাসুলের কথা ও কাজ মৌন সমর্থন যেহেতু হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, এজন্যই শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদিসের স্থান পবিত্র করআনের পরেই নির্ধারণ করা হয়েছে। হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن مالك بن أنس مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله – (رواه مؤطا ومشكوة المصابيح)

"আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল (সা.) এর সুন্নাহ।"[৩৯] কুরআন এবং রাসুলের সুন্নাত বা হাদিস মেনে চললে কেউ পথভ্রষ্ট হবে না । ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় এ দুটো গ্রন্থ সর্বজনীন। হাদিস তথা সুন্নাত ব্যতীত জীবন পরিচালনা করা নিরর্থক।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী হাদিসের গুরুত্ব অপরিহার্যতা নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণা করেছেন:

"ইলমে হাদিস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন-ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদিসে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং তাহার সাহাবিদের হইতে কথা, কাজ ও সমর্থন বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুত ইহা অন্ধকারের মধ্যে আলোকস্তম্ভ, ইহা যেন এক সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ চন্দ্র। যে ইহার অনুসারী হইবে ও ইহাকে আয়ত্ত করিয়া নিবে, সে সৎপথ প্রাপ্ত হইবে। সে লাভ করিবে বিপুল কল্যান ।"[৪০]

---

৩৮. আল কুরআন: *সুরা আল-আরাফ*: আয়াত নং-১৫৭।

৩৯. বায়হাকি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৪০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

হাদিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সোনালি সমাজ গঠন করা।

আধুনিক যুগে মানব জীবনে হাদিসের গুরুত্ব বেড়েছে বৈ এতটুকু কমেনি। মহানবি (সা.) শুধু মক্কা মদিনা বা সমগ্র আরববাসীর জন্য প্রেরিত হননি, তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এজন্য তাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করছে সমগ্র পৃথিবীবাসী। তাইতো প্রায় চৌদ্দশত বছর পরে বর্তমান যুগেও হাদিসের গুরুত্ব পূর্বের মতো আছে।

"বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, তথ্য প্রযুক্তির যুগ (Era of Information and Technology)। এই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও তাঁর হাদিস এখনও চিরনতুন। বর্তমান আধুনিক জীবনেও হাদিসের জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং এর চর্চা করা অতীব প্রয়োজন।"[৪১]

হাদিসের প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যত আধুনিক যুগ হোক আর উত্তর আধুনিক যুগ হোক হাদিসের গুরুত্ব থাকবেই। হাদিস হলো শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। ইহার জ্ঞান ব্যতিত কুরআন উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই কুরআন চর্চার পাশাপাশি হাদিস চর্চাও সমান দাবিদার।

উপরিউক্ত আলেচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, আয়াত, হাদিস ও মনীষীদের ভাষ্য অনুযায়ী মহানবি (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। আর হাদিসের মাধ্যমে কুরআন বুঝা সহজ।

৪১. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফওয়ান নোমানী ও সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈমুল এহসান বারকাতী, *হাদীসে আরবাঈন*, প্রাগুক্ত পৃ: ৩৬।

৪র্থ পরিচ্ছেদ
হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি

মহানবি (সা.) সারা জীবন যা করেছেন, বলেছেন এবং মৌন সমর্থন দিয়েছেন তা সবই হাদিস বা সুন্নাহ। সেই বাণী শোনার জন্য সাহাবিরা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। সে কথাগুলো তাঁরা মনি-মক্তার চেয়েও অধিক মূল্যবান করতেন। তারা মনে করতেন এগুলো তাদের জীবন চলার পাথেয়।

"নবি কারিম (সা.)-এর নিকট হতে হাদিসের সর্বপ্রথম শ্রোতা হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা রাসুলের দরবারে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন। তাঁরা নবি কারিম (সা.) কে চব্বিশ ঘন্টা পরিবেষ্টিত করে রাখতেন। তিনি কোথাও চলে গেলে তাঁরা ছায়ার মত অনুসরণ করতেন।"[৪২]

রাসুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন বাস্তবতার ভিত্তিতে। সেগুলো মেনে সাহাবিরা নিজেকে অনেক ধন্য মনে করতেন। সাহাবিরা মূল্যবান সম্পদ হিসাবে ইহার হেফাজত বা সংরক্ষণ করতেন। রাসুলের বাণীকে তারা হুবুহু মুখস্থ করে রাখতেন। এমন কি রাসুলের অনুমতিক্রমে হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন।

রাসুলের (সা.) দরবারে হযরত জিব্রাঈল (আ.) ছদ্মবেশে উপস্থিত হতেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে সাহাবিদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এ ধরণের হাদিসকে হাদিসে জিব্রাঈল নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে জানতে আসত এবং নবি কারিম (সা.) তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝাতেন। তাদেরকে শরিয়তের সব হুকুম-আহকাম ও ইবাদাতের যাবতীয় নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিতেন। ফলে একদিকে যেমন বহু হাদিসের উৎপত্তি হতো, অপরদিকে ঠিক তেমনি রাসুলের হাদিসসমূহ মদিনা হতে সুদূর বসরা পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সাহাবিদের মারফতে পৌঁছছে ও প্রচারিত হয়েছে। শুধু যে সাহাবিরা প্রশ্ন করত তার জবাব দিতেন আর তাতেই হাদিসের উৎপত্তি হতো এরকম না। বরং এমনও দেখা গেছে রাসলুল্লাহ (সা.) নিজে থেকে প্রয়োজনানুপাতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসুলে কারিম (সা.) জীবদ্দশায় জিজ্ঞাসার জওয়াবে যত কথাই বলেছেন, যত কাজই করেছেন এবং যত কথা ও কাজের সমর্থন করেছেন, তার বিবরণ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর্যায়ভুক্ত এবং তাই হাদিস। ফলে এইভাবে হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি লাভ করেছে।[৪৩]

---

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৮।
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ
হাদিসের ক্রমবিকাশ

হাদিস হিফাজত বা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, ফযিলতপূর্ণ কাজ। আর এর দ্বারা মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীকে হিফাজত করা হয়। যে এ ধরণের মহৎ কাজ করল সে যেন দীনের হিফাজত করল। আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির দীন সহজ করে দিবেন। তাঁর চেহেরা উজ্জ্বল করে দিবেন। শুধু হাদিস বর্ণনাকারীর জন্য সওয়াব উদ্দেশ্য নয়, সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসুলের (সা.) উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ।

আরববাসীদের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তারা বড় বড় কবিতা বা নসবনামা স্মৃতিপটে মুখস্থ রাখতেন। মহানবি (সা)-এর জীবদ্দশায় সাহাবিরা হাদিস বলা মাত্রই মুখস্থ করতেন। কেউ কেউ লিখে রাখতেন। যারা আহলে সুফ্ফার[৪৪] অধিবাসী ছিলেন, তাঁরা রাসুলের (সা.) সান্নিধ্য পাওয়ার ফলে সর্বাধিক হাদিস মুখস্থ রাখতে পারতেন।

কুরআনের আয়াতের সাথে যাতে হাদিসের সংমিশ্রণ না ঘটে সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিস লিখে রাখতে নিষেধ করতেন। যখন বুঝতে পারলেন যে কুরআনের আয়াতের সাথে হাদিস সংমিশ্রণ হওয়ার সম্ভবনা নেই, তখন হাদিস লেখার অনুমতি প্রদান করলেন। হাদিস সংরক্ষণের একমাত্র উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আর হাদিস প্রচারের একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। এভাবে এক সাহাবি থেকে আরেক সাহাবি, এক সাহাবি থেকে এক তাবেয়ি। তারা বহু দূর দূরান্ত থেকে হাদিস সংগ্রহের জন্য আসতেন।

নবি কারিম (সা.) সাহাবিদেরকে ইসলামের যাবতীয় কথা, কাজ, আদেশ-নিষেধ ও উপাদেশাবলী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে, উহাকে স্মরণ রাখতে ও অন্য লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাতে আদেশ করেছেন। তিনি সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে চিরসবুজ চিরতাজা করে রাখবেন, যে আমার নিকট হতে কোন কিছু শুনতে পেল ও তা অন্য লোকদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছায় দিল। কেননা পরে যার নিকট উহা পৌঁছিয়েছে সে প্রয়াশই প্রথম শ্রোতার তুলনায় উহাকে অধিক হিফাযাত করে রাখতে সক্ষম হয়েছে।"[৪৫] স্বাভাবিকভাবে হাদিস বর্ণরাকারীর গৌরব ও মর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে সাহাবিরা উৎসাহিত হয়েছে।

---

৪৪. একদল সাহাবি তালিম ও নবিজি (সা.)-এর নির্দেশের অপেক্ষায় সব সময় হাজির থাকতেন। তাদের কোন বাড়ি-ঘর বা নির্দিষ্ট কোন আয় রোজগার ছিল না। তারা সুফ্ফা বা মসজিদে নববির আঙ্গিনায় বসবাস করতেন। তারা খুবই দরিদ্র ছিলেন, কাঠ কেটে বা কায়িক পরিশ্যম করে বা নবিজির বদন্যতার ওসিলায় তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদেরকে আহলে সুফ্ফা নামে অভিহিত করা হতো।

৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫।

ইসলামের প্রথম খলিফা[৪৬] হযরত আবু বকর রা. নিজেই হাদিস সংকলন করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ বয়সে এসে ভাবলেন, যদি রাসুলের কথা এদিক-সেদিক হয়ে যায় তাহলে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছু আমার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না। এই ভয়ে তিনি নিজের তৈরি হাদিস সংকলন নষ্ট করে ফেলেন।

"হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয় হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. এর খেলাফাত আমলে। কিন্তু তা পূর্বে আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর রা. এর খেলাফাত আমলেই এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির শুরু হয়। এজলাস ডেকে সকলের মতামত পেশ করার জন্য বলেন। উপস্থিত সকলেই হাদিস সংকলনের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।"[৪৭]

হযরত উমর রা. হাদিসের শিক্ষা প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সাহাবিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হাদিস প্রচার শুরু করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ইস্তেখারা[৪৮] করে হাদিস সংকলন করার কাজটি তার মন সম্মত হল না। যার ফলে তার মাধ্যমে হাদিস সংকলন কাজ আর সম্প্রসারিত হল না।

হযরত উসমান রা. এই গুরুভার দায়িত্ব নিতে ভয় পেলেন। কারণ রাসুলের নামে মিথ্যা বর্ণনা হলে তার পরিণাম জাহান্নাম। তাছাড়া তিনি আরো ভাবলেন, হাদিস সংকলনের চেয়ে জরুরী কুরআন সংকলন। দিন দিন হাফেজের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এই জন্য কুরআন সংকলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ কাজ সমাপ্ত করতে গিয়ে হাদিস সংকলনে মনোযোগ দিতে পারেননি।

"উমরে সানি[৪৯] হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. (মৃত ১০১হি.) হিজরি সন দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে হাদিস সংকলনের ব্যাপারে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাদেশিক গভর্ণর ও দেশের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরামের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যে, যেথায় যার নিকট হাদিস পাওয়া যায়, সেগুলো যেন কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ব্যাপারে যেন কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করা না হয়।"[৫০] তাঁর ঘোষণার ফলে তাবেয়িগণ বিভিন্ন স্থানে হাদিস সংকলনের জন্য ছড়িয়ে পড়েন। তাবেয়িদের যুগেই ইমাম আবু হানিফার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল আসার' সংকলিত হয়।

---

৪৬. প্রতিনিধি

৪৭. মাওলানা আব্দুল হাফিজ বিন আব্দুর রউফ, *শরহু নুখবাতিল ফিকার*, প্রাগুক্ত পৃ: ১১।

৪৮. কল্যাণ কামনা। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য ইস্তেখারার নামাজ আদায় করা হয়।

৪৯. দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা. এর শাসনামলের মত হযরত উমর ইবনে আজিজ রহ. এর শাসনামল ছিল বিধায় তাকে সানি উমর বালা হয়।

৫০. প্রাগুক্ত পৃ: ১২।

হিজরি তৃতীয় শতকে ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সেই সাথে হাদিস চর্চা পূর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করেছিল। হাদিস অনুসন্ধানের জন্য মুহাদ্দিসগণ দেশ-বিদেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায়। গ্রাম শরহ কোথাও বাদ দেয়নি। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে এ কাজ স্বীয় যৌবনে এসে পৌছায়। হাদিস শিক্ষার জন্য মুসলিমগণের মাঝে বিপুল উৎসাহ কাজ করে। এই শতাব্দীতে যাচাই-বাছাই করে বিখ্যাত 'সিহাহ্সিত্তাহ' তথা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ নামক কিতাব সংকলিত হয়। গ্রন্থ গুলো হলো-

১. সহিহুল বুখারি[৫১]

২. সহিহ্ মুসলিম শরিফ[৫২]

৩. জামি তিরমিযি[৫৩]

৪. সুনানে আবু দাউদ[৫৪]

৫. সুনানে নাসাই[৫৫] ও

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ[৫৬]।

"তৃতীয় হিজরি শতকে ইলমে হাদিসের অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুসলিম জাহানের প্রায় সব কটি বড় বড় শহরেই তখন- শহর হতে দূরবর্তী গ্রামে পর্যন্ত হাদীসের ব্যাপক চর্চাও শিক্ষাদান হচ্ছিল। তন্মধ্যে কতগুলি শহর ছিল হাদিসের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র। স্থানীয় মুহাদ্দিসগণ হাদিস প্রচার করতেন এবং বিভিন্ন স্থান হতে হাদিস অনুসন্ধাকারীগণ এই শহরে এসে হাদিস শ্রবণ করতেন ও লিপিবদ্ধ করতেন।"[৫৭] শহরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মক্কা-মদিনা, কুফা-বসরা ও সিরিয়া।

"এই হিজরিতে হাদিসের চর্চা, প্রচার, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ অধিকতর উন্নতি, বিকাশ, সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। ইহার এক একটি বিভাগ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মর্যাদা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুহাদ্দিস ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ এই শতকে হাদিস শিক্ষা ও চর্চার দিকে পূর্বের তুলনায় অনেক ব্যাপক ভিত্তিতে মনোনিবেশ করেছেন। হাদিস সংগ্রহকারীগণ হাদিসের সন্ধানে মুসলিম জাহানের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে পর্যটন করেছেন, প্রত্যেকটি স্থানে উপস্থিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। সংগৃহীত হাদিসসমূহ একত্রে সংকলিত করে বহু সংখ্যক মূল্যবান ও বৃহদাকারের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।"[৫৮]

---

৫১. ইমাম বুখারি রহ. সহিহুল বুখারি হাদিসগ্রন্থটি সংকলন করেন। বলা হয় এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ।
৫২. ইমাম মুসলিম রহ. দীর্ঘ পনের বছরের সাধনায় তিন লাখ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে উক্ত হাদিস সংকলনটি রচনা করেছেন।
৫৩. জামি আত তিরমিযি মুসলমানদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। এটি আবু ইসা মুহাম্মদ ইসা ইবনে তিরমিযি রহ. সংকলন করেছেন।
৫৪. সুনানে আবু দাউদ হাদিস গ্রন্থটি আবু দাউদ রহ. সংকলন করেছেন। এতে প্রায় ৪৮০০ টি হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে।
৫৫. সুনানে নাসাই সিহাহ সিত্তার অন্যতম একটি হাদিস গ্রন্থ। এটি ইমাম নাসাই রহ. সংকলন করেছেন।
৫৬. এটি ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. সংকলন করেছেন। এতে চার হাজার হাদিস সংকলিত হয়েছে।
৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৮।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে হাদিসশাস্ত্র পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। চতুর্থ শতকে পূর্ববর্তী হাদিস বিশারদগণ যে কাজ কর্ম পরিচালনা করে গেছেন, তার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। এই শতকের মুহাদ্দিসগণ তাদের উস্তাদগণের থেকে বর্ণিত হাদিস নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন।

সপ্তম, অষ্টম ও উহার পরবর্তী শতকসমূহে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে হাদিসের চর্চা, শিক্ষাদান ও প্রচার সাধিত হয়েছে। এই সময়ে মাগরেবি দেশসমূহেই (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়) ইহার প্রসারতা সর্বাধিক ছিল। কিন্তু উহার পর দুইটি বিরাট মুসলিম দেশে হাদিস চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়, একটি মিসর অপরটি ভারতবর্ষ।[৫৯]

আরব বণিকগণ ভারত উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসার ফলে একটা বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই ষষ্ঠ ইসায়ি শতাব্দীতে আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে-আরব দেশে-যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই উপমহাদেশে উহার প্রথম ঢেউ এসে পৌঁছা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি বিপ্লবের প্রথম কয়েক বছরে নবুয়্যাত ও প্রথম খলিফার আমলে- না হলেও দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর আমলে বিশ্ব নবির সাহাবিগণের কেহ কেহ এই উপমহাদেশে আগমন করেছেন। এই সময়ে যে কয়জন সাহাবির ভারত আগমনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন- (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবান, (২) হযরত আসেম ইবনে আমর আততমীমী, (৩) হযরত সুহার ইবনে আল-আবদী, (৪) হযরত সুহাইব ইবনে আদী, (৫) হযরত আল-হাকাম ইবনে আবিল আস্-সাকাফী (রা)।[৬০]

অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে পাক-ভারতে ইলমে হাদিসের ক্রমবিকাশের অধ্যায় সূচিত হয়। দাক্ষিনাত্যের বাহামুনী বাদশাহ মাহমুদ বাহামুনী (৭৮০-৭৯৯ হি:) ইলমে হাদিস প্রচারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করেন। হাদিস শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি বৃত্তির প্রচলন করেন। এই সময়ে ভারতের প্রায় সর্বত্র ফিকহ্, দর্শণ ও তাসাউফ চর্চার প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও হাদিস শিক্ষা ব্যাপক কোন অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং বিশিষ্ট তাসাউফ পন্থিগণ হাদিস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[৬১]

---

৫৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১০।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫৭।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

নবম শতকে উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের রেনেসাঁ যুগ সূচিত হয়। গুজরাটের অধিপতি আহমদ শাহ আরব ও ভারতের সামদ্রিক বাণিজ্য পথ নতুন করে যাত্রা শুরু করে। ফলে আরববাসীর অনেক হাদিসবিদ ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রতিবেশী ইরান সরকার এই সময় শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করেন। এই কারণে হাদিস-বিজ্ঞানে পারদর্শী এক বিরাট দল সেখান হতে ভারতে হিজরত করে আসতে বাধ্য হন। এখানে সঙ্গে নিয়ে আসেন বিপুল পরিমাণ হাদিস সম্পদ । অপরদিকে মিসরেও ইলমে হাদিসের ব্যাপক প্রচার হয় এবং সেখান থেকে বড় বড় মহাদ্দিস ভারত আগমন করেন।[৬২] উপমহাদেশে দীর্ঘকাল ব্যাপী হাদিস চর্চায় মগ্ন ছিলেন। হাদিস চর্চায় ভারত বর্ষের আলেমগণ বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

হিজরি দশম শতকের প্রথমার্ধে শায়খ আব্দুল হক ইবনে সাইফুদ্দীন দেহলবি রহ. সর্বপ্রথম আরব থেকে ইলমে হাদিস শিক্ষা লাভ করে ভারতবর্ষকে হাদিসের নুরে আলোকিত করেন। তাঁর উত্তসুরীরা হাদিসের খেদমত সঠিকভাবে আঞ্জাম দেন। কিন্তু শতাব্দীকাল শেষ হতে না হতে হাদিসের চর্চায় ভাটা পড়ে যায়। তখন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবি রহ. মদিনা থেকে হাদিসের শিক্ষা অর্জন করে গোটা ভারত বর্ষে হাদিসের চর্চা আবার পূর্ণোদ্যমে চালু করেন।[৬৩]

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের (১২৬৬-১২৮৭)[৬৪] শাসনকালে হযরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা হাম্বলী বুখারী রহ. ৬৬৮ হি. মুতাবিক ১২৭০ খ্রি. ঢাকা থেকে ১৬ মাইল দূরে পুরনো রাজধানী সোনারগাঁয়ে ইলমে হাদিসের দরস নিয়ে আসেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থী আসত হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য।[৬৫]

এভাবে সুদূর আরব থেকে ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত হাদিসের প্রচার-প্রসার লাভ করে। যা আজো হাদিস বিশারদগণ রাসুলের (সা) পবিত্র বাণীর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। কিয়ামত পর্যন্ত এ মহৎ কর্ম চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

---

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬৫।
৬৩. মাওলানা আব্দুল হাফিজ বিন আব্দুর রউফ, *শরহু নখবাতুল ফিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।
৬৪. তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণজিনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
৬৫. হযরত মাওলানা রফীক আহমদ, *ঈযাহুল মিশকাত* (চট্টগ্রাম: পটিয়া, আল-জামিয়া রোড, আশরাফিয়া লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ, মে-২০১৮) পৃ: ৬১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইলমে হাদিসে তাঁদের অবদান

১ম পরিচ্ছেদ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি.) (রহ.)

২য় পরিচ্ছেদ

আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯হি.) (রহ.)

৩য় পরিচ্ছেদ

শায়খ ইসহাক দেহলভী (১১৯৬-১১৬২হি.) (রহ.)

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শায়খ আব্দুল গনী মজাদ্দিদী (১২৩৫-১২৯৬হি.) (রহ.)

৫ম পরিচ্ছেদ

মাওলানা কাসেম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) (রহ.)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শায়খ মুহাঃ ইয়াকুব (১২৪৯-১৩০২হি.) (রহ.)

৭ম পরিচ্ছেদ

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) (রহ.)

৮ম পরিচ্ছেদ

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২হি.) (রহ.)

৯ম পরিচ্ছেদ

শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমাদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯হি.) (রহ.)

১০ম পরিচ্ছেদ

শায়খ যাফর আহমদ থানভী (১৩১০-১৩৯৪হি.) (রহ.)

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি.) (রহ.)

বাদশাহ আকবরের শাসনামলে ইরানি আলেমগণের প্রভাবে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রিকদর্শন ও তর্কশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে কুরআন-সুন্নাহর চর্চা অনেকাংশে কমে যায়। দারুল উলুম দেওবন্দের আলেমগণ কুরআন-সুন্নাহ প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। যে কারণে শিক্ষার্থীরা হাদিস চর্চায় অধিক মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস শাস্ত্রের উপর মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়।[৬৬]

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিকে চিন্তা-চেতনার বন্ধ্যাত্ব থেকে ভারত ভূমিকে পবিত্র করার জন্য এই ভূখন্ডে যে সকল মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল সে সমস্ত মনীষীর অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হল।

শাহ্ আলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ১১১৪ হিজরীর মোতাবেক ১৭০৩ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সময় উত্তর ভারতে অবস্থিত তার নানার বাড়ী মুজাফ্ফর নগর জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি কুতুবুউদ্দিন আহমেদ আব্দুর রহিম বলেও পরিচিত। তবে তিনি ওয়ালি উল্লাহ নামেই জগদ্বিখ্যাত। তাঁর পিতা শায়েখ আব্দুর রহীম। বংশগত দিক থেকে হযরত উসমান রা: এর বংশধর। মতান্তরে হযরত উসমান রা: এর বংশধর এবং তাঁর মাতা ইমাম মূসা আল-কাযিমের বংশধর। শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধী শক্তির অধিকারী। মাত্র সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন।[৬৭]

তার পিতার নিকট থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালামশাস্ত্র, উসূলে ফিকাহ, তর্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। কুরআন-হাদিসের পাশাপাশি আরবি ও ফার্সি ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হজ্জ পালন করতে যেয়ে হাদিসের উপর পান্ডিত্য অর্জন করেন।

---

৬৬. আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাসে ঐতিহ্য অবদান* (ঢাকা: সবুজবাগ, বাসাবো, আল-আমিন রিসার্চ একাডেমি বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: জুলাই ২০১৭), পৃ: ১৮৬।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০।

তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে একজন ইসলামি পন্ডিত এবং আধুনিক ইসলামি চিন্তার ধারক বাহক। ইসলামি ইতিহাসের এই বিরল ইলমি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষে ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষা ও এর বিকাশের সফল রুপকার ৬১ বছর বয়সে ১১৭৬ হিজরি মোতাবেক ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ: (১১১১৪-১১৭৬হি:) ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. এর আর্দশ ও চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠ, উত্তরাধীকারী ও তাঁর মানস সন্তান। এ দেশের মুমিন-মুসলমানদেরকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে হিদায়েতের আলোকোজ্জল পথে আনা এবং তাদের মাঝে আর্দশ চেতনার নতুন প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য।[৬৮]

বিস্ময়কর বিষয় হল যে, তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, নগর উন্নয়ননীতি ইত্যাদি বিষয়কে আলাদাভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার চিন্তা ধারা ছিল উন্নত মানের। আধুনিক চিন্তাবিদদের ন্যায় তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে যুগসম্মত করে উপস্থাপন করতে গিয়ে ইসলামের মূল ধারা থেকে মোটেও সরে যাননি। বরং তিনি শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা ও ইসলামের রুহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিক চেতনাকে সুমন্নত রেখেই অত্যন্ত নিপুনভাবে তার এই পদক্ষেপের ফলে ইসলাম একটি দান্ডায়মান সংকটাবলি উত্তরন করতে সক্ষম হয়েছে নি:সন্দেহে। বলতে গেলে এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্যই তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।[৬৯]

হাদিস হলো উম্মতে মুহম্মাদির আকিদা ও ইমানের মাপকাঠি। শাহ সাহেবের প্রথম কর্মসূচী ছিল "কুরআনের প্রতি আহবান"। এ মহৎ কাজের জন্য ইলমে হাদিসের আবশ্যকীয়তা কত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার কারণ হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাই হলো হাদিস এবং হাদিসই হলো নবির সুন্নাত। হাদিস ও সুন্নাতের প্রতি অবহেলা কারণে ভারতে শিরক ও বিদআত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। শাহ সাহেব রহ. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ থেকে শিরক বিদআত উচ্ছেদ করার জন্য হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার-প্রসার শুরু করেন।[৭০]

---

৬৮. আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাসে ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত তিনিই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদিসের দরস চালু করেন। হাদিস শাস্ত্রে তার লিখিত মুছাফফা সরহে মুছাওয়া, আল মুছাওয়া শারহুল মুয়াত্তা, তরজামায়ে সহীহ বুখারী, আল যাছলুল মুবীন মিন হাদীসিন নাবিয়্যিল আমীন ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭১]

যুগ যুগ ধরে মুসলমানগন হাদিস ও ফিকাহর চর্চা করে আসছেন। কিন্তু তা ছিল স্বল্প পরিসরে। শাহ সাহেব রহ. সর্বপ্রথম হাদিস ও ফিকাহর মাঝে সমন্বয় সাধন করেন। হাদিসের উপর ফিকহি আলোচনা করে হাদিস থেকে মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন করেছেন। ফেকাহবিদদের মতের চুলচিরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন, কোন মতটি অধিক গ্রহণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি হাদিসের দরসদানের প্রথা উদ্ভাবন করেন।[৭২] তিনি ফিকহ ও হাদিসের সাথে সমন্বয় করে মাসআলা- মাসায়েল ইদ্ভাবন করতেন। এটা ছিল তার যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

তিনি প্রশস্ত ইলম, গভীর চিন্তা-গবেষণা, মহান চরিত্র, আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতার দৌলত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। যেখানেই কোন বিষয় সম্পর্কে খটকা হত তৎক্ষণাতৎ নববী রুহানিয়াতের মাধ্যমে তা সমাধান করে দিতেন। সাহাবায়ে কেরামের সকল আছার (তাদের উক্তি ও আমল) তাঁর সামনে ছিল। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উসূল, ইস্তিম্বাত ও মাসআলা-মাসায়েলের উৎসের উপর তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন রেয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। নাসেখ-মানসুখের হাফিয ছিলেন। তাঁর মাঝে এরকম হাজারো যোগ্যতার সমাহার ছিল ।[৭৩]

৭১. আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাসে ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬।
৭৩. মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী ও মুফতী মানসূরুল হক, *তাকলীদের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও দালীলিক প্রমাণপঞ্জির আয়নায় আহলে হাদীস মতবাদ*, (ঢাকা: আল-মাহমূদ প্রকাশনী ২০১৫) পৃ: ১৭।

২য় পরিচ্ছদ
শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯হি:) (রহ.)

শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. ছিলেন ভারত উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষা ও জন্মভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃত। ভারত বর্ষের স্বাধীনতার সূর্য যখন অস্তগামী ঠিক তখনই এই মহান বীর সেনানীর আগমন ঘটে। অতুলনীয় জ্ঞান, অনুপম প্রজ্ঞা, সীমাহীন খোদাভীতি ও বাতিলের আতঙ্ক ও আপোষহীন দ্রোহের কারণে তিনি ভারতবাসীর মনিকোঠায় আসীন হয়ে আছেন।

তাঁর আসল নাম শাহ আব্দুল আযীয। তাকে গোলাম হালীম নামেও ডাকা হয়। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য, অনুপম প্রজ্ঞা ও অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য অনেকেই তাকে "হুজ্জাতুল্লাহ" উপাধীতে ভূষিত করেন। ইতিহাসে তিনি 'সিরাজুল হিন্দ' নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন ভারত বর্ষের অমর ব্যক্তিত্ব শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর সুযোগ্য সন্তান।[৭৪]

শাহ আব্দুল আজিজ রহ. ১৭৪৬ খিস্টাব্দ মোতাবেক ১১৫৯ হিজরিতে পবিত্র রমজান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন। তিনি খুব অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআন শরিফ হিফজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতার নিকটেই শুরু হয়। পিতার নিকট থেকেই সকল বিষয়ের ইলম অর্জন করতে থাকেন। কালক্রমে সকল বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন।[৭৫]

হাদিসের দরস পিতার নিকট থেকেই শুরু করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মিশকাত শরিফ, সুনানে আবু দাউদ, আল- হিসনুল হাসিন, জামেউত তিরমিযি, শামায়েলুত তিরিমিযি, সহীহ্ মুসলিমের একাংশ, ইবনে মাজার একাংশ, আল-মুসালসালাত, সহিহুল বুখারির শুরু থেকে কিতাবুল হাজ্জ পর্যন্ত এবং সুনানে নাসায়ির একাংশ।[৭৬]

---

৭৪. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক* (ঢাকা: মোহাম্মাদপুর, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, প্রকাশকাল: ২৭ মার্চ, ২০০৩) পৃ: ১৭২।
৭৫. আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাসে ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯২।
৭৬. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিসকে পাঠ্যক্রমের শীর্ষে স্থান দেওয়ার বিষয়টি চালু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শাহ আব্দুল আযীয রহ. ও ইলমে হাদিসের যে বিশাল অবদান রেখে গেছেন পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত অনন্য। তাঁর জীবনের দীর্ঘ চৌষট্টি বছর ইলমে হাদিসের খিদমতে বিরাট অবদান রেখেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি সিহাহ ছিত্তার দরস ছাড়াও নিজেই অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের গ্রন্থ লিখে গেছেন। তিনি তাঁর লিখিত "নুজহাতুল খাওয়াতির" নামক কিতাবে এমন চল্লিশজন মুহাদ্দিস এর নাম উল্লেখ করেছেন যারা যুগের অনন্য মুহাদ্দিস হিসেবে শুধু এই উপমহাদেশেই নয় বরং হিজাযসহ অনেক আরবিয় অঞ্চলেও হাদিসের খিদমত করেছেন।[৭৭]

হাদিস ও মুহাদ্দিসিনদের সম্পর্কে তাঁর হাদিস সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'বুসতানুল মুহাদ্দিসীন' উসূলে হাদিসের ক্ষেত্রে 'আল-উজালাতুন নাফেআহ' উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদিস গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করে মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। যা আজো জ্ঞান পিপাসুরা তার রচিত গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরোণ করছেন।

শাহ আব্দুল আযীয রহ. বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা রেখে গেছেন যে গুলো তাঁর গভীর জ্ঞান, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও অসাধারণ স্মৃতি শক্তির প্রমাণ বহন করে।[৭৮]
তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল-
১.তাফসীরে আযীযী
২.তহফায়ে ইছনা আশারিয়্যাহ
৩.মীযানুল বালাগাহ
৪.মীযানুল কালাম
৫.সিররশ শাহাদাতাইন
৬. বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন

তিনি ইসলামি জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল করতেন। জনসাধারণকে ইসলামি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সভা-সমাবেশ করতেন। তার নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তার অনুসারীগণ বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন। তিনি আজীবন কুরআন ও হাদিস চর্চায় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সিহাহ ছিত্তার দরস দানসহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যা মুসলিম সমাজে আজো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

---

৭৭. আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাসে ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।
৭৮. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৫।

৩য় পরিচ্ছদ

শায়খ ইসহাক দেহলভী রহ. (১১৯৬-১২৬২হিঃ) (রহ.)

ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদিসের খিদমতে যেসব মহামনীষী নিজেদের পুরো জীবনকে উৎসর্গ করেছেন শায়খ ইসহাক দেহলভী রহ. (১১৯৬-১২৬২হিঃ) তাঁদের অন্যতম। তাঁদের অসামান্য ত্যাগের ফলে আজ পাক-ভারত-বাংলার আনাচে-কানাচে পর্যন্ত হাদিসের চর্চা অব্যাহত আছে।

তাঁর পূর্ণ নাম আবু সুলাইমান ইসহাক। পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ আফজাল ফারুকী রহ.। এই মহা-মনীষী হিজরী ১১৯৬ মতান্তরে ১১৯৭ সালের ৮ই জিলহজ্জ দিল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নানাজি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত মনীষী শায়খ আব্দুল আযীয দেহলভী রহঃ (১১৫৯-১২৩৯হিঃ)। শাহ ইসহাক দেহলবী রহ. ছিলেন শাহ ওলী উল্লাহ দেহলভী রহ. এর সুযোগ্য উত্তারাধিকারী। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. (১১১১৪-১১৭৬হিঃ) এর নিকটে নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনা সমাপ্ত করেন এবং তাঁর নিকটেই ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি খুব অল্প বয়সেই হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[৭৯]

কর্ম জীবনে নানাজান এর জীবদ্দশায় তিনি হাদিসের পাঠদান শুরু করেন। নানাজির ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থালাভিষিক্ত হন এবং দীর্ঘ দিন নানার ঐতিহ্যবাহী "মসনদে হাদীসে" হাদিসের পাঠদানে মশগুল থাকেন। হিজরী ১২৪০ সালে হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র হারামাইন শরিফে গমন করেন। এ সময় শায়খ উমার ইবনে আব্দুল করীম ইবনে আব্দুল রাসূল থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। মক্কা মোজ্জমায়ও তিনি হাদিসের দরস দেন। হজ্জ সমাপ্ত করে দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত হাদিসের অধ্যাপনায় মশগুল থাকেন।[৮০]

ভারতবর্ষের ইলমে হাদিসের ইতিহাসে এই ক্ষণজন্মা মুত্তাকি ব্যক্তিত্ব মহান আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে হিজরী ১২৬২ সালের রজব মাসে পবিত্র মক্কা নগরীতে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে পরপারে পাড়ি জমান এবং পবিত্র মক্কায় তাকে সমাহিত হন।

---

৭৯. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৫।
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী রহ. (১২৩৫-১২৯৬হি.) (রহ.)

ভারত উপমহাদেশে যে কয়জন আলেমে দ্বীন হাদিস শাস্ত্রে খেদমত করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী রহ.। তিনি সেই সব প্রাত:স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম যারা ইলম ও আমল, ইখলাছ ও খোদাভীতির সুউচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন। বংশ ধারা শায়খ আব্দুল গনী ইবনে আবি সাঈদ ইবনে ছফী আল উমারী আদ দেহলভী। এই মহাপুরুষ যেহেতু হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ:) এর বংশধর এ জন্য তাকে মুজাদ্দিদী বলা হয়। এই মহান পুরুষ হিজরি ১২৩৫ সালের শা'বান মাসে দিল্লী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকে তাঁর মেধার প্রমাণ পাওয়া যায়। শৈশবে কুরআনে কারিম হিফজ করেন। মাও: হাবীবুল্লাহ দেহলভী (রহ.) এর নিকটে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে নিমগ্ন হন। শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী রহ. পিতার নিকটে মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ পড়েন। তিনি শায়খ ইসহাক দেহলভী (১১৯৬-১২৬২হি:) (রহ.) এর নিকটে হাদিস শাস্ত্রের অন্যান্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। তার পিতার নিকট থেকে জাহেরি ইলম, তাযকিয়া ও তাছাউফের জ্ঞান অর্জন করেন।[৮১]

জ্ঞান পিপাসু শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দিদী রহ. পবিত্র হজ্জ ব্রত পালন করতে গিয়েও শায়খ আবেদ সিন্ধী (রহ.) ও শায়খ আবু যাহেদ ইসমাইল ইবনে ইদরীস রুমী (রহ.) এর নিকট থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। এভাবে হাদিস শাস্ত্রের উপর তিনি অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। পবিত্র হজ্জ থেকে ফিরে এসে হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় পর্যন্ত ইলমে হাদিসের খিদমতে নিমগ্ন থাকেন । মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত তিনি হাদিস শাস্ত্র চর্চায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন।[৮২]

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলে মুসলমানদের উপর অমানষিক নির্যাতন চলতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি সপরিবারে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে আরবে পাড়ি জমান। সেখানেই হিজরি ১২৯৬ সালের ৬ই মুহাররম মঙ্গলবার শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

---

৮১. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৬।
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৭।

৫ম পরিচ্ছেদ

মাওলানা কাসেম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) (রহ.)

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. একজন ব্যক্তির নাম নয় একটি ইতিহাসের নাম। সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরে মুসলমানদের উপর নজির বিহীন নির্যাতন নেমে এসেছিল বিশেষ করে যারা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতে যখন মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসনের শিকার হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব খুজে পাচ্ছিল না ঠিক সে মুহূর্তে এই মহামনীষী সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ।[৮৩]

ভারতের সাহরানপুর জেলার নানুতা নামক গ্রামে ১২৪৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম আবু মুহাম্মদ কাসেম। পিতার নাম আসাদ আলী। তার বংশ পরম্পরা মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রা: পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয়েছে। শৈশব থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সাহারানপূরে শায়খ মহা: নাওয়াজ (রহ.) এর নিকট গ্রহণ করেন। অত:পর দিল্লীতে শায়খ মামলূক আলী নানুতবী (রহ.) এর নিকটে তখনকার প্রচলিত পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করে শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী (১২৩৫-১২৯৬হি.) (রহ.) এর নিকটে হাদিস পড়েন ও দীর্ঘ দিন তাঁর সোহবতে থাকেন।[৮৪]

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি শিক্ষতার মহান দায়িত্ব পালন করেন। কর্ম জীবনের প্রথম দিকে নানুতবী (রহ.) হযরত আহমাদ আলী সাহারানপূরী রহ. এর "মাতবায়ে আহমাদীয়া" নামক কুতুবখানায় কাজ করতেন। তিনি সে সময় সাহারানপূরী (রহ.) সসীহ বুখারির প্রুফ শুদ্ধি ও বুখারির টীকা সংযোজনে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি হযরত কাসেম (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. এর পান্ডিত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন বিধায় তাকে সহিহ বুখারির শেষ পাঁচ পারার টীকা লেখার অনুমতি দেন। সসীহ বুখারির টীকা অধ্যায়ন করলে নানুতবী

৮৩. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৭।
৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

(১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. এর জ্ঞান গভীরতার পরিচয় মেলে। অবশেষে তিনি 'দারুল উলূম দেওবন্দে'র[৮৫] অধ্যাপনার দায়িত্ব পান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সুনামের সাথে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করে যান।[৮৬]

বুখারি শরিফের টিকা, হযরত কাসিম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. কৃত যা এখন পর্যন্ত বুখারি শরিফের সাথে মুদ্রিত হয়ে থাকে।[৮৭]

"হযরত কাসিম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. এর নেতৃত্বে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ৩০ মে মুতাবিক ১৫ ই মুহাররম ১২৮৩ হিজরিতে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরানপূর জিলার দেওবন্দ নামক এলাকায় আজকের ইসলামি জগতের সুপ্রসিদ্ধ ইসলামি বিদ্যাপীঠ 'দারুল উলূম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"[৮৮]

তাঁর রচনাবলী সাধারণ আলেমদের বোধগম্যের উর্ধ্বে। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২হি.) রহ. বলেন, নানুতবী (রহ.) এর কিতাবসমূহকে যদি আরবীতে অনুবাদ করা হয় এবং লেখকের নাম উল্লেখ করা না হয় তাহলে সকলের এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে এগুলো ইমাম রাযী বা ইমাম গাযালী (রহ) এর রচনা।[৮৯] নিম্নে তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু রচনার নাম দেয়া হল-

১. তাছফিয়াতুল আকায়েদ
২. হুজ্জাতুল ইসলাম
৩. কেবলা নুমা
৪. তাকরীরে দিলপযীর
৫. আবে হায়াত
৬. ইনতাছিরুল ইসলাম
৭. হাদীয়াতুশ শীয়াহ ইত্যাদি।

ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সিপাহসালার বীর সেনানী হযরত কাসিম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. ১২৯৭ হিজরির ৪ঠা জামাদাল উলা বৃহস্পতিবারে ৪৯ বছর বয়সে তাঁর কর্মমখর জীবনের দীর্ঘ যাত্রা সমাপ্ত করে দয়াময় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর জানাজায় এমন কিছু লোকের উপস্থিতি দেখা যায়, যাদের পূর্বে কখনো দেখা যায়নি এবং জানাজা শেষে তাদের আর দেখা যায়নি।

---

৮৫. দারুল উলূম দেওবন্দ হল ভারতের একটি মাদরাসা। এখান থেকে দেওবন্দি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উত্তর প্রদেশের শাহরানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে এই মাদরাসার অবস্থান। ৩১ মে ১৮৬৬ সালে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ.।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

৮৭. আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাসে ঐতিহ্য অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৬।

৮৮. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শায়খ মুহাঃ ইয়াকুব (১২৪৯-১৩০২হি.) (রহ.)

"সর্ব শাস্ত্রবিদরুপে যে সব মনীষী খ্যাতি লাভ করেছিলেন হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুতবী (১২৪৯-১৩০২হি.) রহ. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অগাধ জ্ঞান ও অপরিসীম খোদাভীতি, এই মহামনীষীকে ব্যতিক্রমধর্মী মহিমা দান করেছিলেন।"[৯০]

তার নাম মুহাম্মদ ইয়াকুব। পিতার নাম মুহাম্মদ মামলূক আলী। তিনি ১২৪৯ হিজরি সনের সফর মাসের ১৩ তারিখে জন্ম গ্রহন করেন নানুতাহ নামক গ্রামে । শৈশবে কুরআনে কারিম মুখস্থ করেন ও ফার্সী ভাষার প্রথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ১২৫৯ হিজরিতে তার পিতার সাথে দিল্লী চলে যান এবং পিতার কাছেই পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। তিনি পিতা ছাড়াও জগৎ বিখ্যাত শায়খ আব্দুল গণী (১২৩৫-১২৯৬হি.) রহ. -এর নিকট থেকে হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। পিতার পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ও অন্যান্য মনীষী উস্তাদদের সংস্পর্শে আসার কারণে তিনি সকল শাস্ত্রবিদরুপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৯১]

অত্যন্ত সুনামের সাথে পড়াশোনা শেষ করে কর্ম জীবনে পদার্পণ করেন। দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন জামিয়ায় অধ্যাপনা করেন। ৭৭ হিজরিতে হজ্জ থেকে ফিরে এসে 'দারুল উলূম দেওবন্দে'র প্রধান উস্তাদ নিয়োজিত হন এবং এখানেই পুরো জীবন কাটিয়ে দেন। এই দীর্ঘ সময় দারুল উলূম দেওবন্দের মত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে ছদরুল মুদাররিসীন থাকা তাঁর অপরিসীম যোগ্যতার পরিচয় বহন করে।[৯২]

জীবনের শেষ পর্যন্ত নিজেকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত রাখেন। ১৩০২ হিজরীর ৩রা রবীউল আউয়াল এই মহামনীষী জন্মভূমি নানুতায় ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই সমাহিত হন। তাঁর অর্জিত জ্ঞান আজো শিষ্যদের মাঝে চির অমলীন হয়ে আছে।

---

৯০. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯।
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।

৭ম পরিচ্ছেদ

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) (রহ.)

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) রহ. ছিলেন একজন ইসলাহি পন্ডিত। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয়া ভূমিকা পালন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন কোন শাখা ছিল না, যে শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন না। তিনি নিজের জীবনকে জাতির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তার জীবন ছিল সাহাবায়ে কেরামের মত জীবন্ত নমুনা।

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) রহ. হিজরি ১২৬৮ সাল মুতাবেক ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম মাহমুদ হাসান। তাঁর পিতার নাম জুলফিকার আলী। তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র।[৯৩]

তিনি যে সব মহামনীষীর সংস্পর্শ পেয়েছেন তাঁরা হলেন-মাওঃ ইয়াকূব নানুতবী (১২৪৯-১৩০২হি.) রহ. ও মাওঃ কাসেম (১২৪৮-১২৯৭ হি.) রহ. প্রমুখ। মূলত মাওঃ কাসেম (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. এর সংস্পর্শ তাকে পরবর্তীতে "শায়খুল হিন্দ" রুপে আত্মপ্রকাশ করার পিছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। তার পান্ডিত্যের জন্য কেন্দ্রীয় খেলাফাত কমিটি তাকে 'শায়খুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে। মাওঃ কাসেম (১২৪৮-১২৯৭হি.) রহ. তাঁর এই শিষ্যকে জ্ঞান-গরিমা ও খোদাভীতি সর্বোপরি প্রবল দীনিমুখী করে গড়ে তোলেন।[৯৪]

তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী হলেও কিতাব রচনার ক্ষেত্রে তেমন মনোযোগ দিতে পারেননি। এজন্য তাঁর কিতাবের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু যে কয়খানা কিতাব তিনি রচনা করেছেন তা তাঁর অনুপম মেধার স্বাক্ষর বহন করে।[৯৫] নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল:

ক. সুনানে আবু দাউদের টিকা
খ. আল-আদিল্লাতুল কামিলাহ ফী জাওয়াবিস সুয়ালাতিল আশারাহ

৯৩. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

গ. জুহদুল মুকিল্ল ফী তানঝীহিল মুইজ্জ ওয়াল মুযিল্ল ও
ঘ. ইজাহুল আদিল্লাহ ফী জওয়াব মিছবাহুল আদিল্লাহ লি দাকয়িল আদিল্লাতিল আযিল্লাহ ইত্যাদি।

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. হাদীস, ফিকহ, উসূল, ইতিহাস ও আরবি সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান-গভীরতা ছিল অপরিসীম। তিনি ১২৯৩ হিজরিতে তিরমিযি শরিফ ও ১২৯৫ হিজরিতে বুখারি শরিফের দরস দেন। তিনি ১৩০৫ হিজরিতে প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৩৩৯ হিজরি মোতাবেক ১৯২০ সালে মহান পুরুষ ইহজীবন ত্যাগ করে পরম দয়ালু প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।

৮ম পরিচ্ছেদ

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২হি.) (রহ.)

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২হি.) রহ. এমন এক বুজুর্গের নাম যা শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশেরই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ মুসলমানদের নিকটেও অতি পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, ইসলামি গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। হযরত থাভভী রহ. ১৯ আগস্ট ১৮৬৩ খিস্টাব্দ মুতাবেক ১২৮০ হিজরির ৫ই রবিউস সানি বুধবার সুবহে সাদেকের সময় শুভাগমন ঘটে। দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াকালীন সময়ে তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ইয়াকুব (১২৪৯-১৩০২হি.) রহ.। তিনি তাঁর কাছে ফতোয়া লেখার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) রহ. তাঁর এই যোগ্যতর শাগরিদের অনেক প্রশংসা করেন।[৯৬]

তাঁর নাম আশরাফ আলী, পিতা: আব্দুল হক্ব। তাঁর বংশে অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন। তাঁর পিতার দিক থেকে হযরত ওমর রা. ও মাতার দিক দিয়ে হযরত আলী রা.-এর বংশধর। তাঁর বংশের অনেক সুনাম ছিল। তার বাবা ছিলেন একজন বিশিষ্ট নেতা।

তিনি ছোটবেলা থেকে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি খুব ছোটবেলায় পবিত্র কুরআনের হাফেজ হন। তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন করেন। ১২৯৫ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। এবং পাঁচ বছর পর ১৯ বছর বয়সে তিনি সুন্দরভাবে অধ্যয়ন শেষ করেন। সেখানে তিনি হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও ইসলামি দর্শন, ইসলামি আইন এবং ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ ক্বারিগণের নিকট কুরআন মশক করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। লোকজন তাঁর তিলাওয়াত খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন।[৯৭]

---

৯৬. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।
৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

হাকিমুল উম্মত রচিত গ্রন্থ ও রচনা ছোট-বড় প্রায় আটশত। ছোট ছোট রেসালা, নতুন পরিভাষায় সেগুলোকে মাকালাত তথা প্রবন্ধ বলে। তার মধ্যে অনেক ছোট পুস্তিকাও আছে। আবার অনেক বড় কিতাবও আছে।[৯৮] তাঁর উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে দেয়া হল:

১. বয়ানুল কুরআন- এটি কুরআনের তাফসির গ্রন্থ।
২. বেহেশতি জেওর- ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ। যা ভারত উপমহাদেশেরে মুসলিমগণের মাঝে বহুল পঠিত।
৩. আহকামুল কুরআন,
৪. আত তাকাশশুক বিমুহিম্মাতিত তাছাউফ,
৫. আত তাশাররুফ বিমা'রিফাতি আহাদীসিত তাছাউফ.
৬. আনওয়ারুল উজুদ,
৭. মুনাজাতে মকবুল,
৮. খুতবাতুল আহকাম,
৯. ইমদাদুল ফাতাওয়া,
১০.ইসলাহুর রুসুম,
১১. কাসদুস সাবিল,
১২. জাযাউল আমাল,
১৩. তালীমুদ্দীন,
১৪. তোহফায়ে রমজান,
১৫. হাসিলে তাসাউফ,
১৬. আগলাতুল আউয়াম,
১৭. আমালে কুরবানী,
১৮.রমজানুল মোবারক,
১৯.আশরাফুত তাফসির,
২০.আল মাছালীহুল আকলিয়্যাহ লিল আহকামিন নাকলিয়্যাহ,
২১.আল ইতেহাবাতুল মুফীদাহ আনিল ইশতিবাহাতিল জাদীদাহ ইত্যাদি।

হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর হাদিস শাস্ত্রের পান্ডিত্যের স্বাক্ষী হল তার মাওয়ায়েজ এবং তার রচিত কিতাবাদির হাজারও পৃষ্ঠা, যেখানেঅসংখ্য হাদিসের উদ্ধৃতি, ইঙ্গিত, মর্মকথা, দুর্বোধ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বিষয়ের অত্যন্ত সুক্ষ্ম সমাধান দেয়া হয়েছে। তাঁর বয়ানে অনেক হাদিসের উল্লেখ রয়েছে।[৯৯]

আধ্যাত্মিক এই মহান পুরুষ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে ১৬ রজব, ১৩৬২ হিজরি মুতাবেক ১৯ জুলাই, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান।

---

৯৮. মাওলানা মাকসুদ আহমাদ, *হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কর্ম ও জীবন* (ঢাকা: বাংলাবাজার, মাকতাবাতুল হেরা, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৬) পৃ. ৮৫ ।
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০।

৯ম পরিচ্ছেদ

শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯হি.) (রহ.)

শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী (১৩০৫-১৩৬৯হি.) রহ. ছিলেন ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ। তিনি বহু গুণে গুণান্বিত। সুতীক্ষ্ণ মেধা, ক্ষুরধার লেখনী ও চিরন্তন বাণী তাকে উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিল।

তার নাম শাব্বীর আহমদ, পিতার নাম ফজলুর রহমান। তিনি ৬ অক্টোবর ১৮৮৬ খিস্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দারুল উলুমের মেধাবী ছাত্র। উর্দু, আরবি ও ফার্সি কিতাবসমূহের উপর পড়ালেখায় জোর দেন। ১৯০৮ খিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদিসে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়ে পড়ালেখা শেষ করেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯হি.) রহ. ছিলেন তাঁর বিশেষ উস্তাদ। তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদিসের উপর জ্ঞান অর্জন করেন।[১০০]

ছাত্র জীবনেই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। চারদিকে তার মেধার পসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা সমাপ্তির তিন-চার মাস দারুল উলুমে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৮ খিস্টাব্দে জামেয়া ইসলামিয়া ডাভেলে চলে যান। এবং ১৯৩৬ খিস্টাব্দে দারুল উলুমে মুহতামিম নিযুক্ত হন। ডাভেল ও দারুল উলুম উভয় মাদ্‌রাসার সাথে যুক্ত থাকেন।[১০১]

শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. ১৯৪৯ খিস্টাব্দে কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। লাখ লাখ মানুষকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে প্রভুর দরবারে হাজির হন। তিনি আমৃত্যু ইসলামের খেদমত করে গেছেন। ইসলামের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন।

---

১০০. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৫।
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৬।

১০ম পরিচ্ছেদ

শায়খ যফর আহমদ থানভী (১৩১০-১৩৯৪ হিজরি) (রহ.)

শায়খ যফর আহমদ থানভী (১৩১০-১৩৯৪ হিজরি) রহ. ছিলেন ভারত উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেমে দীন। তিনি দীর্ঘ পর্যন্ত বাংলাদেশে হাদিসের খেদমত করেছেন। তাঁর অবদান আজো আলেম সমাজে সমাদৃত।

হযরত যফর আহমদ রহ. ১৩১০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছোট বেলা থেকে অত্যন্ত মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে হিফজ শেষ করেন। খুব অল্প বয়সে তিনি উর্দু ও আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর মামা হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২হি.) রহ.-এর নিকট থানাভবনে চলে আসেন। এবং তাঁর নিকট কছিু কিতাব অধ্যয়ন করেন। তাঁর মামার পরামর্শে কানপুর জামেউল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি ফিকহ, তাফসির ও হাদিসের উপর জ্ঞান অর্জন করেন।[১০২]

প্রায় বিশ বছর সাধনার পরে সুবিখ্যাত বিশাল হাদিস গ্রন্থ 'ইলাউস সুনান' রচনা করেন। তাছাড়া 'দালাইলুল আলা মাসাইলিন নু'মান' নামক একটি তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া বহু কিতাব রচনা করেন।[১০৩] নিম্নে কয়েকটি কিতাবের নাম তুলে ধরা হল:

১. আলক্বাওলুল মাতীন ফিল ইখফা-ই-বিল আমীন।
২. শাক্বলুল বাইন আন হক্বি রাফাইলইয়াদাইন ,
৩. রাহমাতুল কুদ্দুস ফী তারজামাতি বাহজাতিন নুফুছ,
৪. ফাতেহাতুল কালাম ফিল কিরাআতে খালফাল ইমাম ইত্যাদি।

ভারত বিভক্তির পূর্বে ১৩৫৮ হিজরি সনে থানভী রহ. এর ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাও: ইছহাক বর্ধমানী মৃত্যু বরণ করলে তাঁর স্থালাভিষিক্ত হন। সেখানে তিনি সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য কিতাবাদির দরস দেন। তা৭র পৃষ্ঠপোষকতায় বড় কাটরার 'আশরাফুল উলুম' মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়িছেন। সেখানে যারা তাঁর নিকট সহীহ বুখারি পাঠদান গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ.।[১০৪]

১৯৭৪ খিস্টাব্দে এই মহামনীষী পরপারে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান।

---

১০২. শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৮।
১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৮।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) এর জীবনী ও কর্ম

১ম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও পরিচয়

২য় পরিচ্ছেদ : শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

৩য় পরিচ্ছেদ : উচ্চ শিক্ষা ও উলামাদের সংস্পর্শ

৪র্থ পরিচ্ছেদ : বৈবাহিক অবস্থা ও সন্তান-সন্ততি

৫ম পরিচ্ছেদ : কর্ম জীবন

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : লেখালেখির প্রেক্ষাপট ও রচনাবলী

৭ম পরিচ্ছেদ : সাহিত্য কর্মে অবদান

৮ম পরিচ্ছেদ : স্বভাব-চরিত্র

৯ম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন সভা সম্মেলনে যোগদান

১০ম পরিচ্ছেদ : রাজনীতি

১১তম পরিচ্ছেদ : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়াসহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা

১২তম পরিচ্ছেদ : ইসলামি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা

১৩তম পরিচ্ছেদ : শাইখুল হাদীসের কতিপয় ছাত্র ও তাঁদের পরিচয়

১৪তম পরিচ্ছেদ : শেষ জীবন

তৃতীয় অধ্যায়: আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)-এর জীবনী ও কর্ম

১ম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও পরিচয়

তৎকালীন ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগনাস্ত লৌহজং থানার ভিরিচখা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে পৌষ মাস মোতাবেক ১৯১৯ ইসায়ি সনে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ লাভ করে সত্যের নিদর্শন আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা।[১০৫] শিশুকালে তাঁর নাম রাখা হয় আয়াতুল হক।[১০৬] তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ্ব এরশাদ আলী ও মাতার নাম হাজেরা বেগম। পিতামহের নাম আসগর আলী ও প্রপিতামহের নাম মোনাওয়ার আলী। তিনি পাঁচ বছর বয়সে মাতাকে হারান। ফলে তিনি নানার বাড়িতে নানি ও খালার কাছে লালিত পালিত হন। তিন ভাই ও এক বোনের মাঝে তিনি কনিষ্ঠ।[১০৭]

১০৫. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস* (ঢাকা: চক সার্কুলার রোড, বাংলাবাজার, থানবী লাইব্রেরি, ৫৯, তৃতীয় প্রকাশ-২০১২) পৃ. ৩৮।
১০৬. সাত বছর বয়সে তাঁর পিতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্সারায় হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর নিকট ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য নিয়ে যান, তখন সদর সাহেব হুজুর রহ. বললেন, আয়াতুল হক নামটি বেশী সুন্দর নয়। আমি একটি সুন্দর নাম রেখে দেই। আপনার নাম এখন থেকে আজিজুল হক। সকলের কাছে গৃহীত হল তাঁর আজিজুল হক। আজিজ অর্থ প্রিয়, আদরণীয়। নামটি অত্যন্ত বরকতময়।
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২য় পরিচ্ছেদ

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

শৈশবের সকল দুরন্তপনা আর চঞ্চলতা সত্ত্বেও আজিজুল হক ছিল অনেকটা আত্মমুখী, একাগ্রমনা ও স্থিরচিত্ত, যা তাঁর প্রখর মেধার স্বাক্ষর বহন করত। হৃদয়ে সুপ্ত ছিল প্রতিভা বিকাশের স্পৃহা। কিন্তু তখনকার লেখাপড়ার সুব্যবস্থা না থাকায় অংকুরিত কলি প্রষ্ফুটিত হতে সময় লেগে যায়।[১০৮]

শিশুকালে তাঁর মাকে হারানের ফলে মায়ের স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। মা ডাকার সুখও তেমন অনুভব করতে পারেনি। অল্প বয়সে তাঁর মায়ের বিদায় নেওয়ায় মা'র কোন স্মৃতি তেমন মনে নেই। মায়ের চেহেরাটাও মনে নেই।[১০৯]

তিনি শৈশব থেকে অত্যন্ত মেধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি অতি শৈশবে মক্তব জীবন থেকে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর বিশেষ নেক সহবতে ধন্য হয়েছেন।[১১০]

পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের মসজিদের মক্তবেই শুরু হয়েছিল তাঁর পড়ালেখা। মসজিদের ইমাম হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ রহ. তাকে কায়দায়ে বাগদাদীর পাঠদান করেন। অক্ষরজ্ঞান থেকে কুরআন শরিফ নজরানা পর্যন্ত সেখানেই পাঠ গ্রহণ করেন। তখন তিনি নিয়মিত মক্তবে যান। তাঁর রুটিন ছিল সকালবেলা কায়দা সিপারা আর কুরআন শরিফ পড়া এবং বিকালবেলা আদর্শ লিপি পড়া ও লেখা শেখা। লেখার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন রকম। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলম তৈরি করা হত এবং কালি নিজেরা তৈরি করে লিখতে হত। এইটাই ছিল হাতের লেখার শেখার পদ্ধতি। তাঁর বাংলা ভাষার উপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল খুব কম । অথচ বাংলাভাষীদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদক হিসেবে কবুল করেন।[১১১]

---

১০৮. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
১১০. মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, *মাসিক রাহমানী পয়গাম* (ঢাকা: সাতমসজিদ, মোহাম্মদপুর, রাহমানিয়া ভবন, ২০৪ তম সংখ্যা, অক্টোবর- নভেম্বর-২০১২), পৃ.
৬১।
১১১. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

তিনি গতানুগতিকধারায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে জামিয়া ইউনুসিয়াতে আল্লামা ফরিদপুরী রহ. এর নিকট খাসভাবে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর বিশেষ সৌভাগ্য এই ছিল যে, শিক্ষা জীবনের সূচনা থেকেই আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর মত মানুষ গড়ার এক মহান ব্যক্তির নিকট সোপর্দ হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এই সৌভাগ্য অব্যাহত ছিল । বরং শিক্ষকতা ও কর্ম জীবনেরও দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তার সংস্পর্শে ছিলেন। এভাবেই ছোটবেলা থেকে তিলে তিলে তাকে গড়ে তুলেছিলেন আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের শিক্ষাজীবন পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়, তিনি মূলত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন না, ছিলেন আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর হাতে গড়া ছাত্র। যেখানে আল্লামা ফরিদপুরী রহ. সেখানেই আল্লামা আজিজুল হক এই ছিল ছাত্র-উস্তাদের সমীকরণ।[১১২]

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. তাকে কঠোর তত্ত্বাবধানে রেখে পড়ালেখা করাতেন। নেগরানীর ব্যাপারে এতই কঠোর ছিলেন যে, আজিজুল হককে কখনো চোখের আড়াল হতে দিতেন না। তিনি কখনো যদি বাইরে যেতেন তখন তাকে রুমের ভিতরে তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে যেতেন। আর আজিজুল হকও নিরবিচ্ছন্ন সময় পার করতেন কিতাব পড়ে। পড়ার সময় কিতাবের ভিতরে হারিয়ে যেতেন।[১১৩]

আল্লামা আজিজুল হক রহ. শুরুতে ফার্সি ভাষা বুঝতেন না, এ জন্য হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বড় কাটরা মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক ও শাইখুল হাদীস হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক কিতাব 'ফার্সী কী পহেলী' পড়ান। পরবতীর্তে শিষ্য আজিজুল হকের রহ. হাতে আধ্যাত্মিক জগতের সুফি সম্রাট মাওলানা রুমীর মসনবি শরিফের মতো কঠিন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ তৈরি হয়।

আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর লেখা-লেখির গুণটিও প্রকাশ ঘটে সেই মিযান জামাতে পড়ার সময়েই। আজিজুল হকের বয়স তখন নয় বছর। ফার্সি ভাষায় রচিত জটিল গ্রন্থ মিযান-মুনশায়েবের এক অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনি লিখে ফেলেন। কিতাবের নাম দেন 'আত্ ত্বিবয়া লি শরহিল মিযান'।

ছাত্র জীবনে তাঁর ঘুমের পরিমাণ ছিল খুব কম। তিনি পূর্ণ সবক মুতালা'আ করে সবকে বসতেন। এটা তাঁর ছাত্র জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজিজুল হক করিডোরে বসেও সবক মুতালা'আ করছেনে। মুতালা'আ ছাড়া দরসে কখনো বসতেন না। যত সময় লাগুক না কেন পূর্ণ সবক বুঝে তারপর বিছানায় যেতেন।[১১৪]

---

১১২. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
১১৩. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২, ৬৩ ও ৭৯।

কাশ্মীরী হুজুর রহ. অসুস্থ হয়ে পড়লে বাংলাদেশ থেকে নিজদেশ (ভারত) চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাওয়ার কয়েক দিন পূর্বে প্রিয় ছাত্র আজিজুল হককে রুমে ডাকলেন। আজিজুল হক তখন শরহে জামী জামাতের ছাত্র, কাশ্মীরী হুজুর রহ. তাকে অসংখ্য কিতাবের দরস দিলেও কখনো হাদিস পড়াননি। তখন তিনি বললেন, আমার তো চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু তোমাকে হাদিস পড়ানোর খুব ইচ্ছা ছিল। চলে গেলে তো আর পূর্ণ হবে না। যাও উযু করে আস। আমি তোমাকে হাদিস পড়াব।[১১৫]

"মেশকাত জামাত পড়ার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর উস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় স্নেহময়ী উস্তাদ মাওলানা যফর আহমদ রহ. নিজ ছাত্রের ওপর অগাধ আস্থা ও ভালবাসার দাবি নিয়ে বলেছিলেন, কে বলে তুমি দেওবন্দ যাচ্ছ? তোমাকে আমি পড়াব।"[১১৬]

আজিজুল হক বললেন, 'হুজুর! মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়ে গেছে'। এই কথা শুনে তিনি জোরে ধমক দিয়ে বলেন, 'যাও মালপত্র গাড়ি থেকে নামাও, আমি তোমাকে পড়াবো'। আর মাদ্‌রাসার নাজিমে তালিমাতকে ডেকে বললেন, 'আগামী বছর আমার জন্য বাইযাবি শরিফ রাখবেন। আমি বাইযাবি পড়াবো। আজিজুল হকের দেওবন্দ যাওয়া আপাতত হল না। সে ইচ্ছা মনের কোণে জমা রাখলেন। তাঁর মেশকাত ও দাওরায়ে হাদিসের কিতাবগুলোর দেওবন্দেই পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. এর কঠোর নির্দেশের ফলে তা আর সম্ভবপর হয়নি। এভাবেই হয়তো শিক্ষকের নির্দেশে ব্যক্তিগত ইচ্ছা কুরবানি করতে হয়।[১১৭]

আজিজুল হক রহ. বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী ঢাকার বড়কাটরা আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসায় মিযান জামাতে ভর্তি হন এবং ১৯৪০ বা ১৯৪১ সালে মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ. এর নিকট তাফসিরে বায়যাবি এবং তিরমিজি ও বুখারি শরিফের সবক পড়ার মধ্য দিয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন।[১১৮]

---

১১৫. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
১১৬. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১১৭. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১১৮. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৩য় পরিচ্ছেদ

উচ্চশিক্ষা ও উলামাদের সংস্পর্শ

ঢাকার বড় কাটরা কওমি মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদিস অধ্যয়নের সময়ে হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর 'ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম' মুতালা'আর মাধ্যমে হযরত শাইখুল ইসলাম রহ.-এর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। এবং তাঁর নিকট পুনরায় বুখারি শরিফ পড়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হযরত শাইখুল ইসলাম রহ. তখন ভারতের সুরাট জেলার অন্তর্গত মশহুর এদারাহ জামিয়া ইসলামিয়া ডাভেল মাদ্‌রাসায় বুখারি শরিফের পাঠদান করতেন। শাইখুল হাদীস রহ. দাওরায়ে হাদিস একবার পড়ার পর জামিয়া ইসলামিয়া ডাভেল মাদ্‌রাসায় ১৯৪২ সালে গমন করেন এবং সেখানে দ্বিতীয়বার হযরত শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এর নিকট বুখারি শরিফ পড়েন ।[১১৯]

ডাভেলের সাহরানপুরে মাযাহেরুল উলূম নামে একটা মাদ্‌রাসায় শায়েখ আসাদুল্লাহ রহ. পাঠদান করতেন। ডাভেলে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে তিনি চিন্তা করলেন, ঢাভেল মাদ্‌রাসা তো খুলবে রমযানের পর। তিনি ভাবলেন এক মাস এখানেই থেকে যাই। তিনি মাদ্‌রাসায় উপস্থিত হলেন এবং পরিচয়ের এক পর্যায়ে হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর পক্ষ থেকে দেয়া চিঠিগুলো হযরতের হাতে তুলে দিলেন। অথচ তিনি জানতেন না যে পত্রটি তাঁর সম্পর্কেই লেখা।

শায়খ আসাদুল্লাহ রহ. হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর লেখা চিঠি পড়ে আগত ছাত্রের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলেন। অল্প দিনেই হযরতের সঙ্গে তার খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। তিনি তাকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন। আজিজুল হক রহ. সবসময় কিতাব মুতা'লায় মশগুল থাকতেন আর শায়খ আসাদুল্লাহ রহ.-এর সংস্পর্শে থাকতেন, ইবাদাত বন্দেগী করে কাটিয়ে দিতেন। মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায় লম্বা একটি মাস।[১২০]

---

১১৯. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
১২০. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০।

ডাভেলে ভর্তি হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে একদিন ইশার নামাযের পর আজিজুল হক রহ. বিনীত কণ্ঠে করলেন, হুজুর আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। কথাটা শুনে হুজুর কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বললেন, "তোমাকে হাদিস পড়ানোর আমার খুব ইচ্ছা ছিল। তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়। শেষরাতে তোমাকে কয়েকটি হাদিস পড়াব।" শেষরাতে শত শত ছাত্রের মধ্য থেকে আজিজুল হককে খুঁজে বের করলেন। হাদীস পাঠদান করবেন। একজন শিক্ষক, একজন ছাত্র। তিনি একে একে মুসালসালাতের সবগুলো হাদিস পাঠদান করলেন। সৃষ্টি হলো ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়। অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ এসে হঠাৎ বিদায় নিলেও চিরস্থায়ী সনদের এক নিবিড় সেতু বন্ধন তৈরি হয়ে গেল।

পরবর্তীতে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. প্রতি বছর হাদিসে মুসালসালাতের পাঠ দিয়ে আসছেন। রহমানিয়াতেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক ছাত্র আসত। বহু ছাত্রের কণ্ঠে উচ্চারিত হত শায়েখ আসাদুল্লাহ্ রহ. এর পবিত্র নাম। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সে সময়ের কথা । শায়েখ বলেন, বিদায়ের দিন তিনি খুব কাঁদছিলেন। আজিজুল হককে জড়িয়ে ধরে চির স্মরণীয় একটি কথাই বলেছিলেন- "তোমার মতো আর কোন আজিজুল হক পেলে আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়ো।"[১২১]

জামিয়া ইসলামিয়া ডাভেলের শিক্ষকগণ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করলেন, আর আজিজুল হককে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন, তাদের সকলের উস্তাদ আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. এর ভালবাসার পাত্র হওয়ায় সকলেই আজিজুল হক কে খুব সম্মান করতেন । যা হোক একদিন প্রত্যুষে সকলে উপস্থিত হলেন মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এর নিকট। বিনীত কণ্ঠে আবেদন করলেন, হুজুর! বহু দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আজিজুল হককে উদ্দেশ্য করে তারা বললেন, এ ছাত্রটা বাংলাদেশ থেকে শুধু আপনার পাঠদানে বসার জন্যই এসেছে। আপনাকে না পেয়ে সে চলে যেতে চাচ্ছিল। হযরতের নেক দৃষ্টি পড়ল তখন তার দিকে। হযরত তখন কী যেন ভাবলেন সেটা আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি গত দশ বছরে যতটুকু পড়িয়েছি এ বছর তার সমষ্টি পাঠদান করব, তুমি এ বছর এসে ভালই করেছ, হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ পাঠদান।"[১২২]

---

১২১. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০ ও ১১১।
১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর বিশেষ ইচ্ছায় শাইখুল হাদীস রহ. হযরতের দরসের তাকরির লিপিবদ্ধ করেন। এই তাকরিরের প্রতি পুন: নিরীক্ষা ও আরো একটি কপি তৈরি করার জন্য হযরত শাইখুল ইসলাম রহ. শাইখুল হাদীস রহ.-কে নিজের বাড়িতে একটি বছর থাকতে বলেন। হযরতের বাড়ি ছিল দারুল উলুম দেওবন্দের কাছে হওয়ায় দারুল উলুমে দাওরায়ে তাফসিরে ভর্তি হয়ে যান।[১২৩]

তৎকালীন তাফসির বিভাগের প্রধান ছিলেন হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দলভী রহ.। তাঁর ইলমের ভান্ডার থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য আজিজুল হক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মতন পড়া নিয়ে কওমি মাদ্‌রাসাগুলোতে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে যে প্রতিযোগিতা হত সেখানেও চলত তা পুরোদমে। অন্যদের মত আজিজুল হক মতন পড়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি আকারে ছোট হওয়ায় অন্যদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। একে তো তারা ছিলেন শক্তিশালী, উচ্চস্বরওয়ালা, আবার বয়সেও বড়। আর আজিজুল হক বয়সে ছোট হওয়ায় অন্যদের সঙ্গে প্রতিদিন পেরে না উঠলেও একদিন সবার আগে বিসমিল্লাহ বলে মতন পড়া শুরু করে দিলেন। শিক্ষার্থীদের ভিড়ে ছোট মানুষকে খুঁজে পেতে সময় লাগলো। হযরত কান্দলভী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মতন পড়বে'? তিনি বললেন, 'চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ'। আজিজুল হক সুমধুর কণ্ঠে নির্ভুল মতন পড়লে তখন হুজুর আনন্দের সাথে বলে উঠেন, 'এখন থেকে আজিজুল হক যতদিন দরসে উপস্থিত থাকবে, মতন সেই পড়বে'। তারপর থেকে তিনি প্রতিনিয়ত ক্লাসে মতন পড়ার সুযোগ পাওয়ায় ইলমের একটি অংশ তাঁর জ্ঞান ভান্ডারে জমা হয়।

অন্যদিকে নিজ উদ্যোগে পুরা কুরআন অধ্যয়ন এবং জালালাইন ও বাইযাবি শরিফ অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআনের উপর যে জ্ঞান অর্জন হয়েছিল, ইদরীস কান্দলভী রহ. এর সংস্পর্শে এক বছর থেকে তা পূর্ণতা লাভ করে।

আজিজুল হক দাওরায়ে তাফসিরের ছাত্র হলেও সময় পেলেই হাদিসের দরসে গিয়ে বসতেন। আর এভাবেই শাইখুল হাদীস হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর দরসে বসার সুযোগ লাভ করেন।[১২৪]

১২৩. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬,১২৭ ও ১২৮

আজিজুল হক দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় পড়াকালীন তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল। সমকালীন অন্য ছাত্ররা তাকে দেখার জন্য জমায়েত হত। তিনি সকলের মধ্যে মুমতাজ ছিলেন । তাঁর প্রচেষ্টার ফলে তিনি সাফল্যের আকাশে উড়ে বেড়ান। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল। প্রথমত শিক্ষকগণের সাথে গভীর সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত বিদেশী ভাষার উপর দক্ষতা। তৃতীয়ত পরীক্ষায় ভাল ফলাফল।

জাতীয় মসজিদের খতিব মরহুম মাওলানা উবাইদুল হক রহ. দেওবন্দে পড়াকালীন সময়ের একটি ঘটনা সম্পর্কে বলেন, মাদ্‌রাসার এক অনুষ্ঠানে আজিজুল হক হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এর শানে স্বরচিত আরবি কাছিদা-দীর্ঘ কবিতা পড়ে শুনাচ্ছেন। আর সকলে বাহবা দিচ্ছে। সেদিন এক স্বদেশির দক্ষতার স্বীকৃতি দেখে গর্বে আমাদের বুক ফলে উঠেছিল।

একটি পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেওবন্দে শুধু তাফসির বিভাগে পড়া সত্ত্বেও নিয়ম অনুযায়ী বাকি সিহাহ সিত্তার কিতাবগুলোর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হল। 'মুয়াত্তা' নামক কিতাবটি বছরে একবারও পড়া হয়নি। কিন্তু পরীক্ষা তো দিতেই হবে। আগের রাতে শুধু নজর বুলালেন। এরপর বুকে সাহস নিয়ে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার হলে হাজির হলেন। প্রশ্নপত্রে যা ছিল তা লিখতে কোন সমস্যাই হলো না। তিনি কিতাবের মূলভাষ্য, টিকা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যা কিছু আলোচনা ছিল তার হুবুহু তুলে দেন। ফল প্রকাশ পেলে না পড়ে দেয়া পরীক্ষায় পঞ্চাশ উর্ধ্ব নাম্বার প্রাপ্ত হন! উত্তর পত্রটা খুবই চমৎকার হয়েছিল যে, পরীক্ষক খাতাটা দেখে অন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কি এই ছেলেকে চিন? সে একই সঙ্গে পরীক্ষার হলেও থাকে, কুতুবখানাও থাকে'।[১২৫]

যখন তিনি দীর্ঘ দু'টি বছর অধ্যয়ন করলেন, তখন তাঁর মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল। জ্ঞান গরিমায় তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও অনুপম চরিত্রের মাধুর্যপূর্ণ গুণে সবাই বিমোহিত হল। তাঁরা এ অমূল্য রত্নকে হারাতে চাইলেন না । তাই সেখানকার উস্তাগণ তাকে ডাভেল জামি'য়া ইসলামিয়াতেই শিক্ষকতার মহান পেশায় আহবান জানালেন। আল্লামা আজিজুল হক রহ. তখন স্বীয় উস্তাদগণের সঙ্গে পত্রযোগে যোগাযোগ করলে, তার উল্লেখযোগ্য উস্তাদ আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার প্রতি নির্দেশ দিলেন। 'বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় শিক্ষক হিসেবে তোমাকে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে, তুমি অতিতাড়াতাড়ি ঢাকাতে চলে এসো।'[১২৬]

---

১২৫. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯, ১৩০ ও ১৩১।
১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

যাদের পরশে আল্লামা আজিজুল হক আজকের শাইখুল হাদীস হিসেবে বিশ্ব পরিচিতি লাভ করেছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল:[১২৭]

১.শাইখুল হাদীস আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.
মুহাদ্দিস, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
শাইখুল হাদীস, ডাভেল জামি'য়া ইসলামিয়া, ভারত।

২.শাইখুল হাদীস আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ.
শাইখুল হাদীস, জামি'য়া হোসাইনিয়াআশরাফুল উলূম বড় কাটারা,ঢাকা।

৩.মুজাহিদে আজম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপরী রহ.
শাইখুল হাদীস, জামি'য়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা,ঢাকা।
মুহতামিম, জামি'য়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা।

৪.শাইখুল মুফাসসিরীন আল্লামা ইদরীস আহমদ কান্দলভী রহ.
সদরুল মুফাসসিরীন, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

৫.শাইখুল হাদীস আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.
সদরুল মুদাররিসীন, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

৬.শাইখুল হাদীস মাওলানা আসাদুল্লাহ রহ.
মুহাদ্দিস, মাযাহেরুল উলূম, সাহারানপুর, ইউ.পি. ভারত।

৭.হযরাতুল আল্লাম মুহাম্মাদাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.
মুহাদ্দিম, জামি'য়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা,ঢাকা।
জামি'য়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা।

৮.আল্লামা রফীক আহমদ কাশ্মীরী রহ.
মুহাদ্দিস, জামি'য়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা,ঢাকা।

৯.আল্লামা আব্দুল আহাদ কাসেমী রহ.
মুহাদ্দিস, জামি'য়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা,ঢাকা।

১০.হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম বড় হুজুর রহ.
মুহতামিম, জামি'য়া ইউনুসিয়া, বি. বাড়িয়া।

১১.হযরাতুল আল্লাম আব্দুল ওয়াহ্হাব পীরজী হুজুর রহ.
মুহতামিম, জামি'য়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা,ঢাকা।

---

১২৭. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বৈবাহিক অবস্থা ও সন্তান-সন্ততি

হযরত যাফর আহমদ উসমানী রহ. কুমিল্লার কোন এক প্রোগ্রামে গেলে মেহমান হন শাইখুল হাদীসের শ্বশুর বাড়িতে। তাঁর শ্বশুর ছিলেন খুব নেক মানুষ। বিবাহযোগ্য মেয়ের জন্য আলেম পাত্রের অনুসন্ধান করছিলেন। হযরত যাফর আহমদ উসমানী রহ এর সম্মুখে এ কথা প্রকাশ করলে হযরত বলেন, আমার তো এক পুত্র সন্তান আছে। তাঁর (আজিজুল হক) বিবাহ প্রয়োজন। একথা শুনে তারা রাজি হলেন। এভাবেই সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হল।[১২৮]

পারিবারিক জীবনে তাঁর সাফল্যের দৃষ্টান্ত তিনিই। কর্মব্যস্ত মহান মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ফসরত পান না। কিন্তু হযরত শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ. ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে পরিবারকে সময় দেওয়া, পরিবারের প্রতিটি সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুরকে অনেক নেক ও যোগ্য সন্তান দিয়েছেন। সন্তান, সন্তানদের সন্তান এমনকি তাদের সন্তান একাধারে এই তিন প্রজন্মের দ্বীনি শিক্ষা ও তাদের ইলমি ও আমলি জীবন গঠনে হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. পালন করেছেন অনবদ্য ভূমিকা। এই গুণগ্রাহী ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ১৩জন সন্তানের পাশাপাশি ১২০জন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর ঔরসজাত এই সন্তানদের মধ্যে সত্তরেরও বেশি হাফেজে কুরআন, আরো বহু পরিমাণ অধ্যায়নরত এমনিভাবে সতের জন আলেম এবং তার চেয়েও বেশি সংখ্যক অধ্যায়নরত রয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় নিজ সন্তান-সন্ততিগণকে এরূপ সুশিক্ষা ও দ্বীনের পথে পরিচালিত করার বিষয়টি দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর তীব্র আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, অদম্য সংকল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি আর্দশ পরিবার গঠনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।[১২৯]

---

১২৮. মাও. লিয়াকাত আলী, মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক ও মাও. কামরুল হাসান রাহমানী, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫।

হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর পরিবার ছিল দুইটি। দুই পরিবারের মোট ৫ ছেলে ও ৮ মেয়ে। প্রথম সংসারে ৬ সন্তান রেখে প্রথম স্ত্রী পরপারে পাড়ি জমান। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীকে পরিবারে নিয়ে আসেন। প্রথম স্ত্রী ছিলেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত তাফসিরকার, গ্রন্থকার ও বাগ্মী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেবের বড় বোন। তাঁরা ছিলেন কুমিল্লার এক অতি অভিজাত পরিবারের সন্তান-সন্ততি। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাটস্থ উদয়পুর গ্রামের পির বাড়ির প্রখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান রহ. এর ছোট কন্যা। তাঁর এ স্ত্রী অত্যন্ত মর্যাদাবান পির বংশের মহিলা ছিলেন। উভয় স্ত্রী সত্বী সাধবী, দ্বীনদারী, পরহেযগারী ও মেহমানদারী ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে দু'সংসারের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোন পার্থক্য করার উপায় ছিলনা। দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে-মেয়ে গুলো প্রথম স্ত্রীর ছেলে মেয়েদেরকে বড় ভাই ও বোন হিসেবে মর্যাদা দিত ও শ্রদ্ধা করত। বড় ভাই-বোন গুলোও তদরূপ ছোট ভাই-বোনদের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ রেখেছেন।[১৩০]

শাইখুল হাদীস রহ. বাস্তব জীবনে খুবই সফল একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিক থেকে যেমন জাতির একজন যোগ্য রাহবার তেমনি পারিবারিকভাবে একজন সফল স্বামী ও পিতা। তিনি নিজের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন পালন করেছেন। তাঁরা একেক জন যোগ্য মানুষে পরিণত হয়েছেন। ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন।

১৩০. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৫ম পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'য়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড় কাটারা মাদরাসায় ১৯৪২ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্ম শুরু করেন। বাস্তবতা হচ্ছে ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন অনেক বেশি কঠিন। এ জীবনে খ্যাতি লাভের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, মন-মগজে যে শুদ্ধতার প্রয়োজন তার যোগান দিতে আবারো মুখাপেক্ষী হন মুর্শিদ শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.। সাত বছর বয়স থেকে শুরু করে ছাত্রজীবনের শেষ সময় পর্যন্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে রেখেও শেষ হয়নি। তাই শিক্ষক হিসেবে তাঁর যোগদানের পর শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। নবীন আলেম মাওলানা আজিজুল হককে শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. শুরুতে বড় বড় কিতাব দেননি এবং তিনি নিজে প্রতিটি কিতাবের সবক শুরু করে দিয়েছেন। স্বীয় মুর্শিদ মসজিদে দাঁড়িয়ে আজিজুল হককে একটি আমল করতে বলেছেন, সেটা হচ্ছে- তিনি বলবেন, আমার মাঝে অহমিকা, আত্মমুগ্ধতা আর নিজের মতকে অন্যদের থেকে প্রাধান্য দেয়ার রোগ রয়েছে। আপনারা সকলেই আমার জন্য দুয়া করবেন, আল্লাহ তা'য়ালা যেন তা দূর করে দেন। এ ঘোষণা শুনে সকলের সাথে পীরজী হুজুর রহ.ও চমকে উঠলেন! তখন মাওলানা আজিজুল হককে ডেকে বললেন, তোমাকে এত জটিল আমল দিয়ে গেছেন, ভাল করে খেয়াল রেখ যেন ছুটে না যায়। এ আমল করার পরেই হাফেজ্জী হুজুর রহ. কে আশরাফ আলী থানভী রহ. খেলাফত দান করেছিলেন। এ কথা বলার পর মাওলানা আজিজুল হকের স্মরণে আসে সেই জামি'য়া ইউনিসিয়ার কথা, মুহাম্মাদউল্লাহ হাফিজ্জী হুজুর রহ. যেখানে প্রতিদিন এভাবে ঘোষণা করতেন।[১৩১]

বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় দীর্ঘ আট বছর খেদমত করার পর এখানকার মুরব্বীদের মধ্যে কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্যের কারণে হযরত মুহাম্মাদউল্লাহ হাফেজ্জী রহ. মুফতী দীন মুহাম্মদ রহ. সহ অন্যান্য আলেমদের সহযোগে আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. ১৯৫২ সালে পার্শ্ববর্তী লালবাগ শাহী মসজিদ সংলগ্ন জামি'য়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করলে শাইখুল হাদীস রহ.ও এখানে যোগদান করেন। এখানেই ১৯৫৫ সাল থেকে বুখারি শরিফের পাঠদান শুরু করেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত লালবাগ মাদ্‌রাসাতেই এদেশের শীর্ষ উলামা কেরামসহ-তাদরিসের সেবা প্রদান করেন এবং এ কারণে তাকে 'শাইখুল হাদীস' খেতাব দেয়া হয়।[১৩২]

---

১৩১. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
১৩২. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু অস্থিরতার কারণে লালবাগ মাদ্‌রাসার শিক্ষা কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকায় সে সময় তিনি বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসায় দুই বছর অধ্যাপনা করেন। একই সময়ে ঢাকার লালবাগে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'য়া ইসলামিয়া তাঁতীবাজার ইসলামপুরে পার্টটাইম শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া হযরত মোহাম্মাদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর জামি'য়া নূরিয়া কামরাঙ্গীরচর মাদ্‌রাসায় ১৯৮০ সালে দাওরায়ে হাদিস চালু করা হলে সেখানেও বুখারি শরিফ পড়ানোর জন্য শাইখুল হাদীস পদে দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ১৯৮৬ সালে লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচর উভয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে হয়।

একই বছরে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চল মোহাম্মদপুরে 'জামিয়া মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়া' নামে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বুখারির পাঠদান আরম্ভ করেন। দুই বছর পর নিজস্ব জমিতে মাদ্‌রাসার স্থান পরিবর্তন করে মোহাম্মদপুরের ঐতিহ্যবাহী সাত মসজিদ সংলগ্নে 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' নামে কার্যক্রম চালু করেন। ১৯৮৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর শিক্ষকতার মূল কেন্দ্র ছিল মোহাম্মদপুর 'জামি'য়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' মাদরাসা। ২০১১ সালের দিকে শাইখের স্বাস্থ্য আর পাঠদানের উপযুক্ত ছিল না।[১৩৩]

নব্বই-এর দশক থেকে পাঠদানের শেষ বিশ বছর ছাত্রদের অতিরিক্ত আগ্রহের প্রেক্ষিতে জামি'য়া রাহমানিয়ার ছাড়াও ঢাকার অন্যান্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানেগুলোতেও বুখারির দরস দিতেন। এছাড়াও ঢাকার বাইরের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানেও মাঝে মাঝে দরস দিতেন। এই সূত্রে ঢাকার বাইরে যে সমস্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করতেন সেগুলো হল- দারুস সালাম মিরপুর, জামি'য়া শরইয়্যাহ মালিবাগ, জামি'য়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া, জামেউল উলূম মিরপুর-১৪, জামি'য়া মোহাম্মাদীয়া কড়াইল বনানী, জামি'য়া নিজামিয়া কুরআনিয়া দারুল উলূম বেতুয়া সিরাজগঞ্জ, নরসিংদী দত্তপাড়া মাদ্‌রাসা, জামিয়া কুরআনিয়া মেরাজুল উলূম বৌয়াকুর নরসিংদী এবং সাভার ব্যাংক কলোনি মাদ্‌রাসা।[১৩৪]

১৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ-এর পাঠদানের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বছরের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত একই গতিতে দরস দিতেন। তার দরসের নুসূসের অনেক কঠিন বিষয়, হাদিসসমূহের অনেক সুক্ষ্ম অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে নিথর গ্রাম-বাংলার বাস্তব জীবনের ছোট্ট ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি মেধাবী ও সাধারণ ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠদান করতেন। যার ফলে সকলেই হযরতের দরস থেকে যথেষ্ঠ ফয়দা হাসিল করতে সক্ষম হত। আলোচিত প্রতিটি বিষয়ের সারমর্ম শিক্ষার্থীদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যেত। কঠিন বিষয়কে সহজভাবে পেশ করতেন। তার দরসের আলোচনা এতো সুন্দর হতো যে, দরসের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যেতো কিন্তু কেউ টের পেত না। যে কোন সময় শাইখের পক্ষ থেকে প্রশ্ন হতে পারে এই সম্ভবনার কারণে ছাত্ররা সর্বদা পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকত। তাছাড়া বিভিন্নভাবে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শাইখ বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। তখন শিক্ষার্থীরা হযরতের দরসে অমনোযোগী থাকার সুযোগ পেত না।[১৩৫]

শাইখুল হাদীস রহ. কওমী মাদরাসার শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শাইখুল হাদীস রহ. ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ও এ্যারাবিক বিভাগে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে বুখারি শরিফের অধ্যাপনা করেন। দীর্ঘ তিন বছর সেখানে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[১৩৬]

১৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
১৩৬. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী শায়খুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯০।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লেখালেখির প্রেক্ষাপট ও রচনাবলী

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছাত্র বয়সেই লেখালেখির প্রতি তার বিশেষ ঝোক ছিল। ছাত্র অবস্থায় জটিল জটিল বিভিন্ন গ্রন্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখে ফেলছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হাদিসশাস্ত্র পড়ার সময় হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ দুই গ্রন্থ বুখারি ও তিরমিযি শরিফের ব্যাখ্যা লিখে ফেলেন! তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা ছিল ঢাকার বড় কাটরা মাদ্‌রাসায় হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ.-এর নিকট যখন তিরমিযি শরিফ পড়বেন তখন তিনি তিরমিযির ব্যাখ্যা লিখে রাখবেন। শাইখুল হাদীস রহ. হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও চার মাজহাবের ফিকহার গ্রন্থগুলো ব্যাপকভাবে মুতালাআ করেন। মাদ্‌রাসার পাঠাগারে দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন করে তিরমিযি শরিফের তাকরির লেখা আরম্ভ করেন। শাইখুল হাদীস রহ. ছাত্রজীবনে লেখা তিরমিযি শরিফের এই ব্যাখ্যা দরসের তাকরির ছিল না। একজন শিক্ষার্থীর কিতাব বুঝার ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল । দেশ-বিদেশ ভ্রমণের কারণে তাকরিরের অনেকাংশ বেহাত হয়ে গিয়েছিল। তারপরও শাইখুল হাদীস রহ.-এর কাছে যতটুকু পরিমাণ তাকরির ছিল তাও তিরমিযি শরিফ ১ম খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। যা জ্ঞান পিপাসুদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।[১৩৭]

বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ বুখারি শরিফের জগৎ বিখ্যাত ব্যাখ্যা 'ফজলুল বারী'। আল্লামা আজিজুল হক রহ. ডাভেল জামি'য়া ইসলামিয়া মাদরাসায় দ্বিতীয়বারের মতো বুখারি শরিফ অধ্যয়নের জন্য শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-র নিকট দরসে অংশগ্রহণ করেন । হযরত শাইখুল ইসলাম রহ.-এর পাঠদান জামানার সর্বশেষ স্মরণীয় সেই শিক্ষাবর্ষের ক্লাসের তাকরির লিপিবদ্ধ করেন 'জুদুল বারী' নামে। সেই তাকরিরে বুখারি শরিফের হস্তাক্ষরের প্রায় ১৮০০পৃষ্ঠায় সুসম্পন্ন হয়। যা পরবর্তীতে 'ফজলুল বারী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। যার সুধা পান করবে জ্ঞান অন্বেষণকারীরা।[১৩৮]

ক্লাস লেকচার বা দরসের তাকরির লেখার করার ক্ষেত্রে হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অবদান এক কথায় অবিস্মরণীয়। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত ধারাবাহিক তাকরির লিপিবদ্ধ করতেন। হযরত শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর তাকরির যেমন অতুলনীয় ছিল, তেমনি হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর অসামান্য দক্ষতার সাথে তাঁর সংকলন ছিল আরো বিস্ময়কর।[১৩৯]

---

১৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. (১৯৪৩)[১৪০] যথার্থই বলেছেন-"অনেকেই হযরত শাইখুল ইসলাম রহ.-এর তাকরির লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু যেই পরিপূর্ণতা ও গুরুত্ব সহকারে হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল রহ. হযরতের দরসে বুখারির তাকরির ডাভেলে থাকাকালীন লিপিবদ্ধ করেছেন, লিপিবদ্ধ অন্য কোন তাকরিরের মধ্যে এর নজির নেই। হযরত শাইখুল হাদীস রহ. শাইখুল ইসলাম রহ-এর তাকরির সংকলন করেছিলেন 'জুদুলবারী ফি হাললিল বুখারী' নামে।" কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই তাকরির পাকিস্তানের একজন আলেমে দীন মাওলানা কাজী আব্দুর রহমান রহ. নামক ব্যক্তির নিকট গেলে 'ফজলুল বারী' নাম দিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি গ্রন্থটি দুই খন্ডে প্রকাশ করেন। মাওলানা সাহেব ইন্তেকাল করলে প্রকাশনা ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর হযরত শাইখুল হাদীস রহ-এর দৌহিত্র মাওলানা সাঈদ আহমদ কর্তৃক মূল কপি সংগৃহীত হয়ে প্রায় অর্ধশত শতাব্দী পর অতি সম্প্রতি 'ফজলুল বারী' নামেই তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।[১৪১]

শাইখুল হাদীস রহ.-এর লেখালেখির গুণটি মিযান জামাতে পড়ার সময়েই প্রথম বহিঃ প্রকাশ ঘটে । আজিজুল হকের নয় বছর বয়সে ফার্সি ভাষায় রচিত জটিল গ্রন্থ মিযান-মুনশায়েবের এক অনবদ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা হয়। কিতাবের নাম নাম করণ করেন 'আত্ ত্বিবয়ান লি শরহিল মিযান'।[১৪২]

লিখনীর মাধ্যমে ইলমকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.। লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনিই হলেন বুখারি শরিফের প্রথম ও স্বার্থক অনুবাদক। এ সম্পর্কে আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বুখারি শরিফের অনুবাদগ্রন্থের শুরুতে লেখেন- 'আল্লাহ দর্জ্জা বুলন্দ করিয়া দিন আমার দোস্ত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের যে, তিনি এতো বড় বিরাট কাজে হাত দিতে সাহস করিয়াছেন। তিনি জওয়ানে সালেহ, তিনি বাস্তবিকই এই কাজের যোগ্যতা রাখেন।" তিনি বলেন, "আমার জানামতে মতে বুখারি শরিফ বর্তমান যুগে বাংলাদেশে তাঁর চেয়ে অধিক যত্ন সহকারে এবং আদ্যোপান্ত বুঝিয়া আর কেহ পড়েন না এবং বুখারি শরিফের খেদমত ও এতদূর কেহ করেন নাই।"[১৪৩]

১৪০. মোহাম্মদ তাকী উসমানী হানাফি ইসলামকি পন্ডিত। তিনি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ছিলেন। বর্তমান বিশ্বে তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম।
১৪১. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
১৪২. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
১৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অন্যতম অবদান হলো বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদ। সপ্তম খন্ডে প্রকাশিত এ অনুবাদ গ্রন্থটি আলেম ও সাধারণ শিক্ষিত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমানে তা দশম খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে বুখারি শরিফ অনুবাদ করেন পবিত্র হজ্জের সফরে। দীর্ঘ ষোল বছরের কঠিন অধ্যবসয়ের মাধ্যমে তা শেষ করেন। এর অনেকাংশই নবিজির রওযা শরিফের পাশে বসেই অনুবাদ কার্য সম্পাদন করেন।

'মুসলিম শরীফ ও হাদীসের ছয় কিতাব' নামে তিন খন্ডে হাদিস সংকলন করেন। এতে অনুবাদ সহ বিষয় ভিত্তিক হাদিস সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আরো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল- বুখারি শরিফের উর্দু শরাহ, সত্যের পথে সংগ্রাম, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম, মাসনুন দু'আ সম্বলিত মুনাজাতে মকবুল (অনুবাদ), মসনবীয়ে রুমীর বঙ্গানুবাদ, সফল জীবনের পথে, কাদিয়ানী মতবাদের খন্ডন ও মদিনার টানে।[১৪৪]

তিনি বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদসহ আটটি কিতাব রচনা ও অনুবাদ কার্য সম্পাদন করে অমর কীর্তি রেখেছেন। 'মুসলিম শরীফ ও হাদীসের ছয় কিতাব' নামক হাদিস শাস্ত্রের উপর লিখিত গবেষণাধর্মী কিতাবটি গবেষক ও জ্ঞান পিপাসুদের নিকট ব্যাপক সমাদৃত হয়েছেন।[১৪৫]

শাইখুল হাদীস রহ. কর্তৃক অনূদিত বুখারি শরিফকে হাদিস শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা হয়। এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ হতে মিশির দাস লিখেছেন, "এই প্রিয়তম নবী' সংকলন রচনায় অপরিমিত সাহায্য নিয়েছি বাংলাদেশের 'হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ ঢাকা কর্তৃক' প্রকাশিত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব অনূদিত সাত খন্ড বুখারী শরীফ থেকে। এ এক বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ। মাওলানা আজিজুল হক সাহেব অনূদিত ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ সাত খন্ড বুখারী শরীফ মুসলমান শাস্ত্র ও এনসাইক্লোপিডিয়া বলা হয়। এই গ্রন্থের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।"[১৪৬]

১৪৪. গোলাম মুহাম্মদ রব্বানী, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।
১৪৫. অধ্যাপক আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।
১৪৬. আবদুল মজিদ ফিরোজী, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪১।

৭ম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য কর্মে অবদান

আরবি ভাষায়ও আজিজুল হক রহ. পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর ছিল অসাধারণ কাব্য প্রতিভা। রাসূল (সা.) কে নিয়ে রচিত কবিতাগুলোই তার অমর প্রমাণ। একবার শাইখুল হাদীস রহ. জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগে বুখারি শরিফ পড়াচ্ছেন। ইতোমধ্যে দুইজন আরবি লোক ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তার ক্লাসে বসে গেলেন। তখনি শাইখুল হাদীস রহ. মুহূর্তে আরবিতে লেকচার দেয়া শুরু করেন। এতো বিশুদ্ধ ও সহজভাষা যা ইতিপূর্বে কেউ ঘূর্ণাক্ষরে কল্পনাও করেনি এবং এতে তাঁর কোন প্রকার বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হলো না।[১৪৭]

আরবি সাহিত্যের বিষয়টি আলেম সমাজে বেশ পরিচিত। তিনি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল আরবি ভাষায় কথোপকথনে পারদর্শী ছিলেন। কোন প্রকার জড়তা ছাড়া মাতৃভাষার ন্যায় কথা বলে যান। আরবি ভাষার প্রতি ছিল তার আলাদ টান। তিনি আরবি ভাষা রপ্ত করার জন্য কঠিন সাধনা করেছেন। ছোট বেলা থেকেই আরবি সাহিত্যের গ্রন্থগুলো খুব পরিশ্রম করে পড়তেন।[১৪৮]

ছাত্র জীবনে সাহিত্যের বিখ্যাত কিতাব মাকামাতে হারীরীর একটি উর্দু ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসার কারণে দুটি কাজ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে করতেন- ১. পরীক্ষার খাতায় উত্তর দিতেন আরবিতে, ২. বক্তৃতা অনুশীলন করতেন আরবিতে। মাদ্‌রাসার এক অনুষ্ঠানে শাইখুল হাদীস রহ. হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এর শানে স্বরচিত দীর্ঘ আরবি কবিতা পড়ে শোনান।[১৪৯]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর আরবি সাহিত্যের দরসের আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় ছিল আজীব ঢং এ আরবি কাব্য পাঠ। তাঁর মত করে ছাত্ররাও নি:শব্দে কাব্য পাঠের অনুকরণ করত। তাঁর দরসের গদ্যাংশের মতন ছাত্ররা নিজেদের মত করে পড়ত, কিন্তু পদ্যাংশ শাইখের আজিব ঢং-এ পড়তে হতো। তাঁর দরসের আভিধানিক ও ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব তো ছিলই। এতে করে অল্প দিনেই শাইখের ছাত্ররা আরবি সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে ওঠত।[১৫০]

---

১৪৭. মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
১৪৮. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।
১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।
১৫০. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. যে আরবি পান্ডিত্যের কত বড় অধিকারী ছিলেন সেটা তাঁর রচিত আরবি কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর রচিত কাসিদাগুলো কত আকর্ষণীয় তা পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর আরবি কবিতার সাথে দেওয়ানে মুতানাব্বীর কবিতার সাথে তুলনা করা চলে। আল্লামা শাইখুল হাদীস রহ.-এর কবিতাগুলো মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের অন্তর্ভূক্ত হলে আগামী প্রজন্ম শাইখুল হাদীস রহ. সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা তাঁর এই অমর কীর্তির জন্য সারা জীবন মনে রাখবে।[১৫১]

'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসা'য় প্রতি আরবি বছরের শুরুতে সবক অনুষ্ঠানে 'তারানায়ে জামিয়া' পাঠ করা হলে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা আবেগী হয়ে উঠে তারানার তালে তালে। অনুভূত হয় এই জামিয়ার ইট বালিরাও নীরব কর্ণে শুনছে। নীরব নি:শব্দে শাইখের দু'চোখের অশ্রু ঝরছে অঝোর ধারায় । তারানায়ে জামিয়ার মর্মবাণী উপস্থিত শ্রোতারা প্রাণভরে উপভোগ করছেন । শাইখুল হাদীস রহ. নিজেই তারানাটি রচনা করেন। এর প্রতিটি লাইনে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমন্ডলীর স্মৃতিচারণ করেছেন। তারানা বেজে উঠলে সবকথা মনে পড়ে। তিনি আপনজনদের নিকট ফিরে যান। মনে হয় যেন তারা আদর স্নেহের পরশ দিচ্ছেন।[১৫২]

কোন এক শুক্রবার জুমুআর নামাজের পর শাইখুল হাদীস রহ. মিরপুর মারকাযুদ্ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া মাদরাসায় এলেন। শাইখুল হাদীস রহ. ছাত্রদের সামনে বসা ছিলেন। 'মদিনার টানে' কাব্যগ্রন্থটি হযরতের হাতে ছিল। শাইখুল হাদীস রহ. 'মদিনার টানে' কাসিদাটি পাঠ করছেন আর মাঝে মধ্যে পঙক্তি সংশ্লিষ্ট কিছু কথা বলে কাঁদছেন । এ ধরণের দৃশ্য জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসায় বহুবার অবতারণা হয়েছে । ২০০৬ সালে 'মদিনার টানে' কাসিদাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলে বিভিন্ন পঙক্তি সম্পর্কে শাইখের স্মৃতিচারণ হয়। যার অধিকাংশই এ কাসিদাটিতে স্থান পেয়েছে। শাইখুল হাদীস রহ. কাব্যগ্রন্থটি সাধু ভাষায় অনুবাদ করেন। শাইখের প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে রচিত মারসিয়া[১৫৩] কাসিদাটি স্থান পেলেও দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে লেখা কাসিদাটি এ গ্রন্থে স্থান পায়নি। তার কারণ তিনি কাসিদাটি প্রকাশের অনুমোদন দেননি।[১৫৪]

---

১৫১. গাজী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, *শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর বরকতময় জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: বাতিঘর মিডিয়া পয়েন্ট, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃ: ৬১।
১৫২. মাওলানা আবু সায়েম, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।
১৫৩. অর্থ শোকগাঁথা।
১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

দীন ও ইসলামের প্রত্যেকটি শাখায় যোগ্য ও একনিষ্ঠ কর্মবীর তৈরির জন্য 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে । জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আজিজুল হক রহ. স্বরচিত উর্দু কাব্যে উল্লেখ করেছেন-

ইহা ইলম ও আমলের একটি সুন্দর চিত্র/ ইহা পূর্ববর্তী আলেমগণের ইতিহাসের দৃশ্য।
হেরা পর্বত হতে যে অনাদি (কুরআনের) নূর চমকেছিল/ ইহা সেই নূরের সুরক্ষণকেন্দ্র।
ইহার পাতায় পাতায় সদা বিরাজমান পবিত্র মদিনার সৌরব/ ইহার ডালায় ডালায় রয়েছে মদিনার বুলবুল।
এই বাগানের মালি কাসেম নানুতবী রহ. আশরাফ আলী থানভী রহ. / পানি সিঞ্চনকারী শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. ও হাফেজ্জী হুজুর রহ.।
এই বাগানের প্রত্যেকের অন্তরে জিহাদের জজবা/ এবং প্রত্যেকের চোখে অগ্নিশিখা।
কখনো যেন কোন ক্ষয়-ক্ষতি ইহাকে নাগালে না পায়/ ইহা ইসলামী শরীয়াতের দূর্গ।
আল্লাহর তরবারী ইহার পাহারায় থাকে/ ইহা অসংখ্য সুন্দরের সমাবেশ ক্ষেত্র। (সংক্ষেপিত)[১৫৫]

মাকামাতে হারিরি আরবি সাহিত্যের অত্যন্ত জটিল একটি গ্রন্থ । আল্লামা আজিজুল হক রহ. কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করেন। এই অসাধারণ আয়ত্তের ফলে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখলেও শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি আজ আর সংরক্ষিত নেই।[১৫৬]

আজিজুল হক রহ. ছাত্র জীবনে সর্বসময় নিবেদিত ছিল লেখা-পড়ার সাধনায় ও শিক্ষকগণের খেদমতে। এরই মধ্যে ছাত্র যামানায় শাইখের বিভিন্নামুখি প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। তার মধ্যে পবিত্র হাদিস শাস্ত্রে ও আরবি সাহিত্যে তাঁর প্রতিভার বিকাশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আরবি সাহিত্য চর্চা শিক্ষকতার জীবনে এসে আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।[১৫৭]

১৫৫. মাওলানা মুফতী আশরাফুজ্জামান, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
১৫৬. মুহাম্মদ এহসানুল হক, *ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
১৫৭. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

মাওলানা আজিজুল হক রহ. ছিলেন একজন পন্ডিত্ব এবং বড় মাপের সাহিত্যিক । তিনি অনেক আরবি কবিতা লিখেছেন। উর্দু ও ফার্সি ভাষায়ও কবিতা রচনা করেছেন। সাহিত্যে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবিতার লেখার ক্ষেত্রে অনেক সুন্দর শব্দ চয়ন করেছেন।[১৫৮]

রওজা শরিফের পাশে বসে রাসলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত কাসিদাটি শাইখুল হাদীসের রহ. কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে । কোন একদিন তিনি জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে নববিতে অপেক্ষা করছিলেন। তার স্বরচিত কাসিদা কাতারে বসে নিচু স্বরে পাঠ করছিলেন। তার পাশেই বসা ছিলেন এক আরববাসী ব্যক্তি। তিনি তাকে আরবি শে'র পড়তে শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, হে শাইখ! তুমি কী পড়ছ? তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ কার রচিত? তখন শাইখুল হাদীস রহ. না বলে আর পারলেন না, যে তাঁরই লিখিত কবিতা। ব্যস, এতে তিনি অনুরোধ করে বললেন, আমাকে আবার পাঠ করে শুনাও। তিনি স্বরচিত কবিতাটি সেই আরববাসীকে শুনালেন। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, একজন অনারব ব্যক্তি কী করে এতো সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারল! তারপর সেই আরব ব্যক্তি শাইখুল হাদীস রহ.-কে মদিনা শরিফের বিভিন্ন স্থানে মাহফিল করে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে কবিতা পাঠ করতেন এবং আরববাসীরা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

তখন থেকে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. হজ্জের প্রায় প্রতিটি সফরেই একটি করে আরবি কবিতা লিখতেন এবং নবি কারিম (সা)-এর পবিত্র রওজা পাকে দাঁড়িয়ে মনভরে পাঠ করতেন। কবিতা পাঠের সময় আরবি ভাষী ও অন্যান্য ভাষী আলেম ব্যক্তিরা বিমোহিত হয়ে যেতেন। শাইখুল হাদীস রহ. হজ্জ কার্য সম্পাদন করে দেশে এসে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-শিক্ষকের সম্মুখে এসব কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। উপস্থিত সবাই অভিভূত হয়ে যেতেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত কবিতাগুলি তাঁর বাংলা বুখারি শরিফের প্রথম ভাগে বরকত লাভের জন্য এবং বাংলা ভাষীদের কল্যাণার্থে অর্থসহ তিনি সংযোজন করে দিয়েছেন।[১৫৯]

---

১৫৮. মুফতী আবদুস সালাম, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।
১৫৯. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪ ও ৬৫।

নবিপ্রেমের উৎকৃষ্ট উপমা শাইখুল হাদীসের 'মদিনার টানে'। নবিপ্রেমিক কবিদের মাঝে তিনিও একজন সতীর্থ। কোন জাগতিক বিষয় বস্তু নয়, বন্দনা করেছেন সবুজ গম্বুজের। রাসুল নিবেদিত কবিতা গ্রন্থ এ যাবৎ অনেক রচিত হলেও শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর কবিতায় ভিন্ন সুর আছে। তিনি সুর-ছন্দের তাল-লয়ে অনন্য। রাসুল নিবেদিত শাইখুল হাদিসের অমর কীর্তি যা মুমিন হৃদয়ে প্রেমের ঢেউ তোলে। যা পাঠ করলে ঘুরে আসা যায় নবিজির বাড়ি-ঘর। তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতার ভাষ্য-

মদিনার ঘরবাড়ি ও নিদর্শনসমূহ আজও স্মরণ করায় নবীজিকে। যাকে আজ সাধারণ চোখ দেখে না।
অন্তরে আমার আনন্দ-ফূর্তি, মদিনার উপত্যকার-বাতাস বইছে আমার অন্তরে।
মদিনার বাতাস আমার অন্তর আত্মা। এই বাতাসেই সে উড়ে পৌছবে বেহেশতের বাড়িতে।
মদিনার ধূলাবালি আমার চোখের সুরমা। আমার মাথায় মদিনার মাটি বড় সৌভাগ্যের।

নবিদেশের বাতাস কতটা সজিব ও শীতল! শাইখুল হাদীসের রহ. আত্মা তা উপলব্ধি করেছিল। মদিনার বাতাসে বেহেশতে পৌঁছার আকৃতিও কম চমৎকার নয়। তাছাড়া প্রেমিক চোখের সুরমা হবে নবিজির (সা.) পায়ের ধূলা । প্রেম প্রকাশের এই দৃষ্টান্তও কী স্বার্থক দৃষ্টান্ত নয়?

শাইখুল হাদীস রহ. সিরাতুন্নবির একজন একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। তিনি সিরাতে রাসুলের গবেষক ছিলেন। শাইখের কাসিদাগুচ্ছ-১ পাঠ করলে সে কথা বুঝা করা যায় । এ শুধু কবিতা নয়; যেন নবিজির জীবনালেখ্য। পরতে পরতে উঠে আসে নবীর শৈশব, তায়েফের মাঠ, সবুজ গম্বুজ, মাকড়সার ঘর, পশু-পাখি আর পাথরের সালাম, কবুতরের বাসা এবং কাউসার প্রসঙ্গ।[১৬০]

নবির প্রেমের আশেক শাইখুল হাদীস রহ. মদিনার এলাকা খুব পছন্দ করতেন। মদিনা থেকে বিদায় নেয়ার সময় তিনি খব কষ্ট পেতেন। নবি প্রেমিক শাইখুল হাদীস রহ. সেখানে জীবনের শেষ সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। এটাই তাঁর জীবনের একটা চাওয়া পাওয়া। কেরানীগঞ্জের ঘাটারচর আজিজনগরে শাইখের সমাধি রচিত হয়েছে । প্রেমিক প্রেমিকার সমাধির ওই ব্যবধান মানব চোখের হিসাব। প্রেমের অভিধানে 'দূর-দূরান্ত' বলে কিছু নেই। প্রেমের বন্ধনে পৃথিবীটাই যেন প্রেমেরঘর। পৃথিবীময় প্রেমনগর। নবিপ্রেমের গুচ্ছ কবিতা হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর শানে ইন্তেকালের সময় রচিত শোককাব্য, গ্রন্থটি নবিপ্রেমের সাগরে ঢেউ তোলার মতো।[১৬১]

---

১৬০. হুমায়ুন আইয়ুব, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

৮ম পরিচ্ছেদ

স্বভাব-চরিত্র

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, অমায়িক, আন্তরিক এবং সাদামনের মানুষ ছিলেন। ইলমে হাদিসের খেদমতে তাঁর বিশাল কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তাঁর অনুসারী, শিষ্য এবং গুণগ্রাহীদের এগিয়ে আসার প্রয়োজন। এভাবে হতে পারে শাইখুল হাদীস রহ.-এর ফয়েজ-বরকত ও রুহানী তাওয়াজ্জুয়াহ লাভের সর্বোত্তমপন্থা।[১৬২]

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতিকে নানান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালার এ অনুপম সুন্দর সৃষ্টি পানি, আগুন, বাতাস ও মাটির নির্যাস সমন্বয়ে সৃষ্টি হওয়ার কারণে মানব স্বভাবে মেধা, ওজস্বিতা, তেজস্বীতা, আলস্য, উষ্ণতা, চাতুর্য, সবলতা, নির্বুদ্ধিতা, সাহসিকতা, আর্দ্রতা, হিংস্রতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটে থাকে। শিক্ষকগণের শিক্ষকা শাইখুল হাদীস রহ. -এর স্বভাবের এ বিষয়টি অনেক অপরিচিত ও নতুন মানুষের কাছে অসংগতিপূর্ণ বা আপত্তিকর রূপে দেখা দিতে পারে।[১৬৩]

শাইখুল হাদীস আল্লাম আজিজুল হক রহ. সারা জীবন সহজ সরল ভাবে চলার চেষ্টা করেছেন। আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক ছিল একদম সাদামাটা। নিজের বাসার বাজার তিনি নিজে হাতে করতেন। এজন্য তাঁর ছেলেরা বলত যে, বাবা তুমি বাজার করলে আমাদের মান-সম্মান থাকে? তখন তিনি বলতেন, আমার যা পছন্দ তোরা যদি তা না আনতে পারিস। বাসা থেকে অনেক সময় তিন চার মাইল পায়ে হেঁটে চলে আসতেন। মাদ্‌রাসায় থাকাকালীন কখনো কখনো ছাত্রদের সিটে এসে বসতেন।[১৬৪]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা করতে পারার পিছনে কয়েকটি অভ্যাস কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। তিনি সারাজীবন উন্নতমানের খাবার গ্রহণ করেন। নিজেও যেমন খেয়েছেন, তেমনি আত্মীয়-অনাত্মীয় মেহমানদের মেহমানদারিও করেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ও সুস্বাস্থ্যের পিছনে তার সময়ানুবর্তিতা ও নিয়ম-শৃঙ্খলারও বিষয়টি লুকিয়ে আছে।[১৬৫]

---

১৬২. গাজী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, *শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর বরকতময় জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ: ০৮।
১৬৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫।
১৬৪. মাওলানা নোমান আহমাদ, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।
১৬৫. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

শাইখুল হাদীস রহ. ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সহজ সরল, সহাস্যবদন, নিরহংকারী, উদারমনা ও মিতব্যয়ী। বিনয় নম্রতা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা। নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল তাঁর জীবনের সৌন্দর্য। পরনিন্দা-চর্চা তাঁর জীবনে একেবারেই ছিল না বললে চলে। অলসতা তাকে কখনো পেয়ে বসেনি। তাঁর আত্মাকে গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কুরআন-হাদিস তথা ইসলামি শিক্ষা । ফলে ইসলামি জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সমকালীন বিষয়ে সকল জিজ্ঞাসার সঠিক জবাবদানে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। শিক্ষার পাশাপাশি তিনি দীক্ষাটাও রপ্ত করেছিলেন সুন্দরভাবে। আর তাই তো তিনি এতো বড় হয়েও এতো বীনিত। এতে কিছু করেও 'আমি কিছই না' বলা যায়। একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা তাঁর স্বভাবে পরিণতি হয়েছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।[১৬৬]

ব্যক্তি শাইখুল হাদীস রহ. ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। একজন মানুষের আদর্শবান হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারি হতে হয় তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাঁর মধ্যে পোশাক-আশাকের জৌলুস ছিল না। অত্যন্ত সাদাসিদা পোশাক আর নমনীয় বাচন শৈলীর অধিকারী এই মহান ব্যক্তি। তিনি চলাফেরা করতেন সাধারণ মানুষের মত। কিন্তু জ্ঞান-গরিমায় পাহাড়সম। হাদিস গবেষণা ও অনুবাদে তাঁর অসামান্য অবদান। কথা বলার সময় স্মিত হাসি লেগেই থাকতো মুখ জুড়ে। পর্বতসম জ্ঞান অর্জন করেও এত সাধারণ জীবন কী করে যাপন করতেন![১৬৭]

শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ. যে কারণে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন- তা হল তাঁর মধ্যে লৌকিকতা বলতে কোন বিষয় ছিল না। সহজ-সরল ও সাদামাটা জীবন-যাপনেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কখনো কারো নিন্দা করতেন না এবং কখনোই নিন্দুকের নিন্দার কর্ণপাত করতেন না। এ ছাড়া কোন লোভ-লালসা, ভোগ বিলাস, আরাম-আয়েশ তাকে মোহগ্রস্ত করতে পারতো না। হাদিসের ভাষায়- 'তুমি দুনিয়ার লালসা পরিত্যাগ করলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষের সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।' এ হাদিসটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে হযরত শাইখের মাঝে আমৃত্যু। শাইখুল হাদীস রহ. মানুষের কাছে এতো জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হচ্ছে লৌকিকতাহীন ও নির্লোভ জীবন যাপন।[১৬৮]

---

১৬৬. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪ ও ০৫।
১৬৭. এ কে এম বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
১৬৮. মুহাম্মাদ ইউনুস আনওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

৯ম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন সভা সম্মেলনে যোগদান

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. দেশ-বিদেশ বহু সম্মেলনে যোগদান করেছেন। জাতির প্রয়োজনে কান্ডারী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বাংলাদেশের বহু জায়গায় ওয়াজ মাহফিল করেছেন। ১৯৬৯ সালে তখনকার নেজামে ইসলাম পার্টির একজন নগন্য কর্মী হিসেবে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। প্রতিটি জনসভায় তিনি জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন।

১৯৮৮ সালে তাঁর অন্তরে জিহাদি চেতনার প্রত্যক্ষ দেখা গিয়েছিল। রাশিয়ার দখলদার বাহিনী হতে উদ্ধার করার মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত আফগান মুজাহিদিনের প্রবাসী সরকার বাংলাদেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেমকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে প্রতিনিধি দলে শাইখুল হাদীস রহ. ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। আফগান মুজাহিদিনের জিহাদ ও তাদের ইমানি শক্তি ও বলিষ্ঠতার অসংখ্য নমুনা প্রত্যক্ষ আলেমগণ সবাই অভিভূত হয়েছিল।[১৬৯]

১৯৮২ খৃস্টাব্দে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বিশ্ব মুসলিম শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরত হাফিজ্জী হুজুর রহ.-এর সাথে মধ্য প্রাচ্য সফর করেন এবং শান্তি মিশনে হযরত হাফিজ্জী হুজুর রহ.-এর প্রধান মুখপাত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষত ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের করার লক্ষ্যে তিনি ইরানি নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি ও ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনর সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও আবেদনে উভয় নেতাই নমনীয় হন এবং হাফিজ্জী হুজুর রহ.-এর (সফর) শান্তি মিশনকে তাঁরা সময়োপযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সফরের মধ্যবর্তী সময়ে হজ্জের অনুষ্ঠান শুরু হলে হজ্জব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গমন করেন এবং সেখানকার ধর্মীয় প্রধান আব্দুল্লাহ বিন বাযের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। সেখানেও মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সংহতি ও শান্তি এবং বিশেষত হজ্জ মৌসুমে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের শরিয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, ইরান সফরকালে সেখানকার কেন্দ্রীয় জুমুআর নামাজে জামা'আতে ইমামতির দায়িত্ব পান এবং তিনি মুসলিম বিশ্বের শানি, ঐক্য, সংহতি ও খেলাফাত প্রতিষ্ঠার জিহাদের আহবান জানিয়ে আরবিতে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন।[১৭০]

---

১৬৯. মাওলানা আতাউর রহমান খান, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭।
১৭০. অধ্যাপক আখতার ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭।

শাইখুল হাদীস রহ. ১৯৮৫ খৃ. লন্ডনস্থ মুসলিম ইনিস্টিটিউটের দাওয়াতে হযরত হাফিজ্জী হুজু রহ.-এর সফর সঙ্গী হিসেবে যুক্তরাজ্য গমন করেন এবং সারা বিশ্বের ইসলামি নেতৃবৃন্দের এক আন্তর্জাতিক মহাসমাবেশে হাফেজ্জী হুজুরের পক্ষ থেকে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করার অঙ্গীকার করেন তাঁর ভাষণে উৎসাহ পেয়ে। লন্ডনের মুসলমানদের বিভিন্ন মসজিদে দাওয়াতে যেয়ে তিনি হুজুরের পক্ষ থেকে খেলাফত আন্দোলনের আহবান জানান ও শাখা গঠন করেন। সে সফরে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[১৭১]

ভারতের অযোধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও হিন্দু মহাসভার সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দিলে ১৯৯৩ খৃ. শাইখুল হাদীস রহ. বাবরী মসজিদ পুন:নির্মাণের পক্ষে অযোধ্যায় অভিমুখে এক ঐতিহাসিক লংমার্চে নেতৃত্ব দেন। লংমার্চ যশোরের ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস (বর্তমানে বিজিবি) ও পুলিশ বাহিনী বাঁধা দিলে তিনি তাদের মানব প্রাচীর দেয়াল ভেদ করে এগিয়ে গেলে দু'জন লংমার্চের বীর সেনানী পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। দেশ ও বিদেশের পত্র পত্রিকায় এ লংমার্চের খবরা-খবর ঢালাওভাবে প্রচারিত হলে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হন।

১৯৯৬ খৃ. নাস্তিক মুরতাদরা মহানবি (সা) এর ব্যাপারে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ.-এর আহবানে দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এর ফলে নাস্তিক মুরতাদদের ইসলাম বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়।

১৯৯৭ খৃ. শেষের দিকে তৎকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার বাসিন্দা মুসলিম হত্যা সন্ত্রাসী ও বিদ্রোহী সন্তু লারমার সাথে সেখানকার মুসলিম বাসিন্দাদের স্বার্থ না দেখে তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন করলে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. তার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামমুখী লংমার্চ ও মহাবেশে নেতৃত্ব দিলে শান্তি চুক্তির কার্যকারিতা অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে।[১৭২]

---

১৭১. অধ্যাপক আখতার ফারুক, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।
১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

শাইখুল হাদীসের লংমার্চ যে পরিমাণ সাড়া ফেলেছিল তা অবর্ণনীয়। টিভি নিউজে লংমার্চের প্রতিটা পদক্ষেপ দেখানো হচ্ছিল। কাফেলা যখন বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সারা মক্কায় তখন হৈ হৈ রব উঠে যায়। গোটা আরব বিশ্বে একজন মুজাহিদ আলেম হিসেবে শাইখুল হাদীস খ্যাতি লাভ করেন। লংমার্চের পরে শাইখুল হাদীস রহ. মদিনা সফরে গেলে লংমার্চের নেতা হিসেবে শাইখকে ব্যাপক সংর্বধনা দেয়া হয়।[১৭৩]

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর নরসীমা রাও বাংলাদেশ ভ্রসণে আসতে চাইলে শাইখুল হাদীস রহ. নরসীমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন এবং বিমানবন্দর ঘেরাও কর্মসূচীর ডাক দেন। ফলে তৎকালীন সরকার ৯ এপ্রিল ১৯৯৩ তাকে গ্রেফতার করে। এতে করে সারা দেশের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অবশেষে ৮ মে ১৯৯৩ খৃ. সরকার শাইখুল হাদীস রহ. কে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১ জানুয়ারি ২০০১ খৃ. হাইকোর্ট থেকে ফতওয়া বিরোধী রায় বাতিলের পরামর্শ দেয়া হলে এর প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে পল্টনে বিশাল সমাবেশ করা হয়। ২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ খৃ. পল্টন ময়দানে ফতওয়া বিরোধী রায় বাতিলের জন্য বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ খৃ. রংপুর থেকে সমাবেশ করে শাইখ ফেরার পথে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন এবং কারাগারে সরকারী রোষানলে পড়ে প্রায় ৪ মাস অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন।[১৭৪]

১৭৩. মাওলানা মুহিইদ্দীন খান, গ্রন্থনা: মোহাম্মদ এহসানুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১৭৪. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২।

১০ম পরিচ্ছেদ

রাজনীতি

বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির মাঠে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে আলেম উলামাদের একটা অংশ মনে করতেন আলেমদের রাজনীতি করা উচিত না। তারা প্রধানত: মসজিদ-মাদ্‌রাসা, খানকা ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে থাকবে। দীনি দাওয়াতে নিজেকে বিলীন করে দিবেন। দীনি ইলম প্রচারে নিয়োজিত থাকায় সমাজের সর্বস্তরের লোক তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা মসজিদ মাদরাসার কাজে পড়ে থাকতেন বলে রাষ্ট্রের কোন সমস্যা তারা সমাধান করতে পারতেন না। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধাবাদিরা তাদের উপর কর্তৃত্ব হাসিল করার চেষ্টা করত।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। হাফেজ্জী হুজুর রহ. জীবনের একটি বৃহৎ অংশ দীনি খেদমতে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ ব্যক্তি। দীনি শিক্ষায় দীর্ঘ দিন খেদমতের ফলে তিনি বহু সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্য আলেম বানাতে সক্ষম হন। এ সব আলেমে দীনও রাজনীতির থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। যার ফলে সমাজ আলেমদের যোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের শুধু ব্যক্তি, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনই ইসলামের অন্তর্গত নয়, হাফেজ্জী হুজুর রহ. আশির দশকে এই উপলব্ধি থেকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হন। বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক অঙ্গণে এই দূরদর্শী চিন্তা-চেতনায় যারা হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তন্মধ্যে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। ছাত্র যামানা থেকেই আল্লামা আজিজুল হক রহ. রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হন।[১৭৫]

বৃটিশ বিরোধী পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল চোখে পড়ার মত। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের নেতৃবৃন্দ ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে আল্লামা আজিজুল হক রহ. তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন।[১৭৬]

---

১৭৫. অধ্যাপক আবদুল গফুর, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

আল্লামা আজিজুল হক রহ. শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে বহু যোগ্য আলেম তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে শাইখুল হাদীস রহ. হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেও তিনি দীনি ইলম বিতরণ থেকে পিছপা হননি। এর ফলে বাংলাদেশের হাদিসের শাস্ত্রের পাঠদানের ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপারেও তেমনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আবির্ভূত হয়েছেন।[১৭৭]

বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। তিনি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করতেন। তিনি শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর সঙ্গে বিভিন্ন মঞ্চে বক্তৃতা করতেন।[১৭৮]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এমন একজন মানুষ যিনি কঠোর অধ্যাবসায় ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে উপলব্ধে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলামি খেলাফাত প্রতিষ্ঠা ব্যতিত বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি অসম্ভব। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন প্রতিষ্ঠা ব্যতিত আমাদের মুক্তির কোন সম্ভবনা নেই। এ জন্য তিনি হাদিস শরিফ শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি রাজনীতি করেছেন বটে কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রাজনীতি করেননি। রক্তচক্ষুকে তিনি কখনো ভয় পাননি। কখনো তিনি আদর্শের রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হননি।[১৭৯]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. সুদীর্ঘ ৮৪ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে মুসলিম লীগের পক্ষে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাবরী মসজিদ পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে অযোধ্যা অভিমুখে লংমার্চের নেতৃত্বদান, আইয়ুব খানের আপত্তিকর ইসলামিক পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, খেলাফত মজলিশ ও খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রথম সারিতে অবস্থান করেন, তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে আন্দোলন করার জন্য কারাবরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।[১৮০]

---

১৭৭. অধ্যাপক আবদুল গফুর, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।
১৭৮. মাওলানা লিয়াকত আলী, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
১৭৯. মোবায়েদুর রহমান, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩ ও ৩৪।
১৮০. অধ্যাপক আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।

"তাদরিস, তাসনিফ, ওয়াজ-এরশাদের পাশাপাশি রাজনীতি ও ইসলীম আন্দোলনের ময়দানেও শাইখুল হাদীস রহ. ভূমিকা ও অবদান অসামান্য।" [১৮১]

তাঁর সভা-সমাবেশে বক্তৃতা-বিবৃতিতে চমক সৃষ্টি করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁর ছিল না। তিনি চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতেন। যাতে নৈরাজ্য না হয় এমনভাবে তিনি আন্দোলনের ডাক দিতেন। গোটা পৃথিবীতে যখন জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছিল তখনও তিনি বলেন, কোন যুগেই তরবারি ও শক্তির বলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইসলামের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ দেখেই মানুষ তা গ্রহণ করেছে।[১৮২]

শিক্ষা জীবনেই তিনি রাজনীতি শুরু করেন। ব্রিটিশ রিরোধী আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তৎকালীন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের জন্য তিনি অত্যাচারের স্বীকার হন। ব্রিটিশদের থেকে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামি শাসন চালু করতে আইয়ূব খান গড়িমশি করলে উলামায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তৎকালীন আলেম সমাজের একমাত্র দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের আমিরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৮১ খৃ. হাফেজ্জী হুজুর রহ. খেলাফত আন্দোলনের ডাক দিলে তখন তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামি আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ খৃ. মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ-এর সঙ্গে সফর সঙ্গী হয়ে ইরাক-ইরান ও মধ্য প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন। ১৯৮৫ খৃ. লন্ডনস্থ মুসলিম ইনস্টিটিউটের দাওয়াতে যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন সভা -সমাবেশে বক্তৃতা করেন।[১৮৩]

১৯৮৭ খৃ. ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের তিনি অন্যতম রূপকার ও মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে স্বৈরাশাসকের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৯ খৃ. ৮ ডিসেম্বর খেলাফত মজলিস নামে নতুর ইসলামি দল গঠন করেন। আমৃত্যু তিনি এ রাজনৈতিক দলের আমিরের দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৯১ খৃ. ৯ ফেব্রুয়ারি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ১৫ টি মূলনীতির উপর রেডিও-টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।[১৮৪]

---

১৮১. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
১৮২. এ কে এম বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
১৮৩. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯১।
১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯১।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ১৯৯১ খৃ. সমপর্যায়ের কয়েকটি ইসলামি দলের সমন্বয়ে ইসলামি ঐক্য জোট গঠন করেন এবং তিনি চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামি ঐক্য জোট ১৯৯১ খৃ. পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ১টি আসনে (সিলেট-৫) জয় লাভ করে।

১৯৯২ খৃ. ৬ ডিসেম্বর ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুদের দ্বারা অযোধ্যায় চারশত বছরের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ শহিদ হলে এর প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩ খৃ. ২-৪ জানুয়ারি বাবরী মসজিদ পুন:নির্মাণের দাবিতে ঢাকা থেকে যশোর সীমান্ত এলাকার উদ্দেশ্যে লংমার্চের নেতৃত্ব দেন। লং মার্চ-এ ৫ লক্ষাধিক লোক স্বতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করেন। বাবরী মসজিদ শহিদ হওয়ার পরদিন ৭ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট দল বাংলাদেশে খেলার সময় শাইখুল হাদীস রহ. ভারতের উগ্রবাদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরুপ খেলা চলবে না ঘোষণা দিলে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

তিনি গঙ্গার পানি সংকট নিরসনে ১৯৯৪ খৃ. আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইসলাম বিরোধী এনজিওদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৯৬ খৃ. ৩০ জুনে নাস্তিক মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে হরতালের ডাক দিলে সারা দেশে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।

১৯৯৬ খৃ. ১২ জুন তাঁর নেতৃত্বে ইসলামি ঐক্যজোট ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ১টি আসন লাভ করেন। ১৯৯৯ খৃ. চার দলীয় জোটে অংশ গ্রহণ করেন। ২০০১ খৃ. ৪ ফেব্রুয়ারি রংপুর থেকে সমাবেশ করে ফেরার পথে তিনি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন। কারাগারে আওয়ামী সরকারের ক্রোধে পড়ে প্রায় চার মাস সীমাহীন নির্যাতনের স্বীকার হন। ২০০১ খৃ. কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।[১৮৫]

জেনারেল এরশাদের আমলে প্রথমে আল্লামা আজিজুল হক রহ. কারা বরণ করেন। আবার বিএনপির আমলেও তিনি কারা বরণ করেছেন। আল্লামা আজিজুল হক রহ. বলেন, প্রত্যেক সরকারের প্রয়োজনে তাকে জেলে নিয়েছেন। কেউ মন্দের মধ্যে কিছুটা ভাল আচরণের পরিচয় দিয়েছেন আর কেউ শ্রদ্ধাবোধ দেখানোর প্রয়োজন মনে করেনি। তবে ইসলামের কথা বলার জন্য তাকে কারা বরণ করতে হয়েছে। যুগে যুগে সত্য কথা বলার অপরাধে বহু নেতাকে জেলে যেতে হয়েছে।[১৮৬]

২০০১ খৃ. ১ অক্টোবর চার দলীয় ঐক্য জোটের শরিক দল হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে ইসলামি ঐক্যজোট সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ৩টি আসনে বিজয় লাভ করে।[১৮৭]

---

১৮৫. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯২।
১৮৬. মাওলানা লিয়াকত আলী, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
১৮৭. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী , প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।

১১তম পরিচ্ছেদ

জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়াসহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা

হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর বহুমুখী অবদানের মধ্য থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বহু দীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তার কোন ছাত্র দীনি শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কাজে নিয়োজিত হলে তিনি খুব ব্যথা পেতেন। তাঁর প্রতিটি ছাত্র ইলম ও আমলের সাথে সাথে উন্নত চরিত্র, সকল বাতিলের বিরুদ্ধে একনিষ্ঠতার সঙ্গে সঠিক ভূমিকা রাখার চিন্তায় উৎসাহিত হয়ে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধাদানের দায়িত্ব পালনে অনমনীয় হোক- এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা। কুরআন-হাদিসের যোগ্য ও দক্ষ উস্তাদ গড়ে তোলার জন্য তিনি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয়ের মাধ্যমে উজাড় করে 'জামিয়া রাহমানিয়া আরবিয়া' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।[১৮৮]

যদি এমন একজন আলেমে দীন তালাশ করা হয় যিনি দীনের সকল ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন, সেক্ষেত্রে তৎকালীন ইতিহাসে নি:সন্দেহে হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নাম বলতে হবে। ক্ষণজন্মা এই মহান সাধক ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ শাইখুল হাদীস ওলিয়ে কামেল, বিস্ময়কর বাগ্মী, বেমিছাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, ক্ষুরধার কলমসৈনিক, যুগের শ্রেষ্ঠ মর্দে মুজাহিদ, যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমেদীন, সমাজ সংস্কারক, প্রখ্যাত রাজনীতিবীদ, সিপাহসালার এবং দীনের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁর কীর্তির ছাপ দেশ, জাতি ও সমাজের সর্বস্তরে রেখে গেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের গন্ডগ্রামে বহু সংখ্যক মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন, এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদানও রেখেছেন।[১৮৯]

আশির দশকের কথা। আল্লামা আজিজুল হক রহ. তখন জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগে মসনদে হাদিসের মুকুটহীন সম্রাট। পাশাপাশি উত্তপ্ত রাজপথে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপোষহীন নেতা। হযরত মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর একান্ত আস্থাভাজন ও স্নেহভাজন শাইখুল হাদীস রহ.-কে ঘিরে জাতির আশা-আকাঙ্খা ছিল আকাশচুম্বী। কিন্তু মাঝপথে ছন্দপতন ঘটল। মনে হল যেন ইমাম বুখারির পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। যখন ইমাম বুখারিকে নিয়ে সবাই মাতোয়ারা ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল। শাইখুল হাদীসের বেলায়ও তাই ঘটল।[১৯০]

---

১৮৮. মাওলানা মুফতী আশরাফুজ্জামান, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

মোহাম্মাদপুরে আসার পেছনে এক বিরাট স্বপ্ন কাজ করছিল। কিন্তু দিন যত বাড়ছে স্বপ্ন ততোই দূরে চলে যাচ্ছে। হযরত শাইখুল হাদীসের রহ. মনের গহীনে আঁকা স্বপ্নের জামিয়ার জন্য স্থায়ী জায়গার জন্য তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন। ঝামেলা যেন তাঁর পিছু ছাড়ছে না। তিনি যার আহবানে (হাজী সিরাজুদ্দৌলা রহ.) আসলেন, তার উপর না নিজে জায়গা দেখা আরম্ভ করলেন। ১৯৮৭ রমযানের পূর্বেই শাইখুল হাদীস রহ. জামিয়া মোহাম্মাদিয়া থেকে বিদায় নিলেন। জায়গা দেখাদেখির এক পর্যায়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে ঐতিহাসিক সাতমসজিদ সংলগ্ন একটি জায়গা পছন্দও হল। শাইখ নবীন-প্রবীণ একঝাঁক নায়েবে রাসুলকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসলেন। ১৯৮৮ সালের শুরু লগ্নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন কুঁড়ির উদ্ভব হল। শাইখুল হাদীসের বরকতময় হাতে প্রতিষ্ঠত হল ঐতিহ্যবাহী 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া'।[১৯১]

গতানুগতিক ধারায় 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দীন ও ইসলামের প্রত্যেকটি শাখায় মুখলিস, যোগ্য ও দক্ষ কর্মবীর তৈরির জন্য এ জামিয়া প্রতিষ্ঠা হয়েছে । জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. স্বরচিত উর্দু কাব্যে উল্লেখ করেছেন–

ইহা ইলম ও আমলের একটি সুন্দর চিত্র/ ইহা পূর্ববর্তী আলেমগণের ইতিহাসের দৃশ্য।
হেরা পর্বত হতে যে অনাদি (কুরআনের) নূর চমকেছিল/ ইহা সেই নূরের সুরক্ষণ কেন্দ্র।

ইহার পাতায় পাতায় সদা বিরাজমান পবিত্র মদিনার সৌরব/ ইহার ডালায় ডালায় রয়েছে মদিনার বুলবুল। এই বাগানের মালি কাসেম নানুতবী রহ. আশরাফ আলী থানভী রহ. / পানি সিঞ্চনকারী শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. ও হাফেজ্জী হুজুর রহ.।[১৯২]

শাইখুল হাদীস রহ. যে চেতনা নিয়ে 'রাহমানিয়া' নামক বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। নিজ হাতে তাকে পরিপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত করার জন্য কঠোর পরিশ্রমও করে গেছেন। মালির ন্যায় নিজ হাতে পানি ঢেলেছেন যে গাছের গোড়ায়, চারিপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। নিজ ছত্র ছোঁয়ায় বড় করেছেন। তাকে রঙিন আপন রঙে। মূলত জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া শাইখুল হাদিসের প্রতিচ্ছবি। নিজে যেমন সর্বমুখী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তেমনিভাবে জামিয়াকেও সর্বমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিচিত করেছেন সারা বিশ্বে।[১৯৩]

---

১৯১. মাওলানা মুফতী আশরাফুজ্জমান, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

শাইখুল হাদীস রহ.-এর এ জামিয়ার প্রতিটি তালিবে-ইলম ওয়াজ-নসিহত, ইলম, আমল, তাকওয়া-পরহেযগারীর সাথে সাথে সাহিত্য, বাতিলের মুকাবিলা ও সাংবাদিকতায় দেশ থেকে দেশান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । যারাই শাইখের পরশ পেয়ে নিজে ধন্য করেছেন, তাঁরাই সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌছে গেছেন। নিজ হাতে তিলে তিলে গড়া এ বৃক্ষের ছাঁয়ায় বসে শীতলতা লাভ করেছেন। হাজারো কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও এখানে এসে প্রাশান্তি লাভ করেছেন। যখন বার্ধক্য শাইখকে পেয়ে বসেছে, শরীর আর চলছে না, তখনোও সকল বেষ্টনী ফাঁকি দিয়ে চলে আসতেন নিজের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে।[১৯৪]

"মোহাম্মদপুরস্থ ঐতিহ্যবাহী সাতমসজিদকে বুকে ধারণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ঐতিহ্যবাহী 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া' হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর অমর কীর্তি। সেই সাত গম্বুজ মসজিদকে অনেকেই গায়েবি মসজিদ বললেও সেই মসজিদের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আছে। এ জামিয়াকে ঘিরে এলাকাটি এখন আকর্ষণীয়ভাবে আবাদ হয়েছে। আর এর ইলম বিকাশে গোটা দেশে ইলমি অঙ্গন সমৃদ্ধ হয়েছে।"[১৯৫]

'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া'-র মত বহু মাদরাসা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি অগণিত ইলমি সন্তান ও সুযোগ্য উত্তরসূরি রেকে গেছেন, যার মাধ্যমে কবর বসে তিনি ফায়দা হাসিল করতে থাকবেন। তাঁর ইলম ও ফয়েজ-বরকতের মাধ্যমে ছাত্ররা উপকৃত হতে থাকবে এবং তাদের মাধ্যমে তিনি চিরস্মরণীয় থাকবেন।

১৯৪. মাওলানা মুফতী আশরাফুজ্জামান, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।
১৯৫. আবুল হাসান শামসাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

১২তম পরিচ্ছেদ

ইসলামি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. 'মাসিক রাহমানী পয়গাম' প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলাম প্রচারের জন্য। এটা তাঁর জীবনের এক অসামান্য অবদান। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা পাঠক-পাঠিকা মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর মাধ্যমে বহু মানুষের জ্ঞানের খোরাক হচ্ছে। বহু প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে।[১৯৬]

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. কোন সাক্ষাৎকারে বলেন, আল্লামা আজিজুল হক রহ. নওজোয়ান আলেম ছিলেন। তিনি খুব কর্ম তৎপর ছিলেন। তিনি প্রচুর কাজ করতেন। তাঁর মধ্যে কোন অলসতা ছিল না। 'আল-ইসলাম' নামে পত্রিকাটির ডিক্লারেশন নেয়া হল। আর এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন আল্লামা আজিজুল হক রহ.। কিন্তু পাঠক সংখ্যা কম হওয়াতে তিনটি সংখ্যার বেশি বের করা সম্ভব হয়নি।[১৯৭]

'রাহমানী পয়গাম' প্রথম দিকে 'হক পয়গাম' নামে বের হয়। শাইখুল হাদীস রহ. এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পদনার দায়িত্বে থেকে আন্তরিক চিন্ত-ফিকির ও অপরিসীম আবেগ-উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি জামিয়ায় এলেই পত্রিকার প্রকাশনা, লেখা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খোঁজখবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতেন। এ পত্রিকার নাম নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা করা হয়। কিছুতেই এর নাম কী দেয়া যায়, সেটা ঠিক করা যাচ্ছিল না। কম্পিউটার সেকশনে ম্যাটার কম্পোজ করার সময় শাইখুল হাদীস রহ. ফোন করে বললেন, এ পত্রিকার নাম রাখা হোক 'হক পয়গাম'। কেননা, আমি এইমাত্র নামাজের দন্ডায়মান অবস্থায় এ নামটি আমার অন্তরে এসেছে। এ নামটি হযরত শাইখুল হাদীস রহ. প্রদত্ত ইলহামি নাম।[১৯৮]

পরবর্তীতে 'জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া'র নামে এ পত্রিকার নাম রখা হয় 'রাহমানী পয়গাম' । কুরআন-হাদিসের ইলম শিক্ষাদানে পবিত্র কুরআনুল কারিমের 'আর-রহমান' 'আল্লামাল কুরআন' আয়াতে কারিমার উপর ভিত্তি করে হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর ইলহামি নির্দেশনাতেই এ মুখপত্রের নাম রাখা হয়। আর এর বরকতেই 'মাসিক রাহমানী পায়গাম' জনসাধারণের ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১৯৯]

---

১৯৬. আবুল হাসান শামসাবাদী, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
১৯৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
১৯৮. সমর ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

১৩তম পরিচ্ছেদ

শাইখুল হাদীসের কতিপয় ছাত্র ও তাঁদের পরিচয়

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর শাগরেদ ও ছাত্র সংখ্যার বিপুলতা ছিল আল্লাহর বড় নেয়ামত। যা দিয়ে তাকে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করেছিলেন। তিনি যাদের বুখারি শরিফ পাঠদান করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজারেরও বেশি। আর বিষয় ও কিতাবের উপর ভিত্তি করে ছাত্র সংখ্যা বহুগুণ বেশি। হিন্দুস্তানে শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসিনগণের সান্নিধ্য লাভ ও দীর্ঘকাল পাঠদানের ফলে তিনি পরিণত হয়েছেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের সম্মানিত উস্তাদ। একইসঙ্গে নানা-দাদা ও নাতিদের শিক্ষক। মূলত তিনিই হলেন প্রকৃত শিক্ষকগণের শিক্ষক।[২০০]

নিম্ন উল্লেখিত ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত নাম না জানা আরো অসংখ্য ছাত্র আছে যাদের পরিচয় এখানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি । শাইখের নিম্নে উল্লেখিত ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হল ।

১.মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ.
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গ্রন্থকার, ও রাজনীতিবিদ
চেয়ারম্যান: ইসলামী মোর্চা।

২.মুফতী মানসুরু হক (দা:বা:)
শাইখুল হাদীস, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা
বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ওয়ায়েজিন, ইসলামী চিন্তাবিদ।

৩.মাওলানা হিফজুর রহমান (দা: বা:)
প্রবীণ মুহাদ্দীস ও প্রধান মুফতী,জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২০০. মাওলানা আবদুল মালেক, অনুবাদ: আলী হাসান তৈয়ব, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৪.শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী (দা: বা:)
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা

জামাতা ও খীলফা, হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.

শাইখুল হাদীস, পাহাড়পুরী মাদ্‌রাসা।

৫.মাওলানা মাহফুজুল হক (দা: বা:)
প্রিন্সিপাল, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ, ঢাকা।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ

তত্ত্বাবধায়ক: মাসিক রাহমানী পয়গাম।

৬.মাওলানা মামুনুল হক (দা: বা:)
শাইখুল হাদীস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া

সম্পাদক,মাসিক রাহমানী পয়গাম

গ্রন্থকার ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।

৭. হাফেজ মাওলানা ওমর আহমদ (রহ.)
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা

প্রাক্তন নায়েবে মুহতামীম, জামিয়া ইসলামিয়া খাদেমুল ইসলাম গওহারডাংগা মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ।

সাহেবজাদা, হযরত শামসুল হক ফরিপুরী রহ.।

৮.মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন (দা: বা:)
প্রিন্সিপাল, জামিয়া ইসলামিয়া আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।

৯.মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন (দা: বা:)
সিনিয়র পেশ ইমাম, বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ

বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক।

১০.অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ (দা: বা:)
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসা

বি. এ.(অনার্স), এম.এ (ইংরেজি বিভাগ), (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারী বাংলা কলেজ ও মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া ঢাকা

শাইখুল হাদীসের প্রবীণ ও প্রিয় ছাত্র

খলিফা, হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহ.) হারদুয়ী।

১১.মাওলানা ইসহাক ওবায়দী (দা: বা:)
বিশিষ্ট আলেমেদীন, গ্রন্থ প্রণেতা,

কলাম লেখক, সাহিত্যিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক।

১২.মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান (দা: বা:)
উস্তাযুল বুখারী, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া

দারুসসালাম মাদ্‌রাসা মিরপুর, ইমদাদিয়া উলূম মুসলিম বাজার মাদ্‌রাসা

মুহতামিম: বলিয়ারপুর মাদ্‌রাসা, সাভার

সমাজকল্যাণ সম্পাদক: খেলাফত মজলিস, গ্রন্থকার।

১৩.মাওলানা হুসাইন আহমদ (সোহাগী হুজুর) (দা:বা:)
শাইখুল হাদীসের প্রথম জীবনের ছাত্র

মোমেনশাহী সোহাগী মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা।

১৪.মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দস (দা: বা:)
পরিচালক, সোসাইটি ফর ইসলামিক ট্রেনিং সেন্টার বাংলাদেশ

৫৯২, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।

অসংখ্য দীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা,

সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

১৫.মাওলানা আব্দুল হক (দা: বা:)
বিশিষ্ট আলেমেদীন, জামিয়া আরাবিয়া মাখযানুল উলূম

পেশ ইমাম, বড় মসজিদ, মোমেনশাহী।

১৬.মাওলানা আব্দুল জলিল রহ.
প্রাক্তন মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস: খুকনী দারুল উলম মাদ্‌রাসা, সিরাজগঞ্জ।

১৭.মাওলানা মোহাম্মদ এহসানুল হক (দা: বা:)
গ্রন্থ প্রণেতা, সাংবাদিক

দৌহিত্র, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.।

১৮.মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আয়ুবী (দা: বা:)
বিশিষ্ট ওয়ায়েজিন ও সম্মানিত খতিব গাওসুল আজম জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা।

১৯.মাওলানা খোরশেদ কাসেমী (দা: বা:)
প্রাক্তন সিনিয়র মুহাদ্দিস জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া ঢাকা

শাইখুত তাফছির ও সম্মানিত খতিব, আল্লাহ করিম জামে মসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।

২০.মাওলানা নোমান আহমদ (দা: বা:)
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।

বিশিষ্টি ইসলামী চিন্তাবীদ ও গ্রন্থ প্রণেতা।

২১.মাওলানা রুহুল আমিন (দা:বা)
মুহতামীম , জামিয়া ইসলামিয়া খাদেমুল ইসলাম গওহারডাংগা মাদ্রাসা , গোপালগঞ্জ ।

সাহেবজাদা, হযরত শামসুল হক ফরিপুরী রহ.।

দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক ও মাসিক রাহমানী পয়গাম শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. স্মরণ সংখ্যার বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে উৎকলিত হয়েছে এবং আলেম-উলামাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৪তম পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন

আশি পেরোনো বয়োবৃদ্ধ শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-কে দুরন্ত কিশোরের মত ছুটে চলতে দেখা গেছে । শেষের দিকে তিনি হুইল চেয়ার ব্যতিত চলাফেরা করতে পারতেন না। বলা বাহুল্য জীবনের বেলাভূমিতে হুইল চেয়ারই তাঁর একমাত্র চলার বাহন ছিল। চলাচলে পরিবর্তন আসলেও কর্মে কোন পরিবর্তন আসেনি। এই অবস্থা চলমান ছিল ২০১০ সাল অর্থাৎ ১৪৩১ হি. রমযানের আগ পর্যন্ত। ঐ বছর রমযানের পর থেকে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে শাইখ পূর্ণ শয্যাশয়ী হন। যিনি সর্বদা লেখালেখি নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকতেন, যিনি হাদিসের তাকরির নিয়ে সর্বদা মুখর থাকতেন, হঠাৎ সেই তিনি খামোশ হয়ে গেলেন। এ যেন খোদায়ি লিলা-খেলা। তিনি কিছুতেই অবসর নিতে রাজি নন। এ যেন আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তার বান্দাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা। তার অসুস্থতা ছিল অনেকটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। খাওয়ার সময় খেতেন, মাঝে মাঝে নামাজ-কালাম পড়তেন, অবশিষ্ট সময় ঘুম বা জিকিরে কাটাতেন।[২০১]

খবরটি যদিও দু:খজনক কিন্তু এটাই সত্য। পৃথিবীর কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। তাদের শিষ্যগণ এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের মৃত্যু মানুষকে কষ্ট দেয়। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু মানুষের মৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হয়। আপন মানুষ মৃত্যু বরণ করলেও এতো কষ্ট হয় না। কিছু মানুষ মৃত্যু বরণ করলে স্মৃতি মুছে যায়, আর কিছু মানুষ মৃত্যুকে বরণ করলে মানুষ কখনো ভুলতে পারে না। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়াতে পৃথিবীতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা আর পূর্ণ হয় না। শাইখুল হাদীস রহ. ছিলেন এমনি একজন ব্যক্তিত্ব।[২০২]

তাঁর জীবনের শেষ দুটি বছর এমনভাবে কেটেছে যেখানে ছিল না কোন কাজ। দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাঁর শরীর। দুর্বল হয়ে গিয়েছিল স্মৃতি। জীবনের সব স্মৃতি মুছে যায় কিন্তু তাঁর মুখে ছিল শুধু মাওলার নাম। মনের অজান্তে জীবনের শেষ নি:শ্বাস অবধি আল্লাহ, আল্লাহ বলে জপে গিয়েছেন প্রিয়তমের নাম। এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটেছে একটি বটবৃক্ষের। বিশেষ রহমতের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন শতাব্দীর মহান পুরুষ শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.।[২০৩]

---

২০১. কামরুল হাসান রাহমানী, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
২০২. রাইহাতুল জিনান দিলরুবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।
২০৩. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

বিদায় শতাব্দীর কিংবদন্তী মহানপুরুষ। বিদায় বাংলার শাইখুল হাদীস। ১৯ শে রমযান ১৪৩৩হি. মোতাবেক ৮ই আগস্ট ২০১২ ইং খৃ. রোজ বুধবার বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহর জন্য এক গভীর শোকাবহ ঘটনার জন্ম দিল। এ দিনেই বেলা ১২.৪০ মিনিটে আজিমপুর বাসায় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ইন্তেকাল করেন। [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।] হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর বিদায়ে বাংলাদেশের ইসলামি অঙ্গন হারালো তাঁর শতাব্দীর কালের এক মহান রাহবারকে। ইলমে হাদিসের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দের নিকট থেকে বিদায় নিলেন প্রিয় হাদিসের মহান শিক্ষক। আলেম সমাজকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেলেন তাদের অতুলীয় অভিভাবক। দীনি প্রতষ্ঠানগুলো হারিয়ে ফেলল অকৃত্রিম এক বন্ধ। সর্বোপরি বাংলাদেশের লোকজন হারালো তাদের মহান পথপ্রদর্শক। রাহমানী পয়গাম আর জামিয়া রাহমানিয়া তো আক্ষরিক অর্থেই ইয়াতিম হয়ে গেল।[২০৪]

সারাদেশ থেকে ছুটে আসা মানুষ শেষবারের মতো দেখলেন তাদের প্রিয় অভিভাবক, প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ও আন্তরিক এই অভিভাবককে। শোকে কাতর লক্ষ মানুষের জমায়েত আজ জাতীয় ইদগাহে। এখানে যারা সমবেত হয়েছেন প্রত্যেকের চেহারা, ঠিকানা ও পরিচয় ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর সেটা হল তারা সবাই শাইখের ছাত্র। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা স্পষ্ট। মাওলানা মামুনুল হক মাইক হাতে নিলে সবাই কিছুটা নড়েচড়ে উঠেন। মামুনুল হকের ব্যথিত হৃদয়ে কম্পিত কণ্ঠে উপস্থিত জনতার মাঝে এক শিহরণ এনে দেয়। মানুষ এতো বেশি ভিড় করছে তা ছিল অতুলনীয়। দেশের শীর্ষ উলামায়ে কেরাম, রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ, এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবীমহল, পীর-মাশায়েখ, সাংবাদিকবৃন্দসহ সর্বস্তরের মানুষ আজ এখানে। জানাযা জন্য সবাই প্রস্তুত। গোটা এলাকা কাতারবদ্ধ। মাওলানা মাহফুজুল হক জানাজা পড়ানোর জন্য লাশের বুক বরাবর গিয়ে দাঁড়ালেন । প্রথম তাকবির বলার সাথে সাথে চারদিকে কান্নার এক করুন ঢেউ উঠল। আরো তিনটি তাকবির বলার পর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে কান্নার সে ঢেউ আরো তীব্র হতে লাগল। বিদায় শাইখুল হাদীস। বিদায় বাংলার বুখারি। বিদায় সালাম হে আল্লাহর প্রিয় খলিফা।[২০৫]

২০৪. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪।
২০৫. গাজী মোহামাদ সানাউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মুফতী আমীমুল এহসান (রহ.) এর জীবনী ও কর্ম

১ম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও পরিচয়

২য় পরিচ্ছেদ : শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

৩য় পরিচ্ছেদ : উচ্চ শিক্ষা

৪র্থ পরিচ্ছেদ : পারিবারিক জীবন

৫ম পরিচ্ছেদ : কর্ম জীবন

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তাসাউফ এর পথে মুফতী-এ-আযম

৭ম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত রচনাবলী

৮ম পরিচ্ছেদ : স্বভাব-চরিত্র

৯ম পরিচ্ছেদ : মুফতী সাহেবের কতিপয় ছাত্র ও তাদের পরিচয়

১০ম পরিচ্ছেদ : দুই বাংলায় ইমামতির গৌরব অর্জন

১১তম পরিচ্ছেদ : বংশ তালিকা

১২তম পরিচ্ছেদ : তার খলিফাবৃন্দ

১৩তম পরিচ্ছেদ : শেষ জীবন

১ম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও পরিচয়

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল এহসান বারাকাতী রহ. বায়তুল মুকাররম মসজিদের সর্বপ্রথম খতিব (১৯৬৪-১৯৭৪) ও বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, ও মুফতি এবং বহু উচ্চ মানসম্পন্ন ইসলামি গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ও সংকলক।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ২৪ জানুয়ারি ১৯১১ খৃ. মুতাবেক ২২ মুহাররম ১৩২৯ হিজরিতে বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত পাঁচনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২০৬] তাঁর পিতা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাকিম আব্দুল মান্নান (জ. ১৮৮৪)[২০৭] এবং সৈয়দা সাজেদা। তিনি চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয় সূত্রেই তিনি নাজিবুত্তারাফাইন।[২০৮] জন্মের পর মুফতি সাহেবের নাম রাখা হয় 'মুহাম্মাদ' এবং লকব 'আমীমুল এহসান'।[২০৯]

তাঁর দাদা সাইয়্যেদ নূরুল হাফেয আল-কাদেরিও (মৃ. ১৩২৭ হি.) একজন বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। তিনি কুরআনুল কারিমের বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী আল-কাদেরী আল-মোজাদ্দদি আল মুঙ্গেরির একজন খলিফা ছিলেন।[২১০] তাঁর বংশের ধারাবাহিকতা ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে যে কারণে পূর্ব-পুরুষগণ তাদের নামের পূর্বে সাইয়্যেদ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

---

২০৬. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী, *সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ মাহফিল* (ঢাকা: বাংলাবাজার, মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী, আগস্ট, ২০১২, প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৮৭।

২০৭. তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। একাধারে তিনি আলেমদীন, খোদাভীরু বুজুর্গানে দীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন।

২০৮. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী,সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারাকাতী, *ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল* (ঢাকা: বাংলাবাজার,মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী,), পৃ. ১৮২।

২০৯. মুফতী সাহেবের লিখিত গ্রন্থ, *আত-তাশাররূফ লি আল-আদাবিত তাসাউফ*-এ বলেন, আমার জন্মের পূর্বে আমার দাদী স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারেন আমার লকব হবে আমীমুল ইহসান।

২১০. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারাকাতী, *ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল*, পৃ. ১৮২।

২য় পরিচ্ছেদ

শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন

সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল এহসান রহ. শৈশবকালের কিছু দিন নিজ নানা বাড়িতে মাতার সঙ্গে অতিবাহত করেন। তাঁর মাতা-পিতার সাথে পাঁচ বছর বয়সে তিনি কলকাতা শহরে গমন করেন এবং সেখানে নিজ বাড়িতে লালিত-পালিত হন। ছোট বেলা থেকেই তাঁর আচার-ব্যবহার ও আমল-আখলাক বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি চিন্তা-চেতনা ও চালা-ফেরা অন্যান্য সর্ব সাধারণ শিশুদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। খেল-তামাশায় সময় নষ্ট করা তাঁর অপছন্দ ছিল। সৃষ্টিগত ভাবে তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক মনোভাব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। এভাবেই তাঁর বাল্যকাল, শৈশবকাল ও শিক্ষাজীবন ক্রমন্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।[২১১]

আমীমুল এহসান তাঁর বাবা ও চাচার নিকট মক্তবের পাঠ গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর চাচা সাইয়্যিদ আব্দুদ দাইয়ানের (১৮৯২-১৯৪৯) তত্ত্বধানে থেকে তিনি মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করেন। এছাড়াও তাঁর চাচার নিকট উর্দু ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁর জেষ্ঠ্য ভ্রাতা সাইয়্যিদ আযীমুশ শান দুরারোগ্য এক ব্যাধিতে মারা (১৯১৯ খৃ.) গেলে তাঁর জীবনে এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। মৃত্যুর সময় তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তাঁর মেধা ছিল প্রখর। তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুত্রশোকে কাতর হয়ে শিশু আমীমুল এহসানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও বে-খবর হয়ে যান। এতে করে তাঁর পড়ালেখার মানাত্মক ক্ষতি সাধন হয়।[২১২]

---

২১১. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান* (ঢাকা: ই. ফা. বা. জুন-২০০২), পৃ. ৪০।
২১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

শৈশবকাল হতে লেখাপড়ার প্রতি খুব আগ্রহ দেখা যায়। তিনি পথে কোন কাগজ ফেলানো পেলে তা কুড়িয়ে যত্নসহকারে পড়তেন। পড়া-লেখার প্রতি তাঁর এ ঝোক দেখে তাঁর মা খুবই সন্তুষ্ট হন। তাঁর পড়ালেখা যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্য স্বামীকে তাগাদা দিতে থাকেন। তাঁর উৎসাহে পিতা আবার আমীমুল ইহ্সানের শিক্ষাদানের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। এ জন্য তিনি তাকে নিজ শাইখ ও মুর্শিদ সাইয়্যিদ বারাকাত আলী শাহ্ রহ. (মৃ. ১৯২৬ খৃ.)-এর নিকট নিয়ে যান। শাহ্ সাহেব[২১৩] রহ. নিজ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আগত শিশু আমীমুল এহসানকে দেখে মুগ্ধ হন।[২১৪]

আপন শায়েখ খাজা সিরাজ উদ্দীন রহ.-এর সাথে আমীমুল এহসান রহ. হজ্বের সফর সঙ্গী হন। হিজাযের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। তিনি একাধারে একজন ফকিহ, ইসলামি পন্ডিত, মুহাদ্দিস এবং ওয়ালি ছিলেন। ১২ সফর ১৩৪৫ মুতাবেক ১৯২৬ খৃ. এই মহান শিক্ষাব্রতী সিদ্ধ পুরুষ কলকাতায় ইহকাল ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান।

নিজ অন্তদৃষ্টিতে তিনি এ বালকের সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে তিনি তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে আগ্রহী হলেন। এ আগ্রহ দেখে শিশুর (আমীমুল এহসান) বাবা সানান্দে ঘোষণা করেন যে আমার সন্তান আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাকে শাহ্ সাহেবের দরবারে রেখে আসেন। সেই সময় থেকে আমীমুল এহসানের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের কাজ চলতে থাকে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি আরবি ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করেন এবং পাশাপাশি উচ্চতর ফার্সি ভাষা ও তাজবিদের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন।[২১৫]

---

২১৩. সাইয়িদ বারাকাত আলী শাহ রহ. একজন উঁচুদরের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম মাওলানা সাইয়িদ আবূ মোহাম্মদ বারাকাত আলী শাহ। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের বিজোয়াড়ার প্রখ্যাত কামিল পুরুষ সাইয়্যিদ আল্লাহ ইয়ার খাঁর রহ. অধস্তন পুরুষ। ১২৭০/ ১৮৫৩ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ট হবার পরপরই তাঁর মুখে 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারিত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। এজন্য তাকে মাতৃ উদারজাত ওয়ালীউল্লাহও বলা হয়। বাল্যকাল হতে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। কৈশরেই তিনি দীনি-শিক্ষা লাভ করেন। নিজ পিতৃব্য মাওলানা চেরাগ আলী শাহের রহ. নিকট হতে আরবি জ্ঞান রপ্ত করেন। দীনি শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে শত শত মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সীমান্ত প্রদেশের মুসাজাই শরীফ গমন করেন।

২১৪. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে ১৯২৬ খৃ. মুফতী আমীমুল এহসানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় । কলকাতা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পূর্বে তিনি কিছু বিখ্যাত আলিম ও ইসলামি পন্ডিত ব্যক্তি এবং নিকট আত্মীয়ের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল এহসান রহ. চৌদ্দ বছর বয়সে উপনীত হলে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক ভাবে মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরীর নিকট ই'লমে ফিকহ্, ই'লমে নাহু ও মান্তেক শিক্ষা লাভ করেন ।

আব্দুল মজিদ আল-মুরাদাবাদীর নিকট আরবি সাহিত্যের কিছু গ্রন্থ পাঠ করেন । আব্দুর রহমান আল-কাবুলীর নিকট অল্প কিছু উসূলে ফিক্হ ও ই'লমুল মান্তেক-এর গ্রন্থব অধ্যায়ন করেন এবং আল্লামা শাহ কারামত আলী পাঞ্জাবীর নিকট প্রাথমিক ই'লমে ফিকহ ও ই'লমুল মান্তেক-এর জ্ঞান অর্জন করেন। চাচার কাছে বিদ্যা অনুশীলন সহ সুন্দর হাতের লেখা শেখেন আমীমুল এহসান রহ. এবং বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার আব্দুর রহমান খাঁ ও সাইয়্যিদ ফযলুর রহমান-এর তত্ত্বাবধানে পাথরের উপর অংকন করা এবং সুন্দর হাতের লেখা আয়ত্ব করেন। নিজ পিতার নিকট ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে, নিকটাত্মীয় আব্দুল করীমের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ভাষায় ও স্বনামধন্য কারী আব্দুস সামী (মৃ. ১৯২৯)-এর নিকট ইলম-এ কিরআতে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন।[২১৬]

সাইয়্যিদ আমীমুল এহসান রহ. পনের বছর বয়সে ১৯২৬ খৃ. কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম প্রথম বর্ষে ভর্তি হন । কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় তিনি বিশিষ্ট ইসলামি পণ্ডিত ও যোগ্য উস্তাদের নিকট দারস-এ নিযামির অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। মাদ্রাসার অভ্যন্তরে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথমস্থান এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলোয় অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯২৯ খৃ. তখনকার সময়ে লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড (আলিম) পরীক্ষায়ও হাদিস বিষয়ে প্রথম বিভাগে তৃতীয় হয়ে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।[২১৭]

---

২১৬. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ও ৪৩।
২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৩য় পরিচ্ছেদ

উচ্চ শিক্ষা

সাইয়্যিদ আমীমুল এহসান রহ. ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কামিল (হাদিস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে মেধার পরিচয় দেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে যে সমস্ত উস্তাদের সংস্পর্শ পেয়ে জীবনকে ধন্য করেছেন এবং তাদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হল: শামসুল উলামা খাঁ বাহাদুর, ড. মুহাম্মদ হিদায়েত হোসাইন (মৃ. ১৯৪৩), মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী (মৃ. ১৯৩৫), সফীউল্লাহ সারহাদী (মৃ. ১৯৪৭), মুহাম্মদ মূসা এম.এ (মৃ. ১৯৬৪), বিলায়েত হোসাইন বীরভূমী (মৃ. ১৯৮৪), ইয়াহইয়া সাহ্‌সারামী (মৃ. ১৯৫১), আব্দুল হামীদ (মৃ. ১৯৪০), মুহাম্মদ হোসাইন সিলেটী (মৃ. ১৯৭২), মুহাম্মদ মাযহার (মৃ. ১৯৫৪), ইসমাঈল সাম্ভুলী (মৃ. ১৯৩৭), মুহাম্মদ নূরুল্লাহ সন্দীপী (মৃ. ১৯৪৭০), আল হুফ্‌ফায মুহাম্মদ ফসীচহ আল-আযহারী (মৃ. ১৯৭৪), ওয়াসী উদ্দীন (মৃ. ১৯৪৮) এবং মুহাম্মদ মুযাফ্‌ফর (মৃ. ১৯৪৬) প্রমুখ।[২১৮]

মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান রহ. কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে পড়া লেখা সমাপ্ত করে সে সময়কার বিখ্যাত অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। আমীমুল ইহ্‌সান রহ. মুশতাক আহমদ আল-কানপুরী রহ. ও শামসুল উলামা ইয়াহইয়া সাহ্‌সারামী রহ. (মৃ. ১৯৫১) কাছ থেকে ইলমুল নুজুম বিদ্যা অর্জন করেন। এ ছাড়াও মুশতাক আহমদ আল-কানপুরীর থেকে ইলহামুল কিয়াফা ও ইলহামুল মাওয়াকিত উচ্চতর জ্ঞান এবং ফাতওয়া প্রদান করার নিয়মনীতি চর্চা করেন। উক্ত উস্তাদ হতে তিনি ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি লাভ করেন।[২১৯]

---

২১৮. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

দেশ-বিদেশের অনেক অভিজ্ঞ ও পারদর্শী মুহাদ্দিস ও দার্শনিকদের নিকট হতে মুফতী আমীমুল এহসান রহ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি 'হিস্নু হাসীন' মস্নুন দু'আ-এর আমল দামেস্কের বিখ্যাত মনীষী ইমাম মুহাম্মদ আল-জাযরীর নিকট হতে সনদ লাভ করেন। তিনি এ সনদ তাঁর শ্বশুর শাহ বারাকাত আলী রহ. নিকট হতে প্রাপ্ত হন। হিজাযের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ আল- ইয়ামানি ও শাইখ ওমর হামদুন কর্তৃক হাদিস শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।[২২০]

তাছাড়া মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান রহ.-এর আধ্যাত্মিক মুর্শিদগণ তাকে লিখিত ভাবে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের অনুমতি ও খিলাফাত দান করেন। এমনি ভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামি জ্ঞান লাভ করে নিজ জীবনে কামিয়াবি অর্জন করেন। তাঁর অসাধারন জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি ও শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।[২২১]

২২০. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪ ও ৪৫।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

পারিবারিক জীবন

১৯২২ খৃ. মুফতী সাইয়্যিদ আমীমুল এহসান রহ.-এর বিবাহ হয় সাইয়্যিদ শাহ্ বারাকাত আলী সাহেবের রহ.-এর তিন কন্যার মধ্যে বড় কন্যা সাইয়্যিদা মায়মুনার সাথে। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ও পূণ্যবতী নারী ছিলেন।[২২২]

তাঁর এ স্ত্রীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর একটি কন্যা সন্তান। এ কন্যা ১৯৩৬ খৃ. অতি অল্প বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ১৯২৯ খৃ. তাঁর প্রথম স্ত্রী মৃত্যুর পর ১৯৩০ খৃ. দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম সাইয়্যিদা ফাতিমা। তাঁর গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র সন্তান সাইয়্যিদ মুনয়িম জন্মের অল্প কিছু দিন পর মৃত্যু বরণ করেন। একমাত্র কন্যা সাইয়্যিদা আমিনা প্রাপ্তবয়স্ক হন ও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৯৩৭ খৃ. মুফতী সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীও ইহকাল ত্যাগ করে প্রভুর ডাকে সাড়া দিলেন। অত:পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর বোন সাইয়্যিদা খাদিজার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর কোন সন্তান ছিল না। মুফতী সাহেবের ইন্তেকালের দশ বছর পর তৃতীয় স্ত্রী ১৯৮৪ খৃ. মৃত্যু বরণ করেন।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. তাঁর একমাত্র সন্তান সাইয়্যিদা আমিনাকে সাইয়্যিদ মুসলিম নামক এক ভক্তের নিকট বিবাহ দিয়ে নিজ বাড়িতেই রাখেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নামের সাথে নকশা বন্দী যুক্ত করা হয়। মসজিদ, রচিত কিছু গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, তাসবীহ্ খানা এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার ও তত্ত্বাবধান সংরক্ষণ করে যান। ১৯৮৯ খৃ. তিনি ইন্তেকাল করেন। সাইয়্যিদা আমিনার গর্ভে মুসলিম সাহেব একটি মাত্র কন্যা সন্তান লাভ করেন। মুসলিম সাহেবর স্ত্রীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি ও মুফতী মনযিল তাঁর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত আছে। তিনি বিপত্নীক অবস্থায় জামাতা ও তার কন্যাসহ মুফতী মনযিলে অবস্থান করছেন।[২২৩]

---

২২২. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
২২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৫ম পরিচ্ছেদ

কর্ম জীবন

সাইয়্যিদ মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর অসংখ্য ঘটনার কর্মজীবন কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারমধ্যে ১৯২৭ খৃ. হতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত মুফতী সাহেবের কর্মজীবন অতিবাহিত হয় ভারতের কলকাতা শহরে । ১৯২৭ খৃ. তাঁর পিতা ইহকাল ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। ভাই ও বোনেদের মাঝে তিনি সবচেয়ে বড় ছিলেন। প্রিয় সন্তান সাইয়্যিদ আমীমুল ইহ্সানকে তাঁর পিতা ইন্তেকালের দু'মাস পূর্বে স্বীয় জুব্বা পরিধান করিয়ে দেন এবং পূর্ব পুরুষগণ থেকে প্রাপ্ত সকল কল্যানময় বস্তু তাকে দান করেন। এভাবে তাকে পিতার স্থানে আসীন করে যান। এ সম্পর্কে তিনি 'ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থে লিখেছেন, "আমার পিতা আমাকে তাঁর জামা পরিধান করান, তাহার তাবাররুকাত দান করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন ইন্তেকালের মাত্র দুই মাস পূর্বে।"[২২৪] তাঁর পিতা ছিলেন পরিবারের একমাত্র ভরোণপোষণকারী ব্যক্তি। পিতার ইন্তেকালে তাঁর জীবনের রুটিন পরিবর্তন হয়ে যায়। তাকে সংসারের ভার গ্রহণ করতে হয়। পড়ালেখার পাশাপাশি অব্যাহত বিধবা মায়ের সেবা প্রদান, পিতার ডিসপেনসারি সচল রাখা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোনদের দেখাশোনা করা, ইমামতি, মক্তব পরিচালনা, মসজিদের তত্ত্বাবধান এবং পারিবারিক ছাপাখানা দেখাশোনা ইত্যাদি দায়িত্ব ধৈর্য্যসহকারে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পালন করতে থাকেন।[২২৫]

১৯৩৩ খৃ. লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর উপরিউক্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজ বাসভবনে ফিক্হ, হাদিস বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানে নিয়োজিত রাখেন। কালের আবর্তনে তাঁর মেধা ও গভীর পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাক-ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আলেম ও জনসাধারণ ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর নিকট ছুটে আসে।[২২৬]

১৯২৬ খৃ. দাঙ্গার সময় কলকাতার চিৎপুরে অবস্থিত নাখোদা মস্জিদ, আব্দুর রহীম ওসমান নামক এক ব্যক্তি ধর্মপ্রাণ গুজরাটি কচ্চি[২২৭] মসজিদটি তৈরি করেন। মসজিদের সঙ্গে একটি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসার ফাতওয়া বিভাগ ছিল খুবই নামকরা। কালক্রমে এ মসজিদ ও মাদরাসার ফাতওয়া বিভাগ সারা বাংলার ধর্মীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিচিতি লাভ করে। মাদরাসাটি অবিভক্ত বাংলার ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে রূপ নেয়।[২২৮]

---

২২৪. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী, *সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ মাহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
২২৫. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
২২৭. কচ্চ অঞ্চলের অধিবাসী
২২৮. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ১৯৩৪ খৃ. উক্ত মসজিদের সহকারী ইমাম ও মাদ্‌রাসার ইহতিমামের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৫ খৃ. তিনি মাদ্‌রাসার ফাতওয়া বিভাগের প্রধান মুফতির দায়িত্ব পালন করেন। তখন থেকে তিনি ফাতওয়া দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। মাদরাসায় তিনি ফিক্‌হ, হাদিস ও সাহিত্যের পাঠদান করতেন। এ সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানে উপমহাদেশের দু'জন শিক্ষাব্রতী, বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা, সমাজ চিন্তাবিদ ও শীর্ষ স্থানীয় আলেম আবুল কালাম আযাদ (মৃ. ১৯৫৮) ও মাওলানা হোসাইন আহমদ আল-মাদানী (মৃ. ১৯৫৭) কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। এ ভাবে মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান রহ. তাঁদের সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২২৯]

উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুফতি হিসেবে মুফতী সাহেবের সুনাম ও সুখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। এরই সুবাদে তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য বহু ফাতওয়া প্রদান করেন। কারো কারো মতে, এ সংখ্যা লক্ষাধিক। এ প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন তাঁর দেওয়া ফাতওয়া হতে তিনি ১২,০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি বিশাল পাণ্ডলিপি রেখে যান। এতে প্রায় ৪০,০০০ ফাত্‌ওয়া স্থান পায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় তিনি তাঁর বিখ্যাত হাদিস সংকলন 'ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার' সম্পাদনা করেন। এ সময় তিনি নওমুসলিমগণের জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বসহ ইসলাম প্রচারের কাজে জড়িত থাকেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় চার হাজারেরও বেশি নর-নারী ইসলামে দীক্ষিত হন।[২৩০]

মুফতী সাহেব ১৯৩৭ খৃ. বৃটিশ সরকার কর্তৃক মধ্য কলকাতায় 'কাযী' পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৩৮ খৃ. বঙ্গীয় সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পান। ১৯৪০ খৃ. আমান-এ কুর্‌রা-বাঙ্গাল (নিখিল বঙ্গ ক্বারি সমিতি)-এর সভাপতি পদে পদালংকৃত করেন। সরকারের প্রয়োজনে তাকে বিভিন্ন সময়ে বিচার বিভাগীয় জুরিতে যোগদানের জন্য আহবান করতেন। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় এক যুগ ধরে ইসলামি ও জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমাহদেশের মুসলমানদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।[২৩১]

---

২২৯. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।
২৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
২৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১৯৪৩ খৃ. মুফতী সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আলহাজ্জ যিয়াউল হকের (মৃ. ১৯৫৮) আহবানে সাড়া দিয়ে উর্দু প্রভাষক পদে মাদ্‌রাসায় যোগদান করেন। উর্দু প্রভাষক পদে থাকলেও অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা বলে তিনি কামিল শ্রেণিতে ফিক্‌হ বিভাগ, তাফসিরে বায়যাবি ও বুখারি শরিফের ১ম খন্ডের দরসদানের অনুমতি লাভ করেন। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। এ সময় তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন।[২৩২] তন্মধ্যে:

১. শারহু মুকাদ্দমাতুশ্ শায়খ
২. আদাবুল মুফতী
৩. ইলমে হাদীসকে মাবাদিয়াত,
৪. আত্তাশাররুফ লি আদাবিত্ তাসাওফ,
৫. মুকাদ্দামা সুনানে আবী দাউদ,
৬. লুব্বুল উসূল ও
৭. তা'রিফাতুল ফিক্‌হিয়া,
৮. মিন্নতুল বারী,
৯. মারাসীলে আবী দাউদ ইত্যাদি প্রধান।

সেই সময় তাঁর রচনাবলী খুব পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর আলিয়া মাদ্‌রাসার এ্যাংলো-আরবি বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। তখন তিনি কর্মরত অবস্থায় অপরাপর সহকর্মীর সাথে ঢাকায় আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।[২৩৩]

এ পদে মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ১৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় বহাল থাকেন। অত:পর মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. (১৩১০-১৩৯৪ হি.) হেড মৌলভি পদ হতে অবসর গ্রহণ করলে (১৯৫৫) তিনি অস্থায়ীভাবে উক্ত পদে মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৫৬ খৃ. ১ জুলাই তাঁর পদ স্থায়ী হয়। তখন হতে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ক দপ্তর পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। এসময় তিনি তাঁর বাকি লিখিত কাজ বেশিরভাগ শেষ করেন। তাঁর কর্তব্য ও নিষ্ঠার স্বীকৃতির কারণে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাকে আরো অতিরিক্ত তিন বছর উক্ত পদে দায়িত্বে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এতে রাজি হননি। তিনি ১৯৬৯ খৃ. ১ অক্টোবর সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।[২৩৪]

---

২৩২. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ও ৬৮।
২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ১৯৫৩ খৃ. ঢাকার সূত্রাপুর থানার মধ্যে কলুটোলা এলাকায় একটি বড় বাড়ি ক্রয় করেন। এ বাড়ির বিপরীত পার্শ্বে রাস্তার পাশে একটি মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। যা নির্মিত হয় ১৮২২ খৃ.। ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত মসজিদ এলাকায় হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ১৯৪৬ খৃ. সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু সন্ত্রসীরা মসজিদের মারাত্মক ক্ষতি করে, এমনকি এটাকে তারা অকেজো করে রাখার ষড়যন্ত্র করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর সে এলাকার হিন্দু অধিবাসীগণ ব্যাপক আকারে ভারতে পাড়ি জমায়। ঢাকায় আগমনের পর মুফতী সাহেব ১৯৪৮ খৃ. এ অপরিচ্ছন্ন মসজিদটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মসজিদে রীতি মত জুম্আ ও জামা'আত নামাজ পড়ার উপযোগী করে তোলেন। মুফতী সাহেব মসজিদটি 'নক্শে বন্দী মসজিদ' নামে নামকরণ করেন। যা আজো কালের কপোলতলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এ মসজিদের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২৩৫]

২৩৫. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, মুফতী *সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাসাউফ এর পথে মুফতী-এ-আযম

মুফতী-এ আযম সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল এহসান বারাকাতী রহ. একজন আলেম হলেও ইলমে তাসাউফে তাঁর দক্ষতা ছিল। জীবনের শুরুর দিকে তাঁর চাচা ও শ্বশুরের নিকট থেকে বিভিন্ন তরিকার ইজাজাত গ্রহণ করেন।[২৩৬] মুফতী সাহেব শৈববেই আবু মুহাম্মদ বারাকাত আলী শাহের রহ. নিকট ইলমে তাসাউফের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর সিলসিলা নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া হওয়ায় তিনি নামের শেষে 'নকশবন্দি' ও মুজাদ্দিদি সংযুক্ত করেন। বিংশ শতককের চল্লিশের দশকে সাফল্যের সাথে তাসাউফের সর্ব বিষয় আয়ত্ব করার ফলে তিনি খিলাফত ও ইজাযাত লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি বহুকাল তরিকতের কাজ পরিচালনার জন্য কোন খানকা প্রতিষ্ঠা করেননি ও কাউকে বায়আতও করেননি। কেউ তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাকে বায়আত করাতেন না বরং বলতেন যে, তিনি পির নন, তিনি একজন শিক্ষক ও মুফতি। বায়আত করানো পিরের কাজ। অবশেষে তাঁর সুহৃদ ও আধ্যাত্মিক পথের সতীর্থ নারিন্দার পির মাওলানা আব্দুস সালাম আহমেদের রহ. অহবানে তিনি ১৯৫৫ খৃ. নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তথা সিলসিলা-এ আলিয়া তরিকায় বায়আত করা শুরু করেন। বায়আত করার শুরুতে তিনি মহানবি (সা) থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত উক্ত সিলসিলার মুর্শিদগণের ধারাবাহিক নাম সম্বলিত শাজরা বা ব্যক্তি পরম্পরা লতিফা, ওয়াযিফা ও দু'আসহ নিম্নলিখিত বিষয়ে দীক্ষা দিতেন।[২৩৭]

ক. নিজের আকিদা[২৩৮] আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের[২৩৯] সামঞ্জস্য করা।

খ. নিজের অন্তরকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখা।

গ. শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মহানবি (সা) এর অনুসরণ করা।

---

২৩৬. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল *ইহসান* বারাকাতী, *সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ মাহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।
২৩৭. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।
২৩৮. অর্থ বিশ্বাস।
২৩৯. আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় রাসুল নবি কারিম সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবয়ে-তাবেয়িন, আউলিয়া কেরাম ও আহলে বাইতে রাসুলের পথ, মত, আদর্শ, আকিদা ও আমলের অনুসারীদেও নাম হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। সূত্র: অন লাইন ব্লগ থেকে।

তিনি তরিকতের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ভক্ত ও মুরিদগণকে সাক্ষাৎদান ও ওয়াযিফা ও জিক্‌র আযকার ইত্যাদি সম্পাদনে সুবিধার্থে ১৯৫৭ খৃ. ১৪ নভেম্বর কলুটোলার বাসভবনে একটি খান্‌কা প্রতিষ্ঠা করেন। এখনো সেখানে তাঁর ভক্ত ও মুরিদগণ সেখানে সমবেত হন এবং জিক্‌র আযকার লিপ্ত থাকেন। উক্ত খানকায় তিনি উপরিউক্ত কর্মসম্পাদনের পাশাপাশি আল-কুরআন, আল-হাদিস, তাসাউফ, আসার তথা তরিকার মহান বুযর্গগণের অসংখ্য ঘটনা হতে উদ্ধৃতিসহ মূল্যবান পাঠদান করতেন। এতে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বক্তৃতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তি হতে সতর্ক করে মুক্তির পথ প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের দিকে ডাকতেন।[২৪০] তাঁর উক্ত বক্তৃতামালার আলোকে প্রাপ্ত উপদেশসমূহ তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষার সারনির্যাস বা মর্মকথা নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয় অভিভাবক, মালিক ও মুখতার, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ও অধীন।
২. আল্লাহ্‌ প্রেমের পথে কোনরূপ অবহেলা করা যাবে না।
৩. স্বল্প-আহার, কম শয়ন, স্বল্প-কথা ও অল্প-মেলামেশা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
৪. যে আলিমকে দেখলে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মনে পড়ে তিনিই মহানবির সত্যিকারের অনুসারী প্রকৃত অলি বা ওয়ারিস-এ নবি।
৫. প্রত্যেক বৈধকাজ ও অভ্যাসে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা চাই।
৬. দিলকে সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যস্ত রাখা উচিত।
৭. সচ্চরিত্রবান হতে হবে এবং অসচ্চরিত্র পরিত্যাগ করতে হবে।
৮. শেষ রাতের নামাযের পর পাপমার্জনা ও প্রার্থনা করার অভ্যাস করতে হবে।
৯. অপরের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা ও ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে খোদার অনুগ্রহের শোকর গুজার হতে হবে।
১০. প্রধান ওযিফা হলো আল-কুরআন। এর মর্ম উপলব্ধি করে আমল করতে হবে।
১১. আত্ম-অহংকার পরিত্যাগ করে সবার সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে ও নিজেকে ছোট জ্ঞান করত আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করা উচিত।
১২. পরনিন্দা, ছিদ্রান্বেষণ, চুগলখোরী, মিথ্যা দোষারোপ ও মিথ্যা বলা ত্যাগ করতে হবে।
১৩. সুদৃঢ় ঈমান, সৎ আমল ও সর্বদা সময়নিষ্ঠ গুণ অর্জনের প্রতি সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে।
১৪. শরিয়াতের পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে, কেননা শরিয়াতের বিধি-বিধান পালন না করে কেউই তরিকত হতে উপকৃত হতে পারে না।
১৫. তরিকতের পথ আদব ও মহব্বতের সাথে সুন্নাতের অনুসরণ করেই এ পথ পাওয়া সম্ভব।
১৬. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণে থাকা উচিত। অন্তরের কালিমা দূর করার জন্য যিকরে রত থাকা।
১৭. নিজ পাপকে অধিক জ্ঞান করে ভীত সন্ত্রস্ত অন্তরে পরকালের প্রতি স্থির হতে হবে।
১৮. পৃথিবীর সবকিছু মানবকল্যাণের জন্য সৃষ্ট। মানুষ এ ধরায় রিক্ত হস্তে আসে আবার শূন্য হাতেই ফিরে যায়। শুধু তার সাথে যায় তার আমল বা কর্ম। দুনিয়ার প্রতিটি কর্মের জন্য মানুষকে পরকালে হিসাব দিতে হবে। সুতরাং মানুষ যেন দুনিয়ার দাস না হয়।

---

২৪০. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

মুফতী সাহেবের তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক পাঠের মর্মবাণী হলো আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসা, আবার তাঁর জন্যই শত্রুতা করা, আবার তাঁর জন্যই ঘৃণঅ করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সবকিছু নিবেদিত করা। তাঁর খানকায় আগত ভক্ত ও মুরিদগণকে পথ-নির্দেশের পাশাপাশি আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। এ শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ফলে খান্‌কায় আগত নানান রকমের মানুষের মধ্যে এক সার্বজনীন নির্মল ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

তিনি ঢাক ঢোল পিটিয়ে কাউকে মুরিদ করা বা খিলাফত প্রদান করা থেকে বিরত ছিলেন। তবে যারা তাঁর হাত ধরে বায়আত গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করত তাঁরা যিক্‌র আযকার, মোশাহিদা, মোরাকাবা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতেন। তারা তাঁর সাহচর্যে এসে সীমাহীন কল্যাণ ও বরকত হাসিল করতেন।[২৪১]

মুফতী সাহেব ছোট বেলা থেকেই এক আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ সবাই আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন, সুতরাং বলা যায় যে, তিনি বংশসূত্রে আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. সর্বপ্রথম সুফিমতে দীক্ষা লাভ করেন ১৯২১ খৃ.। তাঁর পিতার পির ও মুর্শিদ আবু মুহাম্মদ বারাকাত আলী শাহ্‌ রহ. তাকে প্রথম এ পথে দীক্ষা দেন। তাঁর ইন্তেকালের পর পাঞ্জাবের কুন্দিয়ানের পির মাওলানা সা'দ আহমদ শাহেব রহ. হাতে ১৯২৬-৩০ খৃ. মধ্যবর্তী সময় তিনি দ্বিতীয়বার বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর চাচা নিকট হতেও তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। এসব দীক্ষা গুরুর নিকট তিনি মুজাদ্দেদিয়া নকশে বন্দিয়া সুফি মতে বা আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষিত হন। তাঁর অনুসৃত সুফিমত 'সিলসিলা-এ খাজেগাঁ' নামেও পরিচিতি। এ ধারাটি চালু হয় ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও প্রসিদ্ধ সাহাবা সালমান ফারসি রা. হতে শুরু হয়ে খাজা বাহা উদ্দীন নকশেবন্দি পূর্ণতা লাভ করে।[২৪২]

২৪১. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।
২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

নকশাবন্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ চিত্রকর। এ তরিকার আবিষ্কারক প্রথম জীবনে হাঁড়িপাতিলের গায়ে চিত্র খোদাই করতেন। এ তরিকায় সাধনার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে একত্ববাদ মহান আল্লাহ তা'য়ালার চিত্রাঙ্কন হয়ে যায় বিধায় তরিকাটির এ নামকরণ স্বার্থক ও সফল হয়েছে। এ তরিকায় সাধনা করলে সাধকের হৃদয় গহীনে সত্যের পরিপূর্ণ ছাপ পড়ে যায়। এটার আবিষ্কারক মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ বাহা উদ্দীন আল-বুখারি (১৩৩১-১৩৮৯)। ইনি ১৩৩১ খৃ. বুখারার সন্নিকটে অবস্থিত 'কুশকে হিন্দুয়াঁ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাবা সাম্মাসী নামক এক পূণ্যবান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন আঠার বছর বয়সে এবং তাঁর নিকট সুফি মতে দীক্ষিত হন। এ সুফিমত সমরকন্দ ও বুখারায় বিস্তৃতি লাভ করে।[২৪৩]

মুফতী-এ আযম আমীমুল এহসান রহ.-এর জীবন, কর্ম, মন-মগজ মুজাদ্দিদ-এ আলফে সানী রহ. এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এ চিন্তা-ফিকির ও জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। তিনি বাংলাদেশে আত্মশুদ্ধি ও জ্ঞানার্জনের সমন্বয়ে 'আধ্যাত্মিকতা' শিক্ষার বাস্তব উপমা পেশ করেন। তিনি আমৃত্যু কথা ও কাজের সাথে মিল রেখে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, এর অন্বেষণ, গবেষণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যার ফলে আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে তৎকালীন মুফতী সাহেবে রহ. মত আর কেউ ছিল না। মুফতী সাহেব আধ্যাত্মিক শরাফাতের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী পূণ্যবাহী পূণ্যময় পারিবারিক আধ্যাত্মিক পরিবেশে বেড়ে উঠেন।

২৪৩. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

৭ম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত রচনাবলী

মুফতী-এ আযম আমীমুল এহসান রহ. হাদিস শিক্ষা প্রচার এবং হাদিস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, পুনরুদ্ধার ও সংকলন এসব মহৎ কাজের তিনি অন্যতম দাবীদার। মুফতী সাহেব ছিলেন এমনই ইলমের সাগর যাকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজ কুদরতে ইসলামের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান করেছেন। তাঁর আজীবন কর্ম-সাধনা এবং হাদিস সংকলন ও সম্পাদনা তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তিনি আমৃত্যু অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কিতাব রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। নিজ অর্থায়নে স্বরচিত অনেক গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকিও গ্রহণ করেন এবং এগুলো প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর বেশ কিছু পান্ডলিপি সময়ের অতল গহবরে ও নানা প্রতিকলতার কারণে সেগুলো অপ্রকাশিত থেকে যায়। তাঁর রচিত কিতাবগুলো তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও জ্ঞান-গভীরতার উজ্জ্বল নিদর্শন।[২৪৪]

(১) ايات نصر

(২) اسماءالمدليسن

(৩) الاستهلال بمسائل الهلال

(৪) الاستبشار عن معجزات النبي

(৫) العشرة المهدية

(৬) الايذان و التبشير

(৭) الخطبات لجمعات

(৮) الافصاح عن نور الايضاح

(৯) الاربعسن فى الصلوة على النبى

(১০) اتحاف الاشراف (داكا-غير مذكور-১৩৬৮/১৯৪৮

(১১) حسن الاخطاب فيما ورد فى الخضاب

(১২) اداب المفتى –(داكا عالية -১৩৮১/১৯৬১

২৪৪. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

(১৩) لب الاصول (داكا: قران منزل , غير مذكور)

(১৪)[২৪৫] ميزان الاخبار - (كلكتة غير مذكور , ১৯৪৪م/১৩৬৪

(১৫) التنوير فى اصول التفسير –(كلكته: غير مذكور১৯৬১

(১৬) التشرف الادات التصرف- (داكا : غيرمذكور ১৯৫৪/১৩৮৪

(১৭) التعريفات الفقهية-(داكا-: مدرسة عالية ১৯৬১ /১৩৮১

(১৮) اوجز السير-(كلكته: غير مذكور ১৯৪৫/১৩৬৫

(১৯) حواشى السعدى (كلكته: غير مذكور১৯৪৮/১৩৬৮

(২০) شجرة شريفة (داكا مفتى منزل –غيرمذكور

(২১) فقه السنن والاثار(داكا كلكتة حاجى سعيد ১৯৪০/ ১৩০৯

(২২) منة البارى (كلكتة : حاجى سعيد , ১৯৪৪/১৩৮৪

(২৩) اصول الامام الكرخى- –(داكا عالية -১৯২১م/১৩৮১

(২৪) قواعد الفقهية – (داكا:مدرسة عالية -১৯৬১/১৩০৯

(২৫) اصول الامام الكرخى -–(داكا عالية -১৯২১م/১৩৮১

২৪৫. *'মিযানুল আখবার'* হাদিসের মূলনীতি বিষয়ক একটি কিতাব। মুফতী সাহেব এ কিতাবে হাদিসের মূলনীতিসহ হানাফিদের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করেছেন।

মুফতী সাহেব রহ. নিম্ন লিখিত রচনাগুলো বিভিন্ন সময় রচনা করেন। যা তার লেখনি শক্তি আরো শানিত হতে থাকে।[২৪৬]

Government of East Bengal, Education Depertment No 1456 End. Dated Dhaka, the 6th May 1955.

1. Education Directorate, East Pakistan, Notification no 61 S.P.L. Dated the 30th Dec. 1964.
2. Director of Public Isntruction, Bengal, Calcutta, Letter No. 507. Dated the 27th August 1945.19
3. Government of East Bengal, Education Depertment No 6055 End. Dated Dhaka, the 10th August, 1956.
4. Education Directorate, East Pakistan, Notification no 17 S.P.L. Dated the 30th Dec. G68.
5. Government of the Bengal, Directorate of Education, Calcutta, No 4376(2) A. Dated the 21 September, 1946.
6. Condidential Report (S.P.L) from Dated the 27th March G45.
7. Government of East Pakistan. Office of the Registerar East Pakistan Madrasa Education Board. Dhaka, Memo No. 4688-89/4-7. Dated the 25th March 1990.
8. Director of Public Isntruction, Bengal, Calcutta, Memo No. 363. (5) A. Dated the 2nd November 1945.
9. Director of Public Isntruction, Bengal, Memo No. 140 (21) A. Dated the Bapari the 12th January 1943.
10. Pay Bill, East Bengal, form No. 2428, Audit No. iii/59.
11. Medical Certificate OD health of condidater for imployment under Goverment, Eye infomary Medical College Hospital Calcutta, Dated 7th August 1943. Statement, aiv, Ag. A. G. E. B. E. B. No GAD/ 1468
12. Memo No 3362 A.Dated Rajshahi. The 3rd September, 1943.
13. Memo No M.1011/4A/5 -- the 27th October, 1943.
14. Memo No 2842/S. ---Dhaka. The 17th May, 1955.
15. Memo No 1456 edn.Dhaka Dated the 6th May, 1956.
16. Memo No 3991 A.Dated Calcutta. The 29th November, 1945. Direenof publie instruction, Bangal.

---

২৪৬. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯ ও ৩৭০।

৮ম পরিচ্ছেদ

স্বভাব-চরিত্র

শৈশব হতে মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। ছোটবেলায় ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা ও চাল-চলনে তিনি অন্যান্য সাধারণ শিশু অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন। তাঁর জন্মগত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ফলে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবতা তাঁর ব্যক্তিত্বে ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে। এধারা অবলম্বন করেই তাঁর বাল্য, কৈশর ও শিক্ষাজীবন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।[২৪৭]

তিনি সবার আগে সালাম দিতেন, কারো সালামের অপেক্ষায় থাকতেন না। কাউকে তিনি নাম ধওে ডাকতেন না। তিনি কাজের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তিনি ছিলেন সদালাপি। তাঁর ওয়াজ নসিহত কখনো দীর্ঘ হত না, যা মানুষের কষ্টের কারণ হয়। তিনি তাঁর ওয়াজের সারমর্ম আগে তুলে ধরতেন।[২৪৮]

২৪৭. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
২৪৮. গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার: সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী (পরিচালক- মুফতী আমীমুল এহসান রহ. একাডেমী), সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৫ এপ্রিল ২০১৯।

৯ম পরিচ্ছেদ

মুফতী আমীমুল এহসানের রহ. কতিপয় ছাত্র ও তাদের পরিচয়

মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর ক্লাসে বসে অগণিত লোক জ্ঞানার্জন করে উপকৃত হন। দেশ-বিদেশে তাঁর গুণগ্রাহী অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। এরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে নিয়োজিত আছেন। তাঁর ছাত্রগণ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, চিন্তাবিদ, মুফতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা হিসেবে বেশ সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত আছেন।[২৪৯] নিম্নে বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নামের পরিচিতি দেওয়া হল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক) ড. এম. এ গফুর (১৯৩১-১৯৯৪)
এম.এম (কলকাতা), এম. এ (ঢাকা), পি. এইচ. ডি (হামবুর্গ)
প্রাক্তন প্রফেসর, আরবী ও ফার্সী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (জন্ম ১৯৩৬ খ্রি.)
এম. এম. (ঢাকা), (আরবী লাহোর), পি. এইচ. ডি (লাহোর)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
উঁচুদরের গবেষক, গ্রন্থকার, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।

গ) ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ (জন্ম ১৯৩২ খ্রি.)
এম. এম. (কলকাতা), এম. এ. (উর্দু, ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগ)
পি. এইচ. ডি (ঢাকা)
প্রাক্তন প্রফেসর, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

---

২৪৯. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

ঘ) ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান
এম. এম. (ঢাকা), এম. এ. (আরবী ঢাকা), পি. এইচ. ডি (লন্ডন)

প্রফেসর, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উন্নতমানের গবেষক, গ্রন্থকার, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ।

ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ঙ) মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম এম. এম. (ঢাকা)
খতিব-লালবাগ শাহী মসজিদ, বিশিষ্ট আলিম, মুফাস্সির, ইসলামী গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক,

ওয়ায়েয ও শিক্ষাবিদ।

চ) ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী
এম. এম. (ঢাকা), এম. এ. ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী (ঢাকা), পি. এইচ. ডি. (লন্ডন)

প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

সেক্রেটারি ইন্টারন্যাশনাল ফিলোসফিক্যাল এসোসিয়েশান-ঢাকা, সদস্য-বোর্ড অব গভর্নরস ইসলামিক

ফাউন্ডেশন, বিশেষজ্ঞ সদস্য-এথনিক্যাল কমিটি বাংলাদেশ কেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, আজীবন সদস্য-

বাংলা একাডেমি এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য- আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সমিতি 'ইসলাম ও পাশ্চত্য'- জেনেভা।

ছ)মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন খান
এম. এম. (ঢাকা), এম. এ (ইসলামিক স্টাডিজ)

প্রাক্তন পরিচালক- গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-ঢাকা,

বিশিষ্ট গবেষক, অনুবাদক, বেতার ও টিভি ভাষ্যকার, মুফাস্সির ও শিক্ষাবিদ।

জ) মাওলানা নযরে ইমাম এম. এম. (ঢাকা)

পীর সাহেব নারিন্দা, ঢাকা।

ঝ)মাওলানা মহীউদ্দীন খান এম. এম. (ঢাকা)
সম্পাদক: মাসিক মদিনা, ইসলামী রাজনীতিবিদ, গবেষক,

অনুবাদক, বক্তা ও গ্রন্থপ্রণেতা।[২৫০]

২৫০. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

ঞ)মাওলানা এ. কে. এম. মাহবূবুল হক এম. এম. (ঢাকা)
প্রাক্তন মাওলানা মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।

ট)মাওলানা আব্দুল মান্নান এম. এম. (ঢাকা)
সভাপতি, বাংলাদেশ জামিআতুল মুদারিরসীন, প্রাক্তন ধর্মমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
মহাপরিচালক, ইনাকলাব গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স।

ঠ)মাওলান লোকমান আহমদ আমীমী এম. এম. (ঢাকা)
ভাষা সৈনিক (৫২), খতিব, মুহাম্মদপুর জামে মসইজদ, ধর্ম শিক্ষক- ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ,
জীবনীকার, গ্রন্থকার, বক্তা ও আলিম।

ড) ড. আবু বকর রফিক আহমদ (জন্ম-১৯৫০)
এম. এম. (ঢাকা), ডিপ-ইন উর্দু (ঢাকা), এম. এ. (ঢাকা) পি. এইচ. ডি. (কুয়ালালামপুর)
উপ-উপাচার্য- আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়- চট্টগ্রাম, গবেষক, অনুবাদক,
সাহিত্য সম্পাদক ও কৃতি শিক্ষাবিদ।

ঢ) ড. আনোয়ারুল হক খতীবি (জন্ম ১৯৫১ খ্রি.)
এম. এম. (ঢাকা), ডিপ-ইন উর্দু (ঢাকা), এম. এ. (ঢাকা) পি. এইচ. ডি. (চট্টগ্রাম)
প্রফেসর-আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
গবেষক, অনুবাদক, গ্রন্থপ্রণেতা ও শিক্ষাবিদ।

ণ) ড. আ. র. ম. আলী হায়দার (জন্ম-১৯৪৬ খ্রি.)
এম. এফ. (ঢাকা), এম. এ (ইসলামিক স্টাডিজ-ঢাকা), পি.এইচ. ডি (ঢাকা)
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, লেখক, প্রন্থণেতা,
পির, কৃতি শিক্ষাবিদ।[২৫১]

২৫১. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২ ও ৭৩।

ত) খালিদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী এম. এম (ঢাকা)
কলামিস্ট- দৈনিক ইনকিলাব।

থ) মাওলানা সালাহ উদ্দীন এম. এম. (ঢাকা)
প্রধান তাফসির বিভাগ, মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া ঢাকা।

মুফাস্‌সির, বক্তা, টিভি ও বেতার ভাষ্যকার ও শিক্ষাবিদ।

দ) মাওলানা আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ
এম. এম. (ঢাকা), এম. এ. (ইসলামিক স্টাডিজ-ঢাকা)

খতীব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,

সভাপতি- বাংলাদেশ মসজিদ মিশন-চট্টগ্রাম, বক্তা, আলিম, গ্রন্থকার, সংগঠক ও শিক্ষাবিদ।

ধ)মুন্সি আব্দুল মান্নান এম. এম. (ঢাকা)
কলামিস্ট- দৈনিক ইনকিলাব।

ন) মাওলানা আব্দুর রহীম এম. এম. (ঢাকা)
শিক্ষক, মাদ্‌রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।[২৫২]

২৫২. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।

১০ম পরিচ্ছেদ

দুই বাংলায় ইমামতির গৌরব অর্জন

মুফতী সাহেব রহ. এতোই জ্ঞান অর্জন করেন যে, কলকাতার বৃহত্তর নাখোদা মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কালক্রমে এ মসজিদ ও দারুল ইফতা সারা বাংলায় ধর্মীয় যোগাযোগের কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি অবিভক্ত বাংলার ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি রূপেও গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালে মুফতী আমীমুল ইহ্সান উক্ত মসজিদের সহকারী ইমাম ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে আসীন হন। ১৯৩৫ সাল হতে তিনি দারুল ইফতার জ্ঞান প্রসারের পাশাপাশি ব্যাপক ফাতওয়া দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তার সুনাম সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[২৫৩]

নাখোদা মসজিদে ইমামতি, মাদ্রাসা ও দারুল ইফতায় কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর বিখ্যাত হাদিস সংকলন 'ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার' সম্পাদনা করেন। এ সময় তিনি নানান ধর্ম হতে ইসলামে দীক্ষিত নওমুসলিম গণের জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব পালনসহ ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় চার হাজারেরও অধিক বিধর্মী নর-নারী ইসলামে দীক্ষিত হন।[২৫৪]

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ১৯৫৫ সালে পুরান পল্টন ময়দানে (বর্তমানে আউটার স্টেডিয়াম) অবস্থিত পূর্বপাকিস্তানের জাতীয় ইদগাহের ইমামতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৬৪ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমিটি সর্বসম্মতভাবে তাকে 'খতীব' মনোনিত করেন। কালক্রমে এ মসজিদ পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ধর্মীয় মিলনকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একে কেন্দ্র করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এবং বিভিন্নমুখী ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। কালক্রমে এ সংস্থা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিতরণ ও গ্রন্থ প্রকাশের কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করে।[২৫৫]

---

২৫৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী, *সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ মাহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
২৫৪. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
২৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. প্রতি শুক্রবার বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও ঈদের দিন খুতবা প্রদান করতেন। খুতবা প্রদানের পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের সরল বঙ্গানুবাদ পড়ে শোনানো হত। তাঁর খুতবাগুলো প্রাঞ্জল, সহজ ও সাবলিল আরবি ভাষায় খুব হৃদয়স্পর্শী ছিল। খুতবার মান ও গুণগতভাবে ছিল খুব বিন্যস্ত ও উচ্চমানের। সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে তাঁর ভাষণগুলো রচিত হত। আবেদনমূলক আয়াত-হাদিসের বাণী দিয়ে এসব ভাষণ সাজানো থাকত। আলোচ্য বিষয়বস্তু থাকত চরিত্র শিক্ষা, আত্ম-গঠন, সৎকর্মে উৎসাহ ও অসৎকাজ হতে বিরত রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এ ভাষণগুলো শুনে সবাই মুগ্ধ হতেন।

ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পরামর্শ এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯৭৪ সালে ২২ অক্টোবর চার মাসের ছুটি নিয়ে বায়তুল মুকাররম ছেড়ে আসেন। ছুটি নেয়ার ৫ দিন পর তিনি ইহকাল ত্যাগ করে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।[২৫৬]

২৫৬. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১১তম পরিচ্ছেদ

বংশ তালিকা

হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান বারকাতী রহ.-এর নসবনামা বা বংশ পরিচয়।[২৫৭]

১. হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান বারকাতী রহ.
২. ইবনে মৌলবী আবুল আযিম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান রহ.
৩. ইবনে সাইয়্যেদ নূবুল হাফেয আল-কাদেরী রহ.
৪. ইবনে সাইয়্যেদ মীর শাহমত আলী রহ.
৫. ইবনে মাওলানা সাইয়্যেদ মীর মোযাফ্ফর আলী রহ.
৬. ইবনে সাইয়্যেদ মীর সাবের আলী রহ.
৭. ইবনে সাইয়্যেদ মীর গোলাম আলী রহ.
৮. ইবনে সাইয়্যেদ মীর ওয়াহেদ হোসাইন রহ.
৯. ইবনে সাইয়্যেদ জীরগ রহ.
১০. ইবনে সাইয়্যেদ বুকন উদ্দিন রহ.
১১. ইবনে সাইয়্যেদ শাহ জামালুদ্দীন রহ.
১২. ইবনে সাইয়্যেদ আহমদ জাজনেরী রহ.
১৩. ইবনে আমিবুল হজ্জ সাইয়্যেদ বদবুদ্দিন মাদানী রহ.
১৪. ইবনে সাইয়্যেদ আলী মাসউদ মাদানী রহ.
১৫. ইবনে সাইয়্যেদ আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইব্রাহীম রহ.
১৬. ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ ফেরাস রহ.
১৭. ইবনে সাইয়্যেদ আবুল ফারাহ রহ.
১৮. ইবনে সাইয়্যেদ দাউদ বুজুর্গ রহ.
১৯. ইবনে সাইয়্যেদ জায়েদুল জিন্দি রহ.
২০. ইবনে সাইয়্যেদ আবুল হাসান ফারেস রহ.
২১. ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আকবর রহ.
২২. ইবনে সাইয়্যেদ ওমর রহ.
২৩. ইবনে সাইয়্যেদ আলী আদান রহ.
২৪. ইবনে সাইয়্যেদ আশরাফ রহ.
২৫. ইবনে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ রহ.
২৬. ইবনে ইমাম যায়েদ রহ. (শহীদ ১২১ হি.)
২৭. ইবনে ইমাম আলী যয়নুল আবেদিন রহ.
২৮. ইবনে সাইয়্যেদ শুহাদা ইমাম হোসাইন রা.
২৯. ইবনে আবুল ইলম আসাদুল্লাহিল গালিব আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী হায়দার ইবনে আবী তালিব কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহ (রা.) ওয়া সায়্যেদাতুন নেসা আহলুল জান্নাহ ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.) বতুল বিনতে রাসুলে রাব্বিল আলামীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতিমুন নাবিয়ীন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)।

---

২৫৭. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী, *সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ মাহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

১২তম পরিচ্ছেদ

তার খলিফাবৃন্দ

হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল এহসান বারকাতী রহ.-এর খলিফাবৃন্দ।[২৫৮]

১. আলহাজ্ব সাইয়্যেদ নোমান বারাকাতী রহ. (মেজ ভাই)
২. আলহাজ্ব মাওলানা কাজী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ গোফরান বারাকাতী রহ. (ছোট ভাই)
৩. মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ ইমরান রহ. (চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি)
৪. আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ মুসলিম আমীমী রহ. (জামাতা)
৫. আলহাজ্ব মাওলানা সালেম ওয়াহেদী রহ. (ভাগ্নে)
৬. আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল গণি রহ.
৭. মাওলানা আব্দুল কাদের রহ.
৮. আলহাজ্ব মোহাম্মদ মইজ-উদ্দিন রহ.
৯. আলহাজ্ব আজিজ আহমদ রহ.
১০. আলহাজ্ব হাফেজ আব্দুল হাকেম রহ.
১১. আলহাজ্ব মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমী রহ.
১২. আলহাজ্ব কারী মোহাম্মদ আবিদ রহ.
১৩. আলহাজ্ব ডাঃ মনসুর রহমান রহ.
১৪. আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মুনয়েম রহ.
১৫. জনাব ফজলে এলাহী রহ.

২৫৮. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী, *সিরাজাম মুনীরা ও মিলাদ মাহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১৩তম পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. শেষ জীবনে বেশি বেশি করে জিকির আসগর করতেন। ফজরের নামাজ পড়ে বসে থাকতেন এবং ইশরাকের নামাজ পড়ে তারপর অন্য কাজে বের হতেন। তিনি ইবাদাতে মশগুল থাকার পাশাপাশি লেখালেখি করে সময় কাটাতেন। [২৫৯]

১৯৬৪ খ্রি. বায়তুল মুকাররম মসজিদ প্রতিষ্ঠা হলে তাকে খতিব হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মসজিদ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কিছু দিনের জন্য ছুটি নেন এবং এই ছুটি তাঁর জীবনের শেষ ছুটি হয়।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ১০ শাওয়াল, ১৩৯৪ হি. মোতাবেক ২৭ অক্টোবর, ১৯৭৪ খ্রি. রোজ রবিবার এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। ইসলামের এ রাহবার ইন্তেকাল করায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। [২৬০] তাকে কলুটোলা মসজিদের একপাশে সমাহিত করা হয়।

---

২৫৯. গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার: সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতী (পরিচালক- মুফতী আমীমুল এহসান রহ. একাডেমী), সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৫ এপ্রিল ২০১৯।

২৬০. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহছান (রহ.) আধ্যাত্মিক জীবন* (চট্টগ্রাম: চন্দনাইশ, মাওলানা মঞ্জিল, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ২০।

পঞ্চম অধ্যায়: আজিজুল হকের (রহ.) সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

১ম পরিচ্ছেদ: সমকালীন রাজনীতি ও আজিজুল হক

২য় পরিচ্ছেদ: ধর্মীয় দল ও আজিজুল হক

৩য় পরিচ্ছেদ: ধর্মীয় সংস্কারে আজিজুল হক

পঞ্চম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

সমকালীন রাজনীতি ও আজিজুল হক

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন ভারত উপমহাদেশের অন্যতম হাদিস বিশারদ। তিনি একাধারে আলেম, গবেষক, অনুবাদক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, আদর্শ সংগঠক, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, অতুলনীয় বাগ্মী ও ইসলামি সাহিত্যিক। পড়ার টেবিলে তিনি একজন যোগ্য শিক্ষক। রাজনৈতিক মঞ্চে একজন যোগ্য অভিভাবক, রাজপথে নির্ভিক সিপাহসালার, মিছিলের মধ্যমণি, মজলিসের মুকুট। সমকালীন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির মধ্যে এতোগুলো গুণের সমাহার খুব কম লোকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর মতো দৃঢ় নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি রাজনীতির ময়দানে খুব কম আছে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত ছিল-বাবরী মসজিদ সংরক্ষণের দাবিতে আহুত ঐতিহাসিক লংমার্চ। এই লংমার্চ আল্লামা আজিজুল হক রহ.-কে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছেন। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বর্বর সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ববাদের পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন আল্লামা আজিজুল হক। তাঁর এ ঐতিহাসিক লংমার্চ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[২৬১]

আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন সমকালীন আলেমগণের মধ্যে আকাবিরদের যোগ্য প্রতিচ্ছবি। জাতি গঠনে তিনি তালিম তরবিয়্যত শিক্ষা দিচ্ছেন অপরদিকে রাজনীতির মাঠে নেতৃত্ব গড়ে তুলছেন। একদিকে হাদিসের দরসে শাইখুল হাদীস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর, অপরদিকে রাজপথে তিনি বাতিলে হুঙ্কার। একজন আল্লাহ প্রেমিক হিসেবে তাহাজ্জুদের জায়নামাজে তিনি দন্ডায়মান, তেমনি ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্বে একজন যোগ্য নেতা। রাজনীতির কারণে তিনি কখনো আদর্শচ্যুত হননি। দীনের পথে থেকেছেন অবিচল। অনেকে রাজনৈতিক নোংরা খেলায় নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন না কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি উলামায়ে কেরামের রাজনীতির ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন। দরসেও থাকতে হবে রাজনীতির ময়দানেও থাকতে হবে। রাজনীতি থেকে উলামায়ে কেরাম আলাদা থাকতে পারবে না। এটাই ছিল শাইখুল হাদীসের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২৬২]

---

২৬১. সৈয়দ শামসুল হুদা, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
২৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর রাজনীতির ব্যাপারে সবচেয়ে অবদান আলেম সমাজকে রাজনৈতিক ময়দানে উপস্থিত করা। যেটা হাফেজ্জী হুজুর রহ. সময় শুরু হলেও সময় স্বল্পতার কারণে তা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। কিন্তু আল্লামা আজিজুল হক রহ. পাঠকক্ষে দরসে হাদিসের পাশাপাশি রাজনীতির দরসও দিয়েছেন আলেম সমাজকে । তাঁর এ রাজনীতির দরস যদি আলেম সমাজ ধওে না রাখে তাহলে ভবিষ্যতে হক কথা বলার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আলেম সমাজের মাঝে যদি জড়তা একবার ভর করে তাহলে এর চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু নেই। তারা সমাজের অন্যায় দেখেও না দেখার ভান করবে। বর্তমানে সেই রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজ শাইখুল হাদীস রহ. এ ধরার মাঝে নেই কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ রেখে গেছেন। সেটা রক্ষা করা বর্তমান আলেম সমাজের অন্যতম প্রধান কাজ।[২৬৩]

বর্তমান সময়েও ইসলামি রাজনীতি করছেন আলেম সমাজ কিন্তু সেটা যার যার মত করে। শাইখুল হাদীস রহ. রাজনীতি করতেন একটা প্লাটফর্মে সকল আলেম সমাজকে আনার জন্য। নেতৃত্বের গতিশীলতা আনার জন্য মজবুতভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে। ইসলামে দায়সারা রাজনীতি করার সুযোগ নেই। রাজনীতি মানে সমাজ সম্পৃক্ততা। উলামায়ে কেরাম সমাজের প্রতিটি সেক্টরে মিশে যেতে হবে, মানুষের সাথে হতে হবে ঘনিষ্ট। আচার আচরণে সর্বোচ্চ ব্যবহার দেখাতে হবে। রাজনীতির মাঠে গতি সৃষ্টিকারী একজন নেতার বড়ই প্রয়োজন। বর্তমানে আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর একজন শাইখুল হাদীস খুব প্রয়োজন। যিনি সমাজকে সঠিক পথ দেখাবেন। জাতি গঠনে ভূমিকা রাখবে।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর রাজনৈতিক জীবন এতোটাই সফল ও বর্ণাঢ্য যে, অনেকে মনে করেন তিনি একজন রাজনীতিবিদ। অনেকের কাছে মিডিয়ার লাইম লাইটে থাকা এ পরিচয় ঢেকে দেয় তার নিজস্ব স্বকীয়তা, মনে হয় তিনি একজন সফল নেতা সফল রাজনীতিবিদ। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি একজন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ, বিশিষ্ট আরবি ও বাংলা সাহিত্যিক, বিশিষ্ট অনুবাদক, জ্ঞানতাপস, প্রখ্যাত ওয়ায়েজিন, তাসাউফের স্তরে একজন মহান সাধক। কিন্তু সব পরিচয় ছাপিয়ে যে পরিচয়টি তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে তা হল একজন সংগ্রামী নেতা, রাজপথের অতন্দ্র প্রহরী। বাতিলের হৃদপিন্ডে কম্পনসৃষ্টিকারী মূর্তিমান এক আতঙ্কের নাম শাইখুল হাদীস রহ.।[২৬৪]

---

২৬৩. সৈয়দ শামসুল হুদা, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
২৬৪. মোহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর সংগ্রামী জীবনের ওপর দৃষ্টিপাত করলে যে বিষয়টি ফুটে উঠবে তা হল বাবরী মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্দোলন। গোটা মুসলমানের পক্ষে এত ছোট একটি রাষ্ট্রের একজন নেতা হিসেবে ভারতের মত পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণের অক্ষরে লেখা থাকবে। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদ তো সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। কিন্তু শাইখুল হাদীস রহ. যেভাবে প্রতিবাদ করেছেন তা বিশ্ববাসী অবাক চোখে দেখেছে।[২৬৫]

মূলত: বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। তখন বৃটিশ-বিরোধী সভা-সমিতির পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করতেন। সদর সাহেব হুজুর রহ.-এর সঙ্গে একই মঞ্চে রাজনীতি করেছেন।[২৬৬]

তিনি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য কখনো বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করতেন না। তিনি কথা বলতেন চিন্তা ভাবনা করে। তিনি আন্দোলন করতেন শান্তির জন্য, সংঘর্ষেও জন নয়। বিশ্বজুড়ে মিডিয়া যখন জঙ্গি জঙ্গি বলে ইসলামকে মিলানোর চেষ্টা করছে তখনও তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন অস্ত্রের জোরে, পেশি শক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য গুণেই সাদরে তা গ্রহণ করেছে। তওবার রাজনীতির মাধ্যমে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার এক মহতী আন্দোলন সূচনা করেন মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.। যার তাত্ত্বিক ও বাস্তব রূপকার ছিলেন আল্লামা আজিজুল হক রহ.। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।[২৬৭]

শাইখুল হাদীস যেমন ছিলেন জাতি গঠনে মহান উস্তাদ তেমনি রাজপথের সিপাহসালার। সে জন্য তাকে মিথ্যা মামলার জন্য জেল খাটতে হয়েছে। তিনি জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন; তিনি কত ভয়, হুমকি, অত্যাচার-নির্যাতন সয়েছেন; কিন্তু নীতি ও আদর্শের জায়গা থেকে এক চুলও নড়েন নি। আদর্শের জায়গা থেকে পিছপা হননি। সকল ধরণের দেশ, জাতি ও খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়ে তুলে তিনি মুসলমানদের স্বকীয় জাতিসত্তা বিকাশের গৌরবময় অবদান রেখেছেন।[২৬৮]

---

২৬৫. মোহাম্মদ এহসানুল হক, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
২৬৬. মাওলানা লিয়াকত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
২৬৭. এ কে এম বদরুদ্দোজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
২৬৮. সমর ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

শাইখুল হাদীস রহ. ছিলেন একজন আপসহীন সাহসী নেতা। বাতিল এবং খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ধর্ম এবং দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত। দেশ-বিদেশ যেখানেই যখন ইসলামের ওপর আঘাত এসেছে সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মের ব্যাপারে তিনি কখনো আপস করেননি। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন একজন ন্যায়নীতিবান রাজনীতিবিদ। প্রচলিত ধারার রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন- "প্রচলিত পদ্ধতিতে কেয়ামত পর্যন্তও যদি ক্ষমতার হাত বদল হয়, তবুও জনতার মুক্তি আসবে না।" তিনি নেতার নয় নীতির পরিবর্তন চেয়েছেন। তিনি বলতেন, "শুধু নেতার পরিবর্তন আর ক্ষমতার বদল হলেই শান্তি আসবে না, বিগত দিনে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকেই আমরা বহুবার তাঁর প্রমাণ পেয়েছি।"[২৬৯]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। সবসময় মসলিম সমাজের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য অটুট থাকুক সেটাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতি ছিল তাঁর জীবনের একটি বড় স্বপ্ন। তিনি এদেশের আলেম সমাজের মাঝে ঐক্য গড়ে তুলতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। যেকোন আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি থাকতেন সম্মুখ সারিতে। কর্মীদের আন্দোলনে এগিয়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়ার মত ব্যক্তি তিনি নন। তিনি ছিলেন সুশৃঙ্খল ব্যক্তি। কেউ যদি রাজনীতিতে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতেন তিনি তা মেনে নিতে পারতেন না। তিনি নিজেও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করেছেন। কখনো এর ব্যত্যয় ঘটেনি।[২৭০]

তিনি মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী রহ.-এর সাথে একই প্লাটফর্মে রাজনীতি করেছেন। হাফেজ্জী রহ. যেখানে সফরে যেতেন শাইখুল হাদীস রহ. কে সাথে রাখতেন। ১৯৮৫ সালে লন্ডনের মুসলিম ইনস্টিউটের আমন্ত্রণে তিনি হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর সফর সঙ্গী ও মুখপাত্র হয়ে লন্ডন সফরে যান এবং সারা বিশ্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক মহাসমাবেশে হাফেজ্জী হুজুরের রহ. পক্ষ থেকে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য শুনে বিশ্ব নেতারা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষণে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ব মুসলিম নেতারা স্ব স্ব দেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওয়াদা করেন। সেখানকার স্থানীয় মুসলিম ভাইদের আমন্ত্রণে বিভিন্ন মসজিদে তিনি হাফেজ্জী হুজুরের রহ. পক্ষ থেকে খেলাফত আন্দোলনের আহবান জনান ও শাখা গঠন করেন।[২৭১]

---

২৬৯. মুফতী ওমর ফারুক সন্দ্বীপী, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।
২৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
২৭১. অধ্যাপক আখতার ফারুক, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

১৯৯৬ সালে নাস্তিক মুরতাদ কর্তৃক মহানবি হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর ব্যাপারে লাঞ্চনা ও অবমাননাকর মন্তব্যের কারণে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এ নেতৃত্বে ও আহবানে দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এর ফলে নাস্তিক মুরতাদরা সাবধান হয়ে যায় এবং তাদের সকল দুর্বল ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়।[২৭২]

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় সময়ই মুসলিমদের উপর চোরা গুপ্তা হামলা চালাত। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে তৎকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার বাসিন্দা মুসলিম হত্যাকারী শীর্ষ সন্ত্রাসী ও বিদ্রোহী সন্তু লারমার সাথে সেখানকার মুসলমানদের স্বার্থের কথা না ভেবে তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন করায় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম মুখী লংমার্চ ও মহাবেশের ডাক দেন। তাঁর এ লংমার্চের ফলে মুসলমানরা উৎসাহিত হয় এবং শান্তি চুক্তির কার্যকারিতা অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে।[২৭৩]

শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ. ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সক্রিয় ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেন। মুসলিম লীগ তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে অংশ নেন। তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের ইসলাম পরিপপন্থী পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[২৭৪]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন একজন সফল রাজনীতিবিদ। তিনি জীবনের বেলাভূমিতে এসেও তাঁর ধারাবাহিক কাজ হাদিসের দরসে নিয়মিত পাঠদান, ছুটে চলেছেন রাত জাগা পাখির ন্যায় ওয়াজ মাহফিলে এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য মাদরাসা। ইসলামি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

---

২৭২. অধ্যাপক আখতার ফারুক, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।
২৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।
২৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।

বাংলাদেশের আলেম সমাজ রাজনীতির সম্পৃক্ততা বেশি পছন্দ করতেন না। তাঁরা মূলত মসজিদ-মাদরাসা, খানকা নিয়ে সময় কাটাতেন। অরাজনৈতিক পরিবেশে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বাইরে দীনের খেদমত ও ইসলামি শিক্ষা প্রসারে তাদের অবস্থান থাকায় সমাজে তাদের সকলেই শ্রদ্ধারচোখে দেখতেন। তবে রাষ্ট্রের বাস্তব সমস্যার সমাধানে তাঁরা না থাকায় রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত কম। এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলমাপন্থী লোকের অভাব দেখা দেয় প্রকট আকারে। হাফেজ্জী হুজুর রহ. রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনেন।[২৭৫]

হযরত মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর হাত ধরে আলেম সমাজের মাঝে রাজনীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. প্রথম পর্যায় শুধু অধ্যাপনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলামি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। অধ্যাপনার সময় তিনি অসংখ্য যোগ্য আলেম তৈরি করতে সক্ষম হন। এসব আলেমও প্রথম দিকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও পরবর্তীতে তাঁরই মতো রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন শাইখুল হাদীস রহ. ।[২৭৬]

ইসলাম শুধু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলতে শুধু ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক জীবনই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নও যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনের অন্তর্ভূক্ত এই উপলব্ধি থেকেই আশির দশকে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় হন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর রাজনীতিতে যে কয়জন সাড়া দিয়েছেন তাদের মধ্যে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. অন্যতম।

হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর মত আল্লামা আজিজুল হক রহ.ও শুরু থেকেই শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করে অসংখ্য যোগ্য আলেম সৃষ্টি করেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হলেও দীনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্র থেকে কখনো বিরত থাকেননি। এর কারণে দরসদানের ময়দানের পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনেও সমানতালে ভূমিকা রেখেছেন।[২৭৭]

---

২৭৫. অধ্যাপক আবদুল গফুর, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
২৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০।
২৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দীনি রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ জন্য আলেমকুল শিরোমনি ও মুর্শেদ হযরত শাহ মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহ. শাইখুল হাদীস রহ. কে দীনি রাজনীতি করার অনুমতি নয় শুধু, বরং উৎসাহই প্রদান করেছেন। তিনি শাইখকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, "রাজনীতিও দীনি খেদমত।" তিনি আরো বলেন, "তোমরা সম্ভাব্য সকল প্রকারে দীনি রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা করবে।"[২৭৮]

এ দেশের সকল আলেমের মধ্যমণি শামসুল হক রহ. বহু মাদরাসার প্রিন্সিপাল থাকা অবস্থায়ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকেননি। তিনি একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁরই যোগ্য উত্তরসুরী হিসেবে শাইখুল হাদীস রহ. রাজনীতিতে বিরাট অবদান রেখেছেন। ইসলামি রাজনীতিতে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রেখেছেন। নিজের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়েছেন। তাঁরই পদঙ্ক অনুসরণ করে বহু আলেম রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের শত্রুদের নিবৃত করতে হলে এককভাবে রাজনীতি করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়; তাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন ইসলামি ঐক্যজোট।

যারা দরস ও তাদরিসে থেকে বড় আলেম হয়েছেন তারাই সর্বাপেক্ষা বড় ইসলামি রাজনীতিবিদ হন। মাওলানা শামছুল হক রহ. রাজনীতির পাশাপাশি মাদরাসায় অধ্যাপনাও করেছেন নিয়মিত। তিনি যদি শুধু রাজনীতি করতেন তাহলে তাঁর স্থানে আর কে ছিল যে মাদরাসায় সেই ঘাটতি পূরণ করবে? হযরত আল্লামা যাফর আহমদ উছমানী রহ.ও রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু তিনি নিয়মিত তালিম তরবিয়ত চালিয়ে গেছেন। এ দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মাওলানা আতহার আলী সাহেব রহ. সারা জীবন রাজনীতি করেছেন। কিন্তু তিনিও কখনো রাজনীতির জন্য মাদরাসা ছেড়ে যাননি। বললে অত্যক্তি হবে না যে, এ দেশে জাতীয় নেতা হওয়ার মত শত শত যোগ্য আলেম আছেন। তারা যদি মাদরাসার খেদমত ছেড়ে দিয়ে রাজনীতি করেন তাতে মাদরাসা শিক্ষার বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না। হাতে গোনা যে কয়জন জাতীয় নেতা হতে পেরেছেন তাদের মধ্যে হযরত শাইখুল হাদীস রহ. অন্যতম। তাঁর সমকক্ষ আলেম বর্তমানে আছে বলে মনে হয় না। তাঁর মত নির্লোভ ব্যক্তি বর্তমান রাজনীতিতে নেই বললে চলে! শাইখের মত ইসলামি রাজনীতি করার মত দু:সাহসী নেতা এখন বড়ই প্রয়োজন।[২৭৯]

---

২৭৮. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫।
২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শাইখুল হাদীস রহ.-এর কুরবানি অতুলনীয়। তিনি এক ইদের খুতবায় বলেন, "যেভাবে দুনিয়াতে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাসুল (সা:) রক্ত দিয়েছিলেন। তেমনি সেই ইসলামকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনে আমাদের রক্ত দান করতে হবে।" ইসলামি রাজনীতির কারণে ইসলামের শত্রুরা তাকে অস্বাভাবিক নির্যাতন করেছে। পুলিশ হত্যার মত মিথ্যা মামলার প্রধান আসামী করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে অকল্পনীয় জুলুম নির্যাতন করেছে। অশীতিপর বৃদ্ধ দেশবরেণ্য আলেমে দীনের উপর এমন নির্যাতনের কথা শোনে দেশ-বিদেশে এমন কি আরাফার ময়দানে পর্যন্ত তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়।[২৮০]

বিশ শতকের গোড়ার দিকে শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের রহ. জন্ম বিধায়, বাল্যকালে ও যৌবনে তিনি রাজনীতি দেখেছেন এবং করেছেনও। তিনি মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কোন রাজনীতি করেননি। তিনি কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে মুসলিম লীগ তথা ইসলাম পন্থী রাজনীনিতিতে সক্রিয় হন। মুসলিম জাতিকে বিশ্বের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ইসলামি পুনর্জাগরণী আন্দোলনের মাধ্যমে করা সম্ভব। এ বিশ্বাস বুকে ধারণ করেই রাজনীতি করতেন শাইখুল হাদীস আজিজুল হক.। আল্লামা আজিজুল হক রহ. ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর জীবনে ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি এবং রাজনীতিও অন্যতম অবশ্য পালনীয় নীতি হিসেবে গৃহীত।[২৮১]

লালবাগ কেল্লার ভিতরের মসজিদে শাইখুল হাদীস রহ. জুমার নামাজ পড়াতেন। তাঁর খুতবা শুনার জন্য মসজিদে প্রচন্ড ভিড় হত। খোলাফত আন্দোলনের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সে সমাবেশে শাইখুল হাদীস রহ. রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিলেন- "বাংলাদেশে যে সম্পদ রয়েছে সে সম্পদ যদি সুষ্ঠুভাবে ও ইনসাফের ভিত্তিতে বন্টিত ও পরিচালিত হয় তবে দেশে কোন অভাব অনটন বা কোন দিক দিয়ে সংকট থাকবে না।" তাঁর এ চ্যালেঞ্জ পত্র পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয় এবং দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এর ফলে সাংবাদিক ও ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা তাকে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবেও উল্লেখ করতেন।[২৮২]

---

২৮০. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭।
২৮১. প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০১।
২৮২. জুবাইর আহমদ আশরাফ, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

২য় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় দল ও আজিজুল হক

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ওয়াজ নসিহতের পাশাপাশি রাজনীতিতে অসামান্য অবদান রেখেছেন । ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পিছনে বিরাট ভূমিকা রাখেন। এ সময় সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসলামের গৌরব প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলন-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন শাইখুল হাদীস রহ.। তরুণ আলেমে দীন হিসেবে শাইখুল হাদীস রহ. পৃথক ইসলামি রাষ্ট্র[২৮৩] প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আকাবিরদের[২৮৪] সঙ্গী হয়ে ময়দানে কাজ করেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশেষত মাওলানা আতহার আলী রহ.[২৮৫] ও আকাবির ওলামায়ে হকের নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম পার্টি[২৮৬] গঠিত হলে শাইখুল হাদীস রহ.-এর কার্যকারী সদস্য হিসেবে সারাদেশে সফর করেন এবং নেজামে ইসলামের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।[২৮৭]

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খান[২৮৮] ইসলাম বিরোধী পরিবার পরিকল্পনা আইন পাস করলে সারা পাকিস্তান জুড়ে তার বিরুদ্ধে ইসলামি জনতার ব্যাপক বিক্ষোভ পালিত হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনকে তোয়াক্কা না করে সদর সাহেব হুজুর রহ.-এর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে। উক্ত আন্দোলনেও শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ. বিরাট ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ চব্বিশ বছর আকাবিরদের সঙ্গে আন্দোলন সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশ

---

২৮৩. একপ্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে সরকারের কার্যের প্রথম ভিত্তি হল শরিয়াহ। ইসলামের সূচনাকাল থেকে অনেকগুলো ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিভাষা হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্র শব্দটির ব্যবহার বিংশ মতাব্দী থেকে শুরু হয়।

২৮৪. শব্দটি উর্দু ভাষা থেকে এসেছে। অর্থ বড় ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত ব্যক্তি। ফরীযুল লুগাত, পৃ. ১০৬, প্রকাশনায় ফীরূয সন্স, প্রথম প্রকাশ ২০১২ খ্রি.।

২৮৫. মাওলানা আতাহার আলী ছিলেন একজন বাঙালী ইসলামি চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য। তিনি ১৮৯১ সালে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিলেটের বিয়ানীবাজারের ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভি আজিম খান। তথ্য সূত্র: অনলাইন উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

২৮৬. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, যার পূর্বনাম ছিল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি। বাংলাদেশের ও উপমহাদেশের একমাত্র একটি ঐতিহ্যবাঞ্জী ইসলামি রাজনৈতিক দল। দলটি ২০ মার্চ ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সূত্র: অনলাইন উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

২৮৭. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, "মাসিক রহমানী পয়গাম" প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

২৮৮. মোহাম্মাদ আইয়ুব খান (১৪ মে ১৯০৭-১৯ এপ্রিল ১৯৭৪) পাকিস্তানের একজন সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পর থেকে আইয়ুব খান প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বৈরীপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন এবং সেনাবাহিনীর তৎকালীন সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে নিযুক্ত করেন করেন; ২৭ অক্টোবর আইয়ুব মির্জাকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে নিজে রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব তাঁর ১১ বছরের রাষ্ট্রপতিত্বেও অবসান ঘটান পদটি থেকে পদত্যাগ করে। সূত্র: অনলাইন উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

প্রতিষ্ঠার পরে ইসলামের পক্ষে যখন যেভাবে রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার প্রয়োজন শাইখুল হাদীস রহ. তখনই সেইভাবে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।[২৮৯]

স্বাধীন বাংলাদেশে ওলামায়ে কেরামের প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ[২৯০] এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন শাইখুল হাদীস রহ.। পরবর্তীতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে হাফেজ্জী হুজুর রহ. রাজনীতির মাঠে নামলে শাইখুল হাদীস রহ. তাঁর দক্ষিণ হস্ত ও সিনিয়র নায়েবে আমিররূপে বিশাল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের খেলাফত আন্দোলনের[২৯১] সূচনা হয়েছিল। সেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. নিজের শিষ্য ও ছাত্রের নাম উল্লেখ করেন (শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ.)। কিন্তু শাইখুল হাদীস রহ. ও তাঁর অন্যান্য সাথীবর্গ হাফেজ্জী হুজুর রহ. কেই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার জন্য জোর দাবি জানান। অবশেষে হাফেজ্জী হুজুর রহ. রাজি হন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। শাইখুল হাদীস রহ. খেলাফত আন্দোলনের সকল কর্মকান্ডে প্রধান মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন। খেলাফত আন্দোলনে বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও হাফেজ্জী হুজুরের রহ. আন্দোলনে শরিক হয়ে ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস খেলাফত আন্দোলনের আন্দোলন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।[২৯২]

১৯৮৭ সালে মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. মৃত্যুবরণ করলে খেলাফত আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ১৯৮৯ ইং সালে 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' নামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে দেশে ইসলামি আন্দোলনের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি ইসলামি আন্দোলন সংগ্রামে সব সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. ও হাফেজ্জী হুজুরের রহ. এর রাজনৈতিক যোগ্য উত্তরসূরি। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক. তাদের সহযোগী হিসেবে আন্দোলন সংগ্রামে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন।[২৯৩]

---

২৮৯. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

২৯০. ১৯১৯ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ ইসলামি রাজনীতি দল জমিয়তের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন উপমহাদেশ কেন্দ্রিক এ দলের নাম ছিল জমিয়তে উলামা হিন্দ। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান গঠন হলে এর নাম জমিয়তে উলামা পাকিস্তান হয়। এরপর যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে তখন একক ইসলামি দল হিসেবে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ এর যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বেই যখন দেশের পরিস্থিতি উত্তাল তখন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান গঠন করা হয়। যা পরবর্তীতে জমিয়তে উরামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ নামে নামকরণ করা হয়। সূত্রঃ অনলাইন উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

২৯১. ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে হাফেজ্জী হুজুরের রহ. নেতৃত্বে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৯২. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ নাগরিক কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর[২৯৪] চরম বিতর্কিত 'স্যাটানিক ভার্সেস'[২৯৫] গ্রন্থে ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা[২৯৬] সা. ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে কূটক্তি ও লাঞ্চনাকর মন্তব্য করলে সারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের ঝড় উঠে। গোটা দুনিয়াজুড়ে বিক্ষোভ হয়েছিল। সেই বিক্ষোভের অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও শাইখুল হাদীস রহ.-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ পালন করা হয়। বিক্ষোভের ফলে সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ আসলে দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়।[২৯৭]

চারশত বছরের পুরনো ঐতিহাসিক অযোধ্যার বাবরী মসজিদ[২৯৮] উগ্রবাদী হিন্দুদের কর্তৃক ধ্বংস করা হলে সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। প্রতিবেশী মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মুসলিম সমাজ তখন এই অসভ্যতা ও উগ্রতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রণী ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর এই সাহসী ভূমিকার পিছনে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন শাইখুল হাদীস আজিজুল রহ.। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠে গড়ে উঠেছিল বিশাল লং মার্চ । সেদিন গোটা মুসলিম বিশ্ব অবাক চোখে দেখেছিল শাইখুল হাদীস রহ. কী করতে পারেন।[২৯৯]

যখনই এ দেশে ইসলামের উপর আক্রমণ হয়েছে তখনই তিনি বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন। ইসলাম বিদ্বেষী সরকার শিখা চিরন্তন ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি নির্মাণ শুরু করে শিরকের মত অপসংস্কৃতি চালু করতে চাইলে প্রতিবাদ করেন আল্লামা আজিজুল হক রহ.। সর্বোচ্চ আদালত থেকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ফতোয়া নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করলে তার বিরুদ্ধেও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। খ্রিস্টান মিশনারীরা মানব সেবার আড়ালে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা চালালে সারা দেশে শাইখুল হাদীস রহ. তাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ইসলামি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তোলেন ইসলামী ঐক্যজোট[৩০০]।[৩০১]

---

২৯৪. আহমেদ সালমান রুশদি (জন্ম: ১৯ জুন ১৯৪৭) একজন ব্রিটিশ ভারতীয় ঔপান্যাসিক ও প্রাবন্ধিক।

২৯৫. গ্রন্থটি সালমান রুশদিও চতুর্থ উপন্যাস যা ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর কিছুটা ইসলাম ধর্মেও প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদ সা. এর জীবনী থেকে অনুপ্রাণিত। তার পূর্বেও বইয়ের মত এতেও রুশদি জাদু বাস্তবতাবাদ ব্যবহার করেছেন এবং সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষের সাহায্যে তার চরিত্রগুলো তৈরি করেছেন। বইয়ের নামটি তথাকথিত স্যাটানিক ভার্স বা শয়তানের বাণী-কে নির্দেশ করে। সূত্র: অনলাইন উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

২৯৬. তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবি। তিনি ৫৭০ খ্রি. মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ও মাতা আমেনা।

২৯৭. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২৯৮. বাবরি মসজিদ ছিল ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরের রামকোট হিলের উপর অবস্থিহ একটি প্রাচীন মসজিদ।

২৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৩০০. ইসলামী ঐক্যজোটের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর।

৩০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন মূলত ইলমে লাইনের লোক। দীনের কোন ক্ষতি হবে আজিজুল হক রহ. বসে থাকবেন তা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। সেই চেতনা থেকেই তিনি ইলমি মশগুল মসনদ থেকে আন্দোলন-সংগ্রামের ময়দানে ছুটে এসেছেন। তাঁর অগ্রণী ভূমিকার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রভাবশালী ব্যক্তি বানিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর হুঙ্কারে বাতিলের মসনদ কেঁপে উঠত। ইসলামের উপর কোন হামলা হামলা হলে তিনি সর্বদা প্রতিবাদিও ভূমিকায় থাকতেন। তিনি রাজনীতি করেছেন ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতা আনার জন্য। কখনো ক্ষমতা করার মন মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাঁর রাজনীতির মূল দর্শন ছিল ইসলামের গৌরব রক্ষার । এ জন্য দেশে ইসলাম বিরোধী কোন ষড়যন্ত্র হলে ইসলাম বিদ্বেষীরাও শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের রহ.-এর কথা স্মরণ রাখতে বাধ্য হত।[৩০২]

সর্বপোরি শাইখুল হাদীস রহ. তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশে সকল আলেম উলামার নিকট ন্যায়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের ওপর আম জনতা থেকে শুরু করে আলেম উলামা সকলের আস্থা ছিল। তাঁর সমালোচকরাও পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বেও ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে পারেননি। তিনি কোন ইসলামি আন্দোলনের আহবান করলে সকলে তাঁর ডাকে নিসঙ্কচিত্তে একযোগে সাড়া দিতেন।[৩০৩]

এদেশের ইসলামি আন্দেলনের প্রাণপুরুষ হাফেজ্জী হুজুর রহ. যেই রাজনীতির সূচনা করেছিলেন সেই রাজনীতির প্রায় তিন যুগ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যিনি আলেমদের সংসদ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন তিনি শাইখুল হাদীস ছাড়া আর কেউ নন। বাংলাদেশে বর্তমানে যতগুলো ইসলামি সংগঠন হিসেবে কাজ করছে তাঁর প্রায় সবগুলির নেতৃত্বে কোন না কোন এক সময় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ. এমন একটি জনপ্রিয় নাম। হাজার হাজার আলেম ও জনসাধারণের মুখে মুখে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। ধ্বনিত হয়েছে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত। শাইখুল হাদীস রহ. বাংলাদেশের রাজনীতির ইতহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যতদিন এদেশে ইসলাম থাকবে ততদিন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নাম উচ্চারিত হতে থাকবে।[৩০৪]

---

৩০২. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৩০৪. মোহম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

৩য় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় সংস্কারে আজিজুল হক

পৃথিবীর শুরু থেকে নবি ও রাসুলের আগমণের সাথে সাথে ধর্মীয় কাজের ব্যাপকতা ঘটেছে। আর সেটা পূর্ণতা লাভ করেছে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর সময়। শৈশবে তিনি হিলফুল ফুযুল[৩০৫] গঠন করে সেবামূলক কাজে অবদান রেখেছেন। তিনি নবুয়ত[৩০৬] প্রাপ্ত হলে তাঁর কাজের পরিধি আরো বেড়ে যায়। নবুওয়তের ধারাকে অব্যাহত রাখার এই মহান কাজে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। অন্যরা যখন দুনিয়াবী চিন্তায়রত তখন তিনি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সদা প্রস্তুত।

মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ব্যতীত বুখারি শরিফের মত মহা গ্রন্থ অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশী সময় ধরে পাঠদান করা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এটা যে কারো জীবনে এক বিরল ঘটনা। এটা বাহুবলে অর্জন সম্ভব না। শুধুমাত্র আল্লাহ যাকে এই নিয়ামত দান করেছেন একমাত্র তিনিই এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।[৩০৭]

ছাত্রবস্থায় তিনি মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. এর তত্ত্বাবধানে কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত শিখেছেন। মক্তবের ছাত্রদের একত্র করে তিনি তেলাওয়াত করতেন আর সদর সাহেব হুজুর রহ. তা অবলোকন করতেন। সেই থেকে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তার আকর্ষণ রয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে গোটা পরিবারকে যেন একটা মক্তব ও হিফজ খানায় পরিণত করেছেন। তার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনীদের মধ্যে ৫০জনের বেশী হাফেজে কুরআন তৈরি হয়েছে। তাছাড়া তিনি অসংখ্য মক্তব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। জামিয়া রাহমানিয়া[৩০৮] প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অসাধারণ কীর্তি।[৩০৯]

---

৩০৫. শব্দটির অর্থ হল কল্যাণের শপথ। এই সংঘ মহানবির সা. এর চিন্তার ফল। এর অবস্থান ছিল মক্কা শহরে।
৩০৬. অর্থ পয়গম্বরি, নবীত্ব। এক নবির পর আরেক নবির নবিরাসুল আগমণের ক্রমধারাকে নবুওয়াত বলে।
৩০৭. মাওলানা শফিকুল ইসলাম, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।
৩০৮. জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া হল কওমি মাদরাসা ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার অধিকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬ সালে শাইখুল হাদীস রহ. ঢাকার মোহাম্মদপুরে প্রতিষ্ঠা করেন।
৩০৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০-১৩১।

তাযকিয়াতুন নফস তথা আত্মশুদ্ধি ব্যতীত কোন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে না। এটি প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য জরুরি। আলেম-উলামাদের জন্য আরো জরুরি। প্রত্যেক নবি রাসুল এই কাজটি গুরুত্ব সহকারে আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা নবি রাসুলকে এই দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লামা আজিজুল হক রহ. তাযকিয়ার সকল সবক নিয়েছেন সদও সাহেব্ হুজুরের নিকট হতে। অতপর মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নিকট বায়াত[৩১০] গ্রহণ করেছেন।[৩১১] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'নিশ্চয়ই সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধ হয়।'[৩১২]

শাইখুল হাদীস রহ. দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। দীনের কিছু আবশ্যকীয় বিষয়কে তিনি এমনভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভূলণ্ঠিত হচ্ছিল। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফেতনার মুকাবেলা করেছেন। মুসলিম সমাজকে তিনি ইমানি চেতনায় জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি মানুষকে আত্মার পরিশুদ্ধি লাভের জন্য সর্বদা চেষ্টা করেছেন। তিনি মানুষের ভিতরের পশুত্বকে দাফন করেছেন। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে জীবনকে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন আত্মার চিকিৎসক। তিনি শিরক[৩১৩], বেদআত[৩১৪] ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি রাজপথে আন্দোলনের পাশাপাশি দীনি শিক্ষার সংস্কারেও ব্যাপক ভূমকিা পালন করেছেন।[৩১৫]

শাইখুল হাদীস রহ. ছিলেন দীনের একজন অক্লান্ত দা'য়ি। তিনি ইসলামের পথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে দীনের পথে পুরোপুরি প্রবেশ করতে বলতেন। তিনি দীন এবং দুনিয়াকে কখনো আলাদাভাবে দেখতেন না। দীন এবং দুনিয়াকে আলাদা করার ফলে ইসলামকে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি থেকে বিদায় করার চেষ্টা চলছে। অথচ এসব কিছুই দীন ইসলামের বিষয়বস্তু। তিনি একজন উচ্চমানের উত্তম আবেদ। তাঁর জীবনে কোন নামাজ কাযা হয়নি। তিনি কোন জামাতে নামাজ পড়া ত্যাগ করেননি। তিনি সবসময় জিকিওে রত থাকতেন। কোথাও সফরে বের হলে জিকির করতে করতে সময় পার করতেন। অনর্থক কোন কথা বলতেন না।[৩১৬]

---

৩১০. আনুগত্যের চুক্তি, আনুষ্ঠানিক আনুগত্য, আনুগত্যের শপথ ইত্যাদি।
৩১১. মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৩১২. আল-কুরআন: *সুরা আ'লা:* আয়াত নং-১৪।
৩১৩. রব ও ইলাহ হিসেবে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করার নাম শিরক।
৩১৪. অর্থ নতুন পদ্ধতি, নিয়ম বের করা, আগের নমুনা ছাড়া নতুন কোন বস্তু বানানো। শরিয়তের পরিভাষায় এর সজ্ঞায় বলা হয়েছে, এমন বিষয় উদ্ভাবন করা যা নবি কারিম সা.-এর জাহেরি হায়াতে ছিল না। সূত্র: ইউকিপিডিয়া মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে।
৩১৫. মুফতী ওমর ফারুক সন্দ্বীপী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
৩১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

সুশিক্ষাই না পেলে মানুষ আর পশুর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। নৈতিক শিক্ষার অভাবে মানুষ যে কোন খারাপ কাজ নির্দিধায় করতে পারে। এসব চিন্তা ফিকির থেকেই শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ধর্মীয় সংস্কারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয়েছে বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিষ্ঠায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়। কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতির জন্য তিনি চরম কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আওয়ামী লীগ[৩১৭] সরকার দাওরা হাদীস[৩১৮]কে মাস্টার্স এর সমমান মর্যাদা প্রদান করেছে। বর্তমানে তার সুফল ভোগ করছে কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।[৩১৯]

শিশুদের মাঝে প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা পৌছে দেওয়ার জন্য শাইখুল হাদীস রহ.-এর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআনির মক্তব[৩২০] চালু করার চিন্তা করছিলেন। বিদেশী এন.জি.ও-র প্রভাব থেকে এদেশের সন্তানদের রক্ষার জন্য তিনি নিরব বিপ্লব করেছেন। নৈতিকতাহীন সেক্যুলার শিক্ষা[৩২১] ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি ইসলামি শিক্ষা বাস্তবায়নে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন।[৩২২]

তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন জামেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া। এটা শুধু মা'রেফাত আর আধ্যাত্মিক মারকাজই[৩২৩] নয়, বরং সহীহ দীন শিক্ষার বিশাল ক্যাম্পাস। এই প্রতিষ্টানটি এখন মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তিনি তৈরি করেছেন হাজার হাজার কুরআন প্রেমিক। সমাজের কল্যাণ কামনায় শাইখুল হাদীস রহ. গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা ও মক্তব। মানুষ হিসেবে তিনি ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন, এমনটি নয়। তিনি বারবার তাঁর অনুসারী এবং উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলতেন, "আমার যদি কোন ভুল হয়, আপনারা তা বলে দেবেন।" এমন কথা বলা সত্যিই মহানুভবতার পরিচয় দেয়।[৩২৪]

---

৩১৭. ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পুরান ঢাকার কে. এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে আত্ম প্রকাশ ঘটে আওয়ামী লীগের।
৩১৮. কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ সনদ পরীক্ষা।
৩১৯. মুফতী ওমর ফারুক সন্দ্বীপী, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৩২০. শিশুদের পড়া, লেখা, ব্যাকরণ ও ইসলামি বিষয়াদি শিক্ষাদান এর মূল কাজ হলেও অন্যান্য ব্যবহারিক ও তাত্বিক বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ শতকের আগ পর্যন্ত মক্তব মুসলিম বিশ্বে জনশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিল। সূত্র: ইউকিপিডিয়া মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে।
৩২১. ধর্মহীনতা বা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষা।
৩২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৩২৩. অর্থ হচ্ছে-কেন্দ্র
৩২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হকের অবদান

১ম পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) বুখারি শরিফের অনুবাদের পটভূমি

২য় পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদের অগ্রদূত

৩য় পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) বুখারি শরিফের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

৪র্থ পরিচ্ছেদ : আল্লামা আজিজুল হকের (রহ.) হাদিস চর্চা সাধনা ও অবদান

১ম পরিচ্ছেদ

আল্লামা আজিজুল হকের রহ. বুখারি শরিফ অনুবাদের পটভূমি

লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়ার মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আল্লামা শামসুল হক ফদিপুরী রহ. তাঁর প্রিয়তম ছাত্র ও শাগরেদ আজিজুল হকের মাধ্যমে যাতে বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ কর্ম সম্পাদন হয় সে জন্য তিনি পবিত্র মক্কা মদিনায় বিনয় সহকারে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন । আল্লাহ তায়ালা এ প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ১৯৫৭ সালে লিখিত বুখারি শরিফের ভূমিকায় আল্লামা শামসুল হক ফরিদপরী রহ. আল্লামা আজিজুল হকের রহ.-কে মূল্যায়ন করে যে ভূমিকা লিখেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।[৩২৫] শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বলেন, প্রায় ১০ বছর পূর্বে আমি বুখারি শরিফের অনুবাদের জন্য একটি ভূমিকা লিখেছিলাম, কিন্তুবুখারি শরিফের তরজমার কাজে হাত দিতে সাহস করিনি। দেশের ও জাতির চাহিদা অতি বেশি, প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সে জন্য বারাংবার মনে ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু সাহস পাইনি। ক্ষুধার্ত যদি সুখাদ্য না পায়, তবে শেষে অখাদ্য নিয়ে বসে আছে-এই ভাবনা মনে মনে ব্যথিত কিন্তু এত বড় বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার ন্যায় কাজে হাত দিতে সাহস পাইনি।[৩২৬]

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. আরো বলেন, 'আমার পরম দোস্ত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের দরজা আল্লাহ বুলন্দ করে দিন। তিনি অনেক বড় কাজে হাত দিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী, তিনি বাস্তবে এই যোগ্যতা রাখেন। আমার জানা মতে বর্তমান যুগে বাংলাদেশে তার চেয়ে অধিক যত্নসহকারে বুখারি শরিফ বুঝে আর কেউ পড়েনি এবং বুখারি শরিফের খিদমতও এতোবেশি কেউ করেনি না। কাজেই তার যোগ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করেছি, মক্কা শরিফে গিয়ে মাতাফে, হাতিমে, মাকামে ইব্রাহীমে প্রার্থনা করেছি, মদিনা শরিফের রওজা পাকে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছি এই বিরাট খিদমত আল্লাহ পাক তার দ্বারা কবুল করুন এবং বাংলার মুসলমানদের প্রয়োজন মিটান। হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর এই করুন দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে। [৩২৭]

---

৩২৫. অধ্যাপক আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

৩২৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭-১৮।

৩২৭. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।

আল্লামা আজিজুল হকের রহ. জীবদ্দশায় বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ ব্যাপক পাঠক প্রিয়তার ফলে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরি এর দ্বাদশ সংস্করণ বের করেছে। ষাটের দশকে আল্লামা আজিজুল হক রহ. বাংলা ভাষায় বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদে যখন এগিয়ে আসেন তখন এই দেশের আলেমগনের বাংলা চর্চায় তেমন অগগ্রতি ছিলনা। তারা বাংলার চেয়ে উর্দু ভাষাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। বুখারি শরিফের বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস মাতৃভাষার প্রতি শাইখুল হাদীসের গভীর অনুরাগের পরিচয় মেলে। কারণ তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভিনদেশী ভাষার জ্ঞান চর্চা ও সাধনার দ্বারা স্বদেশী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বঞ্চিত থেকে যাবে। অপরদিকে ঐতিহ্য ও বিশ্বজনীনতার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ভাষা। আধুনিক বাংলার অন্যতম পথিকৃত উইলিয়াম কেরীর মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য- "বাংলাভাষা ভারতীয় অন্যান্য সব প্রচলিত ভাষার চেয়ে সর্বোতভাবে শ্রেষ্ঠ, এটা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"[৩২৮]

ভাষা ব্যবহার, বাক্য গঠন, বাক্য রীতি ও বানান পদ্ধতি সব সময় পরিবর্তনশীল। বিগত দু'শ বছরে বাংলা ভাষার রূপ ও বানান এমনভাবে পরিবর্তন হয়েছে যে, তা আগে কল্পনা করাও ছিল কঠিন। পঞ্চাশ বছর আগে লিখিত বুখারি শরিফের ভাষার প্রয়োগ, শব্দ চয়ন, বাক্য বিন্যাস এবং বর্তমানের ভাষার রূপ চেহেরায় পার্থক্য এসেছে স্বাভাবিকতার পথ ধরে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের পাঠকের মানস ও রুচির দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞ অনুবাদকসহ একটি শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে সাত খন্ডের বাংলা বুখারি শরিফের আদ্যন্ত সম্পাদনা করা হলে অনাগত দিন গুলোতে এর আবেদন অব্যাহত থাকবে কালজয়ী অনুবাদ কর্মরূপে।[৩২৯]

বাংলাভাষী মুসলমানদের উপর শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের রহ. একটি অনাদায়ী ঋণ রয়েছে। তা হল তিনি বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম জাতির সম্মুখে পেশ করেছেন। আজ অনেকেই এ কাজ করছেন এবং ভবিষ্যতেও এ মহৎ কাজ করবেন। কিন্তু যিনি প্রথম করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই প্রাপ্য।[৩৩০]

---

৩২৮. অধ্যাপক আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।
৩২৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।
৩৩০. মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।

সর্বোচ্চ প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ সহিহ আল-বুখারির এগার খন্ডে বাংলায় অনুবাদ ও ভাষ্য শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অসাধারণ ও অমর কীর্তি। বাংলা ভাষায় এটাই সর্বপ্রথম বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদ। কেবল বঙ্গানুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বলা যায় এটা একটা বিশ্লেষণধর্মী বঙ্গানুবাদ। পঞ্চম খন্ডটা সিরাতুন্নবি সংকলনরূপে তিনি তৈরি করেছেন। অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ থেকে তথ্য উপাত্ত এনে তিনি এটাকে প্রামাণিক করার চেষ্টা চালিয়েছেন। এটাই এ খন্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৩৩১]

ভারতের সুরাটে ডাভিলস্থ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় পড়ার সময় শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. সহিহ বুখারির বিভিন্ন হাদিসের যে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন আল্লামা আজিজুল হক রহ. সাথে সাথে তা নোট করতেন এবং পরবর্তী সময়ে হাদিসের ব্যাখ্যা সম্বলিত নোট তাকে দেখিয়ে সংশোধন করে নিতেন। এভাবে তিনি ছাত্রাবস্থায় ১৮০০পৃষ্ঠার বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখে ফেলেন উর্দু ভাষায়। বর্তমান তা পাকিস্তানে মুদ্রিত হয়ে সুধী ও আলেমগণের নিকট বেশ সমাদৃত। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এই ব্যাখ্যা গ্রন্থের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও যুক্তির কারণে বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বুখারি শরিফের বাংলা ভাষ্যে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ., আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. ও আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর ফয়েজ, বরকত ও চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।[৩৩২]

বুখারি শরিফের ভূমিকায় শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বলেন, "মহাগ্রন্থ বুখারি শরিফ বিশ্ববাসীর অন্তরে যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, উহা তাহার বাস্তব মর্যাদার কিয়দাংশ মাত্র। কিন্তু আমি অধমের জ্ঞানবিন্দু যে, সেই কিয়দাংশের মর্যাদানুপাতিক পিপাসাটুকু মিটাইতেও কোন সাহায্য করিতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় নরাধমের পক্ষে বুখারি শরিফ অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া মন্ত্র না জানিয়া সাপের গর্তে হাত দেওয়া এরই শামিল"। মহান আল্লাহ পাক এমন কতিপয় মহামনীষীর অছিলা তাকে প্রদান করেছেন যারা এই ময়দানের দার্শনিক এবং অপরাজেয় বীরপুরুষ। তন্মধ্যে শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর নিকট বুখারি শরিফ অধ্যায়নের জন্য শাইখুল হাদীস রহ. বাংলাদেশ হতে সুদূর মুম্বাইের নিকটবর্তী ডাভেলস্থ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় যান। ঐ সময় উস্তাদের বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখা ও অমূল্য বর্ণনাসমূহকে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর দেওবন্দস্থিত তার বাসভবনে তারই সংস্পর্শে ঐ পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন কার্য্য সমাধা করেন।[৩৩৩]

---

৩৩১. ড. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৩৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২ ও ৭৩।
৩৩৩. শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ., *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২১ ও ২২২।

এভাবে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. সে তাকরির সম্পাদনা করে নিজের জন্য এক কপি রেখেছিলেন। ইতোমধ্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল। আল্লামা উসমানী রহ. চলে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাওলানা আজিজুল হক রহ. আসলেন পূর্ব পাকিস্তানে। লিখিত তাকরিরের মূল কপি (একটি অংশ) আল্লামা উসমানী রহ. এর নিকটেই রয়ে গেল। রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে হযরত আল্লামা উসমানী রহ. নযরে ছানীর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন কিনা বা কতটুকু অংশ সম্পন্ন হয়েছিল তা জানা নেই। যাই হোক অল্প কিছুদিনের মধ্যে হযরতের ইন্তেকালের ফলে তাকরিরের পান্ডুলিপি হযরতের এক ভাই ফজল আহমদ সাহেব পেয়ে গেলেন। তিনি আলেম না থাকার জন্য এর মূল্য তিনি বুঝতে পারেননি। মাওলানা কাজী আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট পাণ্ডুলিপির তথ্য পৌছালে তিনি চার হাজার রুপির বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে খরিদ করে নেন।[৩৩৪]

কাযী সাহেব কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে 'ফজলুল বারী' নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। কিন্তু দুই খন্ড প্রকাশিত হওয়ার পর কোন এক অজানা কারণে কাযী সাহেব এর প্রকাশনা স্থগিত করে দিলেন। নামাজ অধ্যায় শুরু হওয়ার পূর্বেই তায়াম্মুমের অধ্যায়ের মাধ্যমে 'ফজলুল বারী'র সমাপ্তির সাথে প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে গেল। এ তাকরিরের হকদারের নিকট পৌঁছার জন্য হয়তো এমনটা ঘটেছে। কাযী সাহেব যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ করতেন তাহলে এর প্রকৃত হকদার বঞ্চিত হত । তাছাড়াও কাযী সাহেব এর পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ফলে মূল তাকরিরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছিল এবং এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছিল এ থেকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন।[৩৩৫]

শাইখুল হাদীস আল্লামা সলীমুল্লাহ খান বলেন, "ফজলুল বারী প্রকাশের সময় কাযী সাহেব আমাকে কিছু মন্তব্য লেখার অনুরোধ করলে আমি আমার বক্তব্যে লিখেছিলাম এ তাকরির মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের হাতের লেখা, মাওলানা আব্দুল ওহীদ ফাতহপুরীর নয় যেমনটি মাওলানা মনযূর সাহেব 'ফজলুল বারী' সম্পর্কে নিজ বাণীতে উল্লেখ করেছেন"।[৩৩৬]

---

৩৩৪. শায়খুল হাদীস আল্লামা সলীমুল্লামহ খান, ভাষান্তর: মাওলানা মামুনুল হক, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯ ও ২০।

৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ২০।

৩৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ২০।

পরবর্তীতে এইচ.এম. সাঈদ কোম্পানি থেকে মাওলানা আব্দুল ওহীদ ফাতাহপুরী কর্তৃক তাকরির প্রকাশিত হলে শায়খুল হাদীস আল্লামা সলীমুল্লাহ খানের বক্তব্য আরো জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়। বড়ই আশ্চর্যেও খবর হলো আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহ.-এর দৌহিত্র মাওলানা সাঈদ আহমদ দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র থাকার সুবাদে সম্পূর্ণ তাকরির মরহুম কাযী আব্দুর রহমান সাহেবের ছেলের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে অর্জন করে ঢাকা মাওলানা আজিজুল হক সাহেব রহ.-র নিকট পৌঁছে দিয়েছে। এ তাকরিরের উপর মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের রহ. স্বাক্ষরও রয়েছে। এ তাকরির প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ হুবুহু প্রকাশিত হোক এটাই মহান রবের নিকট প্রার্থনা। তাঁর এ বিশাল ইলমি অবদান সমকালীন ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ঈর্ষণীয় এবং অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।[৩৩৭]

৩৩৭. শায়খুল হাদীস আল্লামা সলীমুল্লামহ খান, ভাষান্তরঃ মাওলানা মামুনুল হক, *দরসে বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০ ও ২১।

২য় পরিচ্ছেদ

আল্লামা আজিজুল হক রহ. বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদের অগ্রদূত

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাভাষায় মেশকাত শরিফের আংশিক অনুবাদ ব্যতীত হাদিসের মৌলিক কোন কিতাব প্রকাশ হয়নি। এমনকি কুরআনুল কারিমের কোন বিশদ তাফসিরও বাংলাভাষায় রচিত হয়নি। ইসলামি সাহিত্যও বাংলাভাষায় ছিল হাতেগোণা। বাংলাভাষায় ধর্ম প্রচারের সেই কঠিন সময়ে বাংলাভাষীদের নিকট দীনি তালিম প্রচারের যুদ্ধে হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর সঙ্গী হন। তাঁরই হাতে গড়া তরুণ আলেমে দীন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. শুরু করলেন বুখারি শরিফের অনুবাদের মহান কাজ। দীর্ঘ ষোল বছরের কঠোর পরিশ্রমে বাংলাভাষায় প্রকাশিত হল সাত খন্ডের বুখারি শরিফ নামে বঙ্গানুবাদ। প্রকৃত অর্থে শাইখুল হাদিসের অনুদিত এই বাংলা বুখারি শরিফ বাংলা ভাষায় এ যাবতকালের রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও বিস্তারিত হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। বুখারি শরিফেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ব্যাখ্যা এটি। হাদিসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত এটাই প্রথম। বাংলা ভাষায় হাজার বছরের ইতিহাসে অন্যতম মৌলিক কর্ম হিসেবে শাইখুল হাদীস কর্তৃক অনুদিত বুখারি শরিফের বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ সুধী মহলে সমাদৃত ও সর্বজন বিদিত। বাংলা ভাষায় আলেম সমাজের পশ্চাৎপদতার সেই যুগে বুখারি শরিফের এমন বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা কত বড় কৃতিত্বের বিষয় আজকের দিনে সেটা কল্পনা করাও কঠিন।[৩৩৮]

বুখারি শরিফই ছিল শাইখুল হাদীস রহ.-র সারা জীবনের সাধনার মূলক্ষেত্র। এই মহাগ্রন্থের অনুবাদে তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্ব ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা এক কথায় তুলনাহীন। সময়ের আবতর্নে এখন অনেক প্রতিষ্ঠানই বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদ বের করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনুবাদ কর্ম সম্পটাদন হবে। কিন্তু শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অনুবাদটি মূল প্রেরণা ও সহায়ক শক্তি হিসেবে সর্বাগ্রে থাকবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলত এ গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাভাষী মানুষের হৃদয়ে যে আসন তৈরি করে নিয়েছেন তা খুব সহজেই আন্দাজ করা যায়। এ অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে বাংলাভাষীদের নিকট তিনি দীনের এক মহা আমনত অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে পৌঁছে দিয়েছেন।[৩৩৯]

---

৩৩৮. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
৩৩৯. খন্দকার মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

বুখারি শরিফের জন্য শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ.-র ত্যাগ ও অধ্যবসায় কতটুকু, বাংলাদেশের মহান আলেমে দীন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর নিম্ন লিখিত বক্তব্য থেকে তা সহজে অনুমেয়। তিনি লিখেছেন- "আমার যতদূর জানা আছে-বুখারি শরিফ বর্তমানে বাংলাদেশে তাঁর চেয়ে অধিক যত্নসহকারে কেউ পড়েন নাই এবং বুখারি শরিফের খেদমতও এতো দূর কেউ করেন নাই।" মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর এ মন্তব্যের পর শাইখুল হাদীস আজিজুল হক রহ.-র যোগ্যতা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।[৩৪০]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অনূদিত বুখারি শরিফের বঙ্গানুবাদের যে গুঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলো- তাঁর অধ্যবসায় ও উস্তাদের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া। পবিত্র মদিনা তইয়িবায় রওজায়ে আতহারের কাছে 'রওজাতুম মিন রিয়াজুল জান্নায়' বসে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. তাঁর জন্য যে দোয়া করেছেন, মাওলানা আজিজুল হক রহ. তাকে নিজের জন্য পরম সম্পদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ইহা শাইখের জীবনে নি:সন্দেহে এক অতুলনীয় পরম সম্পদ বিশেষ।[৩৪১]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর লিখিত ভূমিকায় তাঁর বিনয় লক্ষ্য করা যায়- বুখারি শরিফ অনুবাদের মহান কার্য একমাত্র শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর ফয়েজ ও বরকতের ওছিলায় সম্ভব হয়েছে। প্রথম অধ্যায় ঈমান ও দ্বিতীয় অধ্যায় ইলেম প্রায় সম্পূর্ণই শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর দৃষ্টিগোচরে এসেছে। অন্যান্য অধ্যায়েও তার এরূপ দান রয়েছে যে, বস্তুত এই অনুবাদকে কলমের ন্যায় শাইখ রহ.-র হাতে তারই অবদান রয়েছে বলা চলে। শাইখ রহ.-র অনুবাদ কার্যে যা কিছু কৃতিত্ব রয়েছে, তার সবটুকু তারই ফয়েজ-বরকত। অনুবাদে ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সবটুকু এই নরাধমের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা প্রসূত।[৩৪২]

---

৩৪০. খন্দকার মনসুর আহমদ, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৩৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৩৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৩য় পরিচ্ছেদ

আল্লামা আজিজুল হকের রহ. বুখারি শরিফের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল- প্রধানত এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে জটিল জটিল ইলমি আলোচনা সাধারণ পাঠকরাও সহজেই উপলব্ধি করতে পারে । সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করতে ও প্রসার ঘটাতে বাংলা বুখারি শরিফ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে ।[৩৪৩]

প্রচলিত আরবি উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে বুখারি শরিফের মাসয়ালা মাসায়িল অধ্যায়গুলোর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । কিন্তু বাংলা বুখারিতে ইতিহাস সিরাত ও আকিদাসংক্রান্ত অধ্যায়গুলোর গুরুত্ব বেশী দেয়া হয়েছে। মানুষের বাস্তব আমল সংক্রান্ত যে কোন হাদিসের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাদিসের অনুবাদ এমন দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে যে, কেবল অনুবাদের দ্বারাই বহু বিতর্কের অবসান হয়ে যায় এবং বহু প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। উলুমে দীনিয়ার সকল শাখায় বরকতেই এমনটি সম্ভব হয়েছে । তাসাউওফ এবং সুলুকেরও বহু সুক্ষ্ম বিষয়ের সমাধান খুব সহজ ও সাবলিল ভাষায় প্রকাশ করেছেন শাইখুল হাদীস রহ. যা বাংলা বুখারি গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।[৩৪৪]

বাংলা ভাষা অন্যান্য ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষা। আর ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ব্যবহার, বাক্যগঠন, বাক্যরীতি ও বানান পদ্ধতি সবসময় পরিবর্তনশীল। বিগত দু'শ বছরে বাংলা ভাষার রূপ ও বানান এমনভাবে পরিবর্তন হয়েছে যে, আগে তা চিন্তা-ফিকির করাও কঠিন ছিল। আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অনূদিত বুখারি শরিফের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হল পঞ্চাশ বছর আগে লিখিত বুখারি শরিফের ভাষার ব্যবহার, সুবিন্যাস্ত বাক্য বিন্যাস, উচ্চাঙ্গের শব্দ চয়ন এবং বর্তমানে ভাষার রূপ ও চেহেরায় পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা চিন্তা করে একটি শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এগার খণ্ডের বাংলা বুখারি শরিফের আদ্যন্ত সম্পাদনা করা হলে পরবর্তী দিনগুলো এর আবেদন অব্যাহত থাকবে।[৩৪৫]

---

৩৪৩. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
৩৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
৩৪৫. ড. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসগ্রন্থ সহিহ আল-বুখারির এগার খণ্ডে বাংলায় অনুবাদ ও ভাষ্য শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর এক অমর কীর্তি। বাংলা ভাষায় এটাই সর্বপ্রথম সহিহ আল-বুখারির অনুবাদ। বলা যায় এটা একটা বিশ্লেষণধর্মী অনুবাদ কর্ম। পঞ্চম খণ্ডটা সাজিয়েছেন সিরাতুন্নবি সংকলনরূপে। অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এটাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। এটাই এই খণ্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৩৪৬]

শাইখের এই অনুবাদটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তার অনুবাদের মধ্যে রয়েছে সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা। ভাষার ব্যবহার সহজ ও সাবলীল। বাক্যে সুন্দর উপমা ব্যবহার। উপযুক্ত শব্দ চয়ন। ভাবতে অবাক লাগে যে সময়ে এ দেশের আলেমগণ বাংলা ভাষার তেমন চর্চা করত না সেই সময় শাইখুল হাদীস রহ. বুখারি শরিফের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ কিতাব অনুবাদ করেন। তিনি বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিও অনুবাদটি সহজে উপলব্ধি করতে পারবে। এখানে শব্দের কোন আড়ম্বর নেই, নেই কোন ভাষার লৌকিকতা । প্রচলিত ভাষা অনুশীলন না করেই বাংলা ভাষায় বুখারি শরিফের অনুবাদ করা এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রাখা একটি কারামত রাখা বলেই প্রতিয়মান হয়! আল্লাহর বিশেষ রহমতে এটি সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে মহান রবের পরিচয় সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন।[৩৪৭]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর অনুবাদের প্রতি পৃষ্ঠায় মিশে আছে প্রিয় রাসুলে পাকের প্রতি গভীর প্রেম-ভালবাসা আর শ্রদ্ধার চরম আকুতি। পবিত্র রওজায়ে আতহারের পার্শ্বে নিবেদিত তার ছাব্বিশশত আরবি পঙক্তির যে অংশটুকু পঞ্চম খণ্ডের দুই স্থানে স্থান পেয়েছে, যা একজন পাঠক তাঁর রাসুলপ্রেম আন্দাজ করতে সক্ষম হবেন।[৩৪৮]

অনুবাদের ক্ষেত্রে শাইখুল হাদীস রহ. মূল আরবিতে যেভাবে আসছে সেভাবে মূল অর্থ রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যা অনুবাদের ক্ষেত্রে অতুলনীয়।[৩৪৯]

---

৩৪৬. ড. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৩৪৭. খন্দকার মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৩৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৩৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

হযরত শাইখের অনুবাদটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন শুধু শব্দ দিয়ে নয়; বরং হৃদয় নিংড়ানো সুপ্ত প্রেম ভালবাসা দিয়ে। শব্দের বিচারে অনুবাদ কর্মটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু শাইখের যে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা ও রুহানিয়াত এই অনুবাদের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রাণ সঞ্চার করেছে, তা মনে হয় অন্য অনুবাদে পাওয়া সম্ভব নয়।[৩৫০]

সচেতনত ব্যক্তিরা নিশ্চয় জানেন, হাদিসের সব অনুবাদই সকলের জন্য উপযোগী নয়। সকলের জন্য হাদিসের অনুবাদ করলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে থাকে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে হাদিসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য থাকে না। এ সকল ক্ষেত্রে হাদিসের মর্ম বুঝতে হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। মহান রবের বিশেষ অনুগ্রহে শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক রহ. সে কাজটিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন।[৩৫১]

হাদিসের অনুবাদের ক্ষেত্রে শাইখুল হাদীস রহ.-এর শব্দ প্রয়োগের বিষয়টিও লক্ষণীয়। তিনি হাদিসের মর্ম উদ্ধার করেছেন, আবার শব্দানুগ থাকারও চেষ্টা করেছেন।[৩৫২]

৩৫০. খন্দকার মনসুর আহমদ, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৩৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৩৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

আল্লামা আজিজুল হকের রহ. হাদিস চর্চা সাধনা ও অবদান

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. অনেক গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর প্রধান কীর্তি বুখারি শরিফের বাংলা ভাষ্য। শাইখের বাংলা ভাষার জ্ঞান কলাপাতায় জাহির করতেন অর্থাৎ তিনি যখন পড়ালেখা করতেন তখন কলাপাতায় লিখতে হতো। বুখারি শরিফের মত জগদ্বিখ্যাত কিতাবখানা তিনি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এবং পাঠকদের মনিকোঠায় স্থান কওে নিয়েছেন। এতো সহজ ভাষায় এমন উঁচু মানের কিতাব রচনার কৃতিত্ব কেবলই শাইখের। প্রকৃতপক্ষে বাংলা বুখারি শরিফের শিরোনামে তিনি কিতাব রচনা করেছেন এ যেন ইসলামের একটি বিশ্বকোষ। প্রথম সাত খণ্ড সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয় এবং পাঠক সমাজে তা সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে হাদিসের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি গ্রন্থখানা দশ খণ্ডে প্রকাম করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ইসলামের সর্বদিক লক্ষ্য রেখে এই কিতাবখানা রচনা করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থ থেকে ইলমের গভীরতা ও সুক্ষ্মতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদি আর কোন গ্রন্থ রচনা নাও করতেন তাহলে একজন সফল লেখক হিসেবে তাকে ভূষিত করার জন্য এই এক খানা কিতাবই যথেষ্ট।[৩৫৩]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ভাগ্যবান মানুষ হিসেবে বুখারি শরিফের সাথে নিজের জীবনকে আবদ্ধ করেছেন। এমন ঘটনা মানুষের জীবনে বিরল। এটা শাইখের বৈশিষ্ট্য নয়, কবুলিয়াতের প্রমাণ। হাজার হাজার মুহাদ্দিস তাকে কেন্দ্র করে হাদিসের সনদ বর্ণনা করেন, তাকে উদ্ধৃত করে হাদিসের মর্ম উল্লেখ করেন। সম্ভবত শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. ও শেষ যুগের ইমাম তাহাবী রহ. হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ.-এর সনদে হাদিসের পাঠদান দেওয়ার মতো প্রবীণতম ব্যক্তি তিনিই ছিলেন।[৩৫৪]

---

৩৫৩. মাওলানা লিয়াকত আলী, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
৩৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

জ্ঞানের জগতে তিনি এমন দক্ষ ও যোগ্য ছিলেন যে, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ মাদ্‌রাসায় খতমে বুখারির সময় হাফেজ্জী হুজুর রহ. বলেছিলেন, "আপনারা এতো সৌভাগ্যবান যে, আপনারা মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের মতো উস্তাদের কাছে বুখারি পড়তে পেরেছেন। আমি তো মনে করি, তিনি আমাদের দেশের জন্য বুখারি শরিফের ইমাম। এক সময় তিনি আমার কাছে পড়েছিলেন। এখন মনে হয়, আমি দশ-বার বছর তাঁর কাছে পড়ি।"[৩৫৫]

ভারত উপমহাদেশে শাইখুল হাদীস বলতে শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ.-কে বুঝায়। ভারত উপমহাদেশে শাইখুল হাদীস শব্দটি আল্লামা যাকারিয়া রহ.-এর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যেন খাস করে দিয়েছেন। ঠিক তদ্রূপ বাংলাদেশে শাইখুল হাদীস শব্দটি উচ্চারিত হলে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নাম চলে আসে। বুখারি শরিফের সঙ্গে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহেরা মোবারক চোখের সামনে ভেসে উঠে। শাইখুল হাদীস রহ. জেল খেটেছেন বুখারি শরিফের শিক্ষাকে আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়ন করার অপরাধে । তখন শত শত সহিহ বুখারির ধারক-বাহক ও ভক্তবৃন্দ জেলখানার গেইটের সম্মুখে সমবেত হয়েছিল। বুখারি শরিফের প্রকৃত শিক্ষা, ইমাম বুখারি রহ.-এর প্রকৃত ধ্বনি উচ্চারণের পথিকৃত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.।[৩৫৬]

তিনি কেবল রাজপথে লড়াই করে ক্ষ্যান্ত ছিলেন নাা; তিনি জাতি গঠনে ছিলেন মহান রাহবার। ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হাদিস গ্রন্থ বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ তিনি প্রথম করেছেন। তাঁর অনুবাদের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে অনেকেই সহিহ বুখারি শরিফ বাংলায় প্রকাশ করার সৎ সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর এ মহান ঋণ শোধের অযোগ্য। জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।[৩৫৭]

---

৩৫৫. গাজী মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, *শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর বরকতময় জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৩৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩৫৭. সমর ইসলাম, *মাসিক রাহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের মাধ্যমে হাদিসে অবদানের থেকে তার লিখনী শক্তির গুণ অনেক অনেক বেশি। সহিহ আল-বুখারির সুপ্ত মর্ম বাংলাভাষী মুসলমানদের হৃদয়ের মনিকোঠায় মাতৃভাষার চিত্রাঙ্কন করার অবদান সম্পূর্ণ শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর। বাংলা ভাষায় তিনি বুখারি শরিফকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন সর্বসাধারণের মাঝে। বুখারি শরিফকে তিনি নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। পরবর্তীতে বুখারি শরিফের যত অনুবাদ কর্ম বাংলাভাষায় হবে তিনি থাকবেন অগ্রপথিক ও সুদক্ষ রাহবার। কারণ যিনি প্রথম পথ দেখান তিনি পথিকৃত। এ জন্য শাইখুল হাদীস রহ.-কে বলা হয় বুখারি শরিফের বাংলায় প্রচার প্রসারের অগ্রনায়ক ও একক দাবিদার। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই, নেই কোন বিতর্কের সুযোগ।[৩৫৮]

মহান আল্লাহ পাক শাইখের দ্বারা কত বড় দীনি সেবা নিয়েছেন এটা শুধু বর্ণনাতীতই নয়, বরং কল্পনাতীতও। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ছাড়া ইলমে হাদিসের এমনই সেবা চিন্তাতীত। তিনি সুদীর্ঘ পয়ষট্টি বছর ধরে ইলমে হাদিসের পাঠদান করেছেন, যা জ্ঞান পিপাসু মানুষের জন্য বড়ই উপকারী। তিনি একই সঙ্গে ঢাকার বিখ্যাত পাঁচটি মাদ্‌রাসায় বুখারি শরিফের পাঠদান করেছেন। একই সাথে এতোগুলো মাদরাসায় পাঠদান করেছেন তার কারণ, হাদিসের জ্ঞানার্জন করার জন্য শাইখুল হাদিসের নিকট হাদিস শরিফের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আহবান।[৩৫৯]

এ মহান ব্যক্তিত্ব শিক্ষা জীবন সমাপ্তের পর থেকে জ্ঞানের সেবাই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি একাধারে বহু মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করেছেন। ৬৫ বছরের অধিক সময় ধরে হাদিসের খেদমত করেছেন তন্মধ্যে অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় বুখারি শরিফ পড়িয়েছেন। এমন ভাগ্য সবার জোটে না। শাইখুল হাদীস রহ.-কে আল্লাহ সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানিয়েছেন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে একটি দীনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। এটা মহান রবের বড় কুদরত বৈ আর কিছু না।[৩৬০]

---

৩৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫।
৩৫৯. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।
৩৬০. মুফতী আবদুস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

গতানুগতিক ধারায় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা না করলেও সহিহ বুখারি শরিফের খেদমত করার জন্য অনেক বড় একটা সময় পেয়েছেন। তিনি বাংলাভাষীদের মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে বুখারি শরিফকে বাংলায় রূপদানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। যে সময় আলেম উলামা বাংলাভাষা চর্চা করত না কিন্তু শাইখ সেটা বুঝতে পেরে সেই স্থান তিনি পূরণ করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলাভাষী মানুষের নিকট হাদিসের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম বাংলাভাষায় হাদিস চর্চা। আর তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। বাংলা ভাষায় দীনি চর্চা হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর একটি দূরদর্শী ও গবেষণামূলক পদক্ষেপ।

এক মহাসম্মেলনে মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর মুবারক মুখের সেই মুবারক বাণীরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা তিনি শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "আমি আশা করি তোমার মাধ্যমে আমার কিছু কথা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে প্রসার লাভ করবে।" আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই আশার বরকতেই তাকে বাংলা ভাষায় চার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত দশ খণ্ডের বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করার তাওফিক দান করেছেন।[৩৬১]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহ. বাংলাদেশে হাদিস শরিফের উপর খেদমত করে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘকাল ধরে বুখারি শরিফ পাঠদানের কারণে তার হাজার হাজার ছাত্র এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ আনুষ্ঠানিকভাবে দস্তারবন্দী সম্মেলনে গণসংর্বধনা দিয়েছিলেন। ২০০৩ সালের ২৭ ও ২৮ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বুখারি শরিফের খেদমতের ব্যাপারে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. সাহেবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি হাদিস শরিফের জ্ঞানার্জন ও খেদমতের ব্যাপারে কৃতিত্বের স্বর্ণ শিখরে আসীন হয়েছেন।[৩৬২]

৩৬১. শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ০৭।
৩৬২. মোবায়েদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

দীর্ঘ ৬৫ বছর ব্যাপী হাদিসের খেদমত এবং দরসে বুখারী শরীফের পঞ্চাশ বছর পূর্তি শাইখুল হাদীসের জীবনকে সফল ও বর্ণাঢ্য করেছে। ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামদের দীর্ঘ সাহচর্য, কঠোর অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ মেধা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবকে সফলতার শীর্ষে পৌছে দিয়েছে। নিরলস পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যবসয়ের মাধ্যমে শাইখুল হাদীস রহ. উপযুক্ত স্থানে পৌছে গেছেন। হাদিসশাস্ত্রে অনেকের বিভিন্ন ধরণের অবদান থাকতে পারে কিন্তু শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের অবদান অতুলনীয়। তিনি দেশ, কাল ও জাতির ঊর্ধ্বে। তিনি খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন। 'শাইখুল হাদীস ও আল্লামা আজিজুল হক' একটি নামের সাথে আরেকটি পরিপূরক। বাংলাদেশের মানুষ 'শাইখুল হাদীস' শব্দটি মুখে নিলে আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের চেহেরা ভেসে ওঠে। যেমন শাইখুল হিন্দ, শাইখুল ইসলাম ও হাকিমুল উম্মত বলতে যথাক্রমে আল্লামা মাহমুদুল হাসান রহ., আল্লামা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-কে বুঝে থাকেন। ভারতে শাইখুল হাদীস বলতে আল্লামা যাকারিয়া রহ.-কে বুঝায় তেমনি বাংলাদেশে আল্লামা আজিজুল হক রহ.-কে বুঝায়।[৩৬৩]

হযরত আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহ. এর সাধারণ জীবন যাপন, জ্ঞান সাধনা ও হাদিস শাস্ত্রে অবদান জাতীয় ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। জ্ঞান বিতরণে তিনি ছিলেন অনন্য ও অসাধারণ। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী তিনি ঢাকার লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া, বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর জামিয়া মোহাম্মাদিয়ায় সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত ও অন্যতম বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ বুখারি শরিফের উপর পাঠদান দিয়েছেন।[৩৬৪]

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাদিসবেত্তা। হাদিস শাস্ত্রের মতো বিষয়ে তিনি পন্ডিত্য অর্জন করেছেন। হাদিস শাস্ত্র চর্চায় তাঁর রয়েছে অনেক যশ এবং খ্যাতি। যারা হাদিস বিষয়ে পাঠদান করেন তাদের বলা হয় শাইখুল হাদীস। আজকাল হাদিসশাস্ত্র পড়ালেই সবাই শাইখুল হাদীস পরিচয় দিতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন কিন্তু আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহ. হাদিস পড়ালেও শাইখুল হাদীস পরিচয় দেননি। বরং ব্রান্ডের মত তার নামের সাথে শাইখুল হাদীস শব্দটি মানানসই এবং উপযুক্ত।[৩৬৫]

---

৩৬৩. অধ্যাপক আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩।
৩৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩।
৩৬৫. মাসুদ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০।

হাদিস অধ্যয়নের যে ধারা মদিনা থেকে শুরু বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর মাধ্যমে শেষ হয়েছে বললে অত্যিক্ত হবে না। কারণ বুখারি শরিফের মতো মহাগ্রন্থ অনুবাদে এবং ব্যাখ্যাতায় তাঁর ব্যাপক পরিচয় ঘটেছে। একটানা দীর্ঘ সময় ধরে তিনি হাদিস শাস্ত্রের উপর নিরলস পাঠদান করেছেন। তিনি নিজের জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সমাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে রাসুল (সা) এর প্রদর্শিত পথ ও নির্দেশনা মানার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এবং অপরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি সারাজীবন হাদিসের আলোকে জীবন পরিচালনা করার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি দিনের বেলায় হাদিস গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন, কোথাও ওয়াজ মাহফিল থাকলে মাহফিল শেষে মাদরাসায় ফিরে ছাত্রদের নিয়ে দরসে বসে যেতেন।[৩৬৬]

বাংলা বুখারি শরিফ, হাদিসের ছয় কিতাব, মসনবী শরীফ ছাড়াও শাইখুল হাদীস রহ. আরো কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. সংকলিত মুনাজাতে মকবুলের বঙ্গানুবাদ হলো তাঁর মধ্যে অন্যতম। মাসুর দোয়াসমূহ মুনাজাতে মকবুলের মধ্যে প্রধানত হাদিসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দোয়াগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করা খুব সহজ বিষয় নয়। এই গ্রন্থটি খুব গুরুত্বসহকারে পড়ানো হয়। শাইখুল হাদীস সাহেবও এই গ্রন্থটি বাল্যকালে শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর নিকটে অধ্যয়ন করেছেন।[৩৬৭]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুখারি শরিফের যে দরস দিতেন তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। যে কোন ছাত্র সহজে উপলব্ধি করতে পারত। যে কোন দরস দেয়ার পূর্বে দরসের সার সংক্ষেপ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন। যার ফলে সবল ও দুর্বল ছাত্র কারো বুঝতে অসুবিধা হতো না।[৩৬৮]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ-এর জীবনে পবিত্র কুরআনের পরেই বুখারি শরিফের অবদান সবচেয়ে বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হয় যে, শাইখুল হাদীস রহ. বুখারি শরিফের খেদমত করেননি বরং বুখারি শরিফই শাইখকে খেদমত করেছেন । বলা বাহুল্য অন্যান্য খেদমতের চেয়ে বুখারি

৩৬৬. মাসুদ মজুদার, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯।
৩৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক, *মাসিক রহমানী পয়গাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
৩৬৮. ড. আ. ফ. ম খালিদ হোসেন, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

শরিফের খেদমতকে আল্লাহ বেশি কবুল করেছেন। শাইখের নিকট বুখারি শরিফের খেদমত অন্য সব খেদমত থেকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হয়। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহ. দরসি খেদমতে এতোই পারদর্শী ছিলেন যে তার প্রিয় উস্তাদ হাফেজ্জী হুজুর রহ. মাদ্রাসায়ে নূরানীয়ায় বুখারির দরসের ছাত্র হয়েও অনেক সময় ক্লাসে বসতেন।[৩৬৯]

'শাইখুল হাদীস' উপাধির মতো আর কী উপাধি থাকতে পারে আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের রহ. জীবনে। 'শাইখুল হাদীস' হিসেবে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে তার পরিচিতি সকলের মখে মুখে। ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ শাইখুল হাদীসের বুখারি শরিফের খেদমতের কারণে সর্বমহলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাকিস্তানের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন আল্লামা ত্বকী উসমানী সাহেব (দা: বা:) বাংলাদেশে তাশরিফ আনার সময় শাইখের সঙ্গে সাক্ষাত হলে বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা উর্দু ভাষায় প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।[৩৭০]

শাইখুল হাদীস মূল্যায়িত হবেন তার কর্ম গুণে। বিশেষকরে হাদিসবেত্তা হিসেবে। তিনি মূল্যায়িত হবেন বাংলাভাষায় বুখারি শরিফকে অনুবাদে রূপদানের জন্য। অর্ধ শতাব্দী ধরে দরসে বুখারির আলেকে। হাদিসের একনিষ্ঠ খেদমতের কারণে। রাজনীতির মাঠেও যেমন সরব থেকেছেন তার থেকে বেশি অবদান রেখেছেন হাদিসের পাঠদানে ও বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে। তিনি হাদিস শাস্ত্রকে নিজের জীবনের ধ্যানজ্ঞান মনে করেছেন।[৩৭১]

কোন কোন ব্যক্তির কর্ম পরিধি পরিমাপ করা যায় না। তাদের কোন জাতি বা দেশের মধ্যে আবদ্ধ রাকা যায় না। তারা হয়ে উঠেন এক একটি জাতি এক একটি ইতিহাস। কোন সঙ্গার ফ্রেমে তাদের আবদ্ধ করা যায় না। তারা হয়ে উঠেন সর্বকালের সর্বদেশের।পরিচিতির সীমা মাপা যায় না। তাদের অবদান জাতি কোনদিনও পরিশোধ করতে পারে না। তাদেও এ ঋণ শোধের অযোগ্য। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. সেই মাপের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তাকে জাতি সারাজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন।[৩৭২]

---

৩৬৯. ইসহাক ওবায়দী, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০ ও ৫১।
৩৭০. অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।
৩৭১. মাসুদ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১।
৩৭২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯।

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-ই সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় বুখারি শরিফের অনুবাদ বাংলা ভাষীদের জন্য এক অনন্য উপহার। যা বাঙালী জাতি শ্রদ্ধাভরে মনে রাখবে। তিনি শুধু অনুবাদ করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং শহর ও গ্রামে ইসলামের সুমধুর বাণী সর্বসাধারণের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য নিরন্তর ছুটে চলেছেন। দাওয়াত ও তাবলীগের যে অসাধারণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন তাও মানুষের মানসপটে অংকিত হয়ে থাকবে দীর্ঘকাল।[৩৭৩]

উপমহাদেশের ইতিহাসের লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো মুহাদ্দিস হাদিসের খেদমতে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। যাদের ত্যাগের মহিমায় আমরা হাদিসের শিক্ষা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.। তিনি হাদিস শাস্ত্রের একজন রাহবার বলা চলে। এই মহান ব্যক্তি দীর্ঘ ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে এইদেশে হাদিসের খেদমতে কাটিয়েছেন। তার হাদিসের দরসে হাজার হাজার মুহাদ্দিসীনে কেরাম উপকৃত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে হাদিসের দরস দিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করছেন। এমনও দেখা যায় যে, একই পরিবারের পর পর তিন পুরুষ তাঁর হাদিসের দরসে বসে ফায়দা লাভ করেছেন। এই মহান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠকীর্তি বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ। তিনি বাংলা শিক্ষিত জনগণকে বুখারি শরিফ পড়া ও জানার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে হাদিসশাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটেছে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, লক্ষ লক্ষ হাদিস পিপাসু মানুষের পিপাসা নিবারণ হয়েছে। সাধারণ জনগণের বহুদিনের চাওয়া পাওয়া এই ধরণের একটা কিতাব প্রকাশ হোক। এ যেন তারই ধারাবাহিকতায় শাইখের হাত ধরে প্রকাশিত হয়েছে বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশ।[৩৭৪]

হাদিসের জন্য নিবেদিত প্রাণ শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ভারত উপমহাদেশের গর্ব। তিনি অশিতি বয়সে এসেও ঢাকার পাচঁটি বড় বড় মাদ্‌রাসায় হাদিসের নিয়মিত পাঠদান করেছেন। কোন ক্লান্তি তাকে দরসদানে বাধা হয়ে উঠতে পারিনি। রাজনীতির মাঠে বিরাট অবদান রাখার পরও হাদিসের খেদমত থেকে তিনি পিছপা হননি। এটা আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রায় সময় দেখা যেত যে, ওয়াজ মাহফিল থেকে গভীর রাতে ফিরে এসে ফজর নামাজের পর অনায়েসেই হাদিসের দরসদানে বসে পড়তেন। আবার কখনো না ঘুমিয়ে দরসে বসে পড়তেন। এটা যেন তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ যেন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অলৌলিক ঘটনা।[৩৭৫]

---

৩৭৩. মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৮।
৩৭৪. মাওলানা হুসাইন আহমদ (সোহাগী হুজুর), প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৪।
৩৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

পৃথিবীতে ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সংখ্যা হাতে গোনা। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। তার সুদীর্ঘ জীবনের বাল্য, কৈশর ও যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত দীনি জ্ঞানার্জনের ধাপ অতিক্রম করার পর থেকে দীর্ঘ আট দশক ধরে বিরামহীনভাবে চলছিল তাঁর দরসি জীবনধারা। দীনি ইলমের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান শাখা ইলমুল হাদিসের খেদমতে শিক্ষকতা জীবনকে তিনি উপভোগ করেছেন। শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতার মহান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পবিত্র কুরআনুল কারিমের পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহিহ আল-বুখারি শরিফের পাঠদানে তাঁর সৌভাগ্য অতুলনীয়।[৩৭৬]

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. হাদিসশাস্ত্রে যে অবদান রেখেছেন তা জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে।

৩৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, *দরসের বুখারীর ৫০ বছর পূর্তি সম্মেলন স্মারক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।

সপ্তম অধ্যায় : হাদিস চর্চায় মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান

১ম পরিচ্ছেদ : মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) হাদিস চর্চা সাধনা

২য় পরিচ্ছেদ : মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) হাদিস চর্চায় অবদান

৩য় পরিচ্ছেদ : মুফতী আমীমুল এহসানের (রহ.) হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য

৪র্থ পরিচ্ছেদ : বিশ্ব বরেণ্য উলামাদের দৃষ্টিতে হাদিস চর্চায় মুফতী আমীমুল এহসান (রহ.)

১ম পরিচ্ছেদ

মুফতী আমীমুল এহসানের রহ. হাদিস চর্চা সাধনা

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ভারত উপমহাদেশের শীর্ষ স্থানীয় মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অন্যতম । 'মুফতী সাহেব' নামে তিনি সকলের নিকট পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস-চর্চার স্বর্ণ যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের দিল্লীর শাহ ওয়ালীউল্লাহর হাত ধরে এ যুগের সূচনা হয়। এ যুগকে ইলম হাদিস চর্চার যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর শিষ্য মাওলানা মুজদুদ্দীন আল-মক্কী ছিলেন কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার (বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। উক্ত মাদ্‌রাসা হতে মুফতী আমীমুল এহসান হাদিস শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং হাদিস শাস্ত্রে সুনাম সুখ্যাতি করেন। উক্ত মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস মুশতাক আহমদ কানপুরীর সনদের ধারাবাহিকতায় মুফতী সাহেব শাহ ওয়ালী উল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হন।[৩৭৭] উক্ত ধারাটি নিম্নরূপ:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি.) (রহ.)

শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯হি.) (রহ.)

শায়খ ইসহাক দেহলভী (১১৯৬-১১৬২হি.) (রহ.)

শায়খ আব্দুল গনী মজাদ্দিদী (১২৩৫-১২৯৬হি.) (রহ.)

শায়খ হাসবুল্লাহ রহ.

মুশতাক আহমদ রহ.

আমীমুল এহসান রহ.

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. যখন কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন তখন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ রহ. ও মুজাদ্দিদ আলফি সানীর রহ.-এর মিলিত ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব ও সনদ লাভ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন মুহাদ্দিস হলেন: সাইয়িদ বিলায়েত হোসাইন বীরভূমী রহ. (মৃ. ১৯৮৪), মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহ্সারামী রহ. (মৃ. ১৯৫০), নাযীর উদ্দীন রহ. (মৃ. ১৯৫৩) এবং মমতায্ উদ্দীন রহ. (মৃ. ১৯৪৭) হযরত আল্লামা মুফতী আমীমুল এহসান রহ. পবিত্র কুরআন ও হাদিস চর্চায় এবং অধ্যাপনায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি হাদিসের ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখে ইলমে হাদীস' তথা হাদীস সংকলনের ইতিহাস নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৩৭৮]

---

৩৭৭. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭ ও ২৪৮।

৩৭৮. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ)*, (ঢাকা: ই. ফা.বা. এপ্রিল-২০০৪), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর আমৃত্যু জ্ঞান চর্চার প্রতি অনুরাগ ছিল । সারাজীবন তিনি দীনি ইলম চর্চায় সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনে এমনও ঘটেছে যে, সবাই যখন ইদের দিনে আমদ ফুর্তি করে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন তখন তিনি না ঘুমিয় জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, "পড়াশুনাই তালিবে ইলমের ঈদ" তাঁর জ্ঞান-স্পৃহা পরিণত বয়সে দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন পবিত্র কুরআন-হাদিস মোতাবেক। তিনি জ্ঞানচর্চা করেছেন কুরআন-হাদিস মোতোবেক। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের ফলে তিনি পূর্ববর্তী সকল ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, ওলি-আল্লাহ ও গাউস-কুতুবগণের উপর দুর্লভ ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহ ও রচনা করেছেন। যার ফলে তিনি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা বা মাদরাসা স্থাপন করেছেন এবং এর পিছনে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এসবই দীনি ইলমের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভালবাসার পরিচয় বহন করে।[৩৭৯]

মুফতী সাহেব রহ. যাহিরি ও বাতিনি উভয় জ্ঞানেই গুণান্বিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা:) এর প্রকৃত উম্মত ছিলেন। মুফতী সাহেব রহ.-এর জ্ঞান ও কর্ম একই সূত্রে গাঁথা এজন্য তিনি সকলের অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তার জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী।[৩৮০]

প্রখ্যাত আরবিবিদ মুফতী আমীমুল এহসান রহ. জ্ঞানচর্চার সুবিধার্থে নিজ বাসভবনে সহাস্রাধিক দুর্লভ ও মহামূল্যবান গ্রন্থের এক সুসজ্জিত গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও আধুনিক তফসির, ফিকহ, হাদিস, ইতিহাস ও তাসাউফ সম্বন্ধীয় গ্রন্থই অধিকসংখ্যক সংগৃহীত ছিল। তাছাড়া লুগাত (অভিধান), বিজ্ঞান, তিব্ব, মানতিক, সাহিত্য, ওয়াকাত ও ফালাসিফা (দর্শন) জাতীয় গ্রন্থ ও পান্ডলিপি সেখানে সংরক্ষিত ছিল। তিনি বলতেন, "আমার কুতুবখানাতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেকোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করা যাবে।" সারাজীবনের কঠোর চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তিনি যে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করেন উহার নির্যাস তারই রচিত অমর গ্রন্থাবলীর মাঝে সঞ্চিত রেখে গেছেন। নিম্নে তাঁর হাদিস ও উসুলে হাদিস সম্পর্কিত কিছু কিতাবের নাম তুলে ধরা হল:[৩৮১]

১. হাওয়াশিউস সাওয়াদি, ২. মিয়ারুল আসার, ৩. তালিকাতুল বরকতী, ৪. তুহফাতুল আখইয়ার, ৫. আল-আরাবাইন ফিল মাওয়াকিত, ৬. জামে জাওমুল কালাম ও ৭. ফিহরিসতে কানযুল উম্মাল।

---

৩৭৯. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
৩৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
৩৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

২য় পরিচ্ছেদ

মুফতী আমীমুল এহসানের রহ. হাদিস চর্চায় অবদান

মুফতী আমিমুল এহসান রহ. হিজরি চতুর্দশ শতকের একজন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছিলেন। হাদিস শাস্ত্রে তাঁর কঠোর অনুশীলন ও সাধনা অবিস্মরণীয়। হাদিস শাস্ত্রে তার অবদান জাতি শ্রদ্ধার সাথেস্মরণ। হাদিসের সনদ[৩৮২] , মাতন[৩৮৩] , আসমাউর-রিজাল শাস্ত্র[৩৮৪], জারাহ[৩৮৫] , ত'াদিল[৩৮৬] প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নিয়মিত হাদিস চর্চা এবং গবেষণার কারণে তিনি হাদিস জ্ঞানে মুজতাহিদ পর্যায়ে পৌছেছিলেন। হাদিসের শ্রেণি ও প্রকারভেদ রচিত অনেক গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকিও গ্রহণ করেন এবং এগুলো প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সময়ের স্বল্পতা ও নানা প্রতিকূলতার কারণে তিনি প্রকাশ করে যেতে পারেননি। তাঁর রচিত গ্রন্থ গুলো তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও জ্ঞন-গভীরতার উজ্জ্বল নিদর্শন।[৩৮৭]

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. তার লেখনী ক্ষুরধারার মাধ্যমে হাদিস শাস্ত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তার লেখনীর মাধ্যমে পাঠক সমাজের নিকট বেঁচে থাকবে বহুকাল। হাদিস শাস্ত্রে তার অবদান অবস্মরণীয়।

---

৩৮২. হাদিস বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা সনদ নামে অভিহিত। মুফতী আমীমমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার*, পৃ: ৩, মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী; হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা: ইমদাদিয়া; প্রেস, ১৯৭৫), পৃ: ৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ।

৩৮৩. হাদিসের মূল কথা ও উহার শব্দসমূহ হচ্ছে 'মতন'। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩।

৩৮৪. হাদিস বর্ণনাকারীদের সমষ্টি রিজাল নামে অভিহিত। যে শাস্ত্রে এ বর্ণনাকরীগণের জীবন ইতিহাস আলোচিত হয় তার নাম *'আসমাউর-রিজাল'*- মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী; প্রাগুক্ত, ৪।

৩৮৫. জারাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ দোষারোপ করা। পারিভাষিক অর্থে এটা এমন বিষেশ জ্ঞান, যার দ্বারা বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করে হাদিস বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়। মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন-৮৬) পৃ: ৫৭০।

৩৮৬. তা'দিল শব্দের আভিধানিক অর্থ সামঞ্জস্য বিধান করা। হাদিসের মূলনীতির পরিভাষায় বর্ণনাকারীগণের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করার বিধান বা পদ্ধতির নাম তা'দিল। এই বিধান জারাহ ও তা'দিল) অনুসারে সর্ব পর্যায় ও সর্ব স্তরের বর্ণনাকারীর সমালোচনা, যাঁচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা, করে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়। মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭০-৭২।

৩৮৭. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০।

তিনি 'ফিক্হুস সনান ওয়াল আসার' শিরোনাম দিয়ে একটি হাদিস সংকলন সম্পাদনা করেন। উক্ত সংকলনে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের বিন্যাস রীতিতে বাছাইকৃত হাদিসসমূহ সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। হানাফী আলিমগণ ফাতওয়া প্রদানের জন্য এ রকম একটি হাদিস সংকলন খুঁজছিলেন। যা মুফতী আমীমুল এহসান রহ. করতে সমর্থ হয়েছেন। যার ফলে হানাফি মাযহাবের দৈন্যতা দূর হয়েছে। গ্রন্থটি সংকলনের পরে মনে হচ্ছিল তাদের হারানো মানিক কুড়িয়ে পেয়েছেন। ইতোপূর্বে ইমাম ত্বাহাবি রহ. (মৃ. ৯৩৩ খ্রি.) 'শরহু মানীউল আসার' নামক গ্রন্থ সংকলন করে ফিক্হবিদগণের চর্চিত হাদিস নিরূপণের দৈন্যতা ঘুচান। তাঁর এ প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি উক্ত সংকলন গ্রন্থে হানিফি মাযহাব সমর্থিত হাদিসসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য মাযহাব সমর্থিত হাদিসও উদ্ধৃত করেন। যার মাধ্যমে সকল মাযহাব উক্ত সংকলন গ্রন্থ থেকে মাসয়ালা মাসায়িল উদ্ভাবনের সুযোগ পেয়েছিল।[৩৮৮]

মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর এ মহৎ চেষ্টা ইমাম ত্বাহাবির লেখনীকে আরো শক্তি প্রদান করেন। তিনি ফিকহের উপর লিখিত প্রায় দুইশ তেইশখানা মূল্যবান গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তিনি এ অমূল্য রত্নের ন্যায় সংকলনটি সম্পাদন করেন।[৩৮৯]

উক্ত হাদিস সংকলনে আলোচ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মহানবীর অলৌকিত কর্মবিবৃত হাদিস সংগ্রহ 'আল ইস্তিবশার বি ম'জিযাতিন নাবীয়িল মুখতার (নির্বাচিত নবির অলৌকিক কর্মের সুখবর), ইসলামি বিধান সমর্থিত সামাজিক আচার ও বেশভূষা সম্পর্কিত মানাহিজুস সুআদা (সৌভাগ্যবানদের পদ্ধতি), নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করে চল্লিশটি বিশেষ হাদিস সংগ্রহ আল-আরবানিয়া ফিস্-সালাত (নামায বিষয়ক চল্লিশ হাদিস), কালিমা তাইয়্যেবা পূর্ণভাবে বিবৃত দশটি হাদিস সংগ্রহ আল-আশারাতুল মাহদিয়া (সঠিক পথ প্রদর্শক দশটি হাদিস), আল-আরবায়িনা ফিস্-সালাতি আলান নাবীয়্যি (মহানবির প্রতি দরূদ পাঠ বিষয়ক চল্লিশ হাদিস), এবং শুভ্র চুল বিবর্ণ করার বিধান সংক্রান্ত হাদিস সংগ্রহ 'হুসনুল খিতাব ফীমা ওয়ারাদা ফিল-খিযাব' (খিযাবের বিধান সম্পর্কিত উত্তম বক্তব্য)।[৩৯০]

৩৮৮. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।
৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।
৩৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালীন কর্তৃক রচিত হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতির উপর লিখিত শরহু নুখবাতুল ফিক্‌র। এ গ্রন্থটি মূলত হাদিসের মূলনীতির উপর লিখিত। উক্ত গ্রন্থে হানাফি মাযহাব নীতিমালা সংক্রান্ত হাদিস অনুপস্থিত। এ অভাববোধ থেকে মুফতী আমীমুল এহসান মীযানুল আখবার (হাদিসসমূহের পরিমাপক/ তুলাদন্ড) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ উদ্যোগের ফলে হানাফি মাযহাব সংক্রান্ত মাসায়ালা মাসায়িলের সমাধা হয় এবং দৈন্যতা দূর হয়। প্রথমে ফিক্‌হুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থটি ভূমিকা আকারে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা বোর্ডের সিলেবাসভূক্ত হয়। এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধির ফলে গ্রন্থটি একাধিকবার প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্যতার ফলে মুফতী সাহেব বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি উর্দু ভাষায় 'মিআরুল আসার' নামক একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটি বর্তমানে সরকারী মাদ্‌রাসায় ফাযিল শ্রেণি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগে পাঠ্যভুক্ত আছে।[৩৯১]

তিনি হাদিস শাস্ত্রের উপর ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। যিনি প্রথমে পথ দেখান তিনি পথিকৃত। তিনি এ মহৎ কর্মের পথিকৃৎ। পূর্বে লেখক ইতিহাস রচনা করতেন ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও জাতির উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় ও জীবনের বহুবিধ ঘটনা নিয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ শ্রেণির ইতিহাস পড়াত। কালের আবর্তনে ইতিহাসের সংজ্ঞার পরিবর্তন এনেছে। শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায়ের। তিনি লিখলেন হাদিস সংকলনের ইতিহাস। ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার সময় হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসের উপর ভাষণ দেয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য তাঁর ভাষণের আলোকে তিনি উক্ত বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৯২]

মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর হাদিস শাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণার উপর লেখা আরো একটি উপাদেয় পান্ডুলিপি আছে। 'ইলমে হাদিসকে মাবাদিয়াত' (হাদিস শাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা) নামক গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত। তিনি এ পান্ডুলিপিটি মূলত তাঁর হাদিস শিক্ষাদানের সময় প্রদত্ত ভাষণের সংগ্রহ। তাঁর ভাই সাইয়েদ নোমান আল-বারাকাতীর নিকট এটি গচ্ছিত আছে। এটি খুব উপকারী ও তথ্যবহুল।[৩৯৩]

---

৩৯১. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।
৩৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।
৩৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

তিনি ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় প্রত্যেক বছর কামিল শেষ বর্ষে হাদিসের পাঠদান সমাপ্ত করে ছাত্রদের নিয়ে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সবাইকে খেজুর ও পানি দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। সে অনুষ্ঠানে তিনি বিদায়ী শিক্ষার্থীদেরকে তার পক্ষ হতে হাদিস শিক্ষাদানের ইজাযা সংযুক্ত করে একখানা পুস্তক প্রদান করতেন ও হাদিসের পাঠদানের অনুমতি প্রদান করতেন।[৩৯৪]

তিনি হাদিসের পরিভাষার উপর 'তা'লিকাতুল বারকাতী' (আল বারাকাতীর টিকা-টিপ্পনী) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাদিস শিক্ষাদান, হাদিসের প্রচার-প্রসার, মুহাদ্দিসগণের মর্যাদা রক্ষা, সংকলন, সংরক্ষণ, হাদিস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করে মুফতি আমিমুল এহসান রহ. বিরাট অবদান রেখে যান। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক মুহাদ্দিস সৃষ্টি হয়েছে । তারা এ ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি-আরবি জ্ঞান ও হাদিস শিক্ষার চর্চার এক অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় অবদান রেখেছেন যার মাধ্যমে তিনি সবার মাঝে বেঁচে থাকবেন।[৩৯৫]

মুফতি আমীমুল এহসান রহ. পবিত্র আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর পবিত্র বাণী হাদিসের অনুশীলন ও গবেষণা এবং এই বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি লিখেছেন হাদিসের ইতিহাস গ্রন্থ ' তারীখে ইলমে হাদীস' তথা ' হাদিস সংকলনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থটি। যা বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে ।[৩৯৬]

'তারীখে ইলমে হাদীস' গ্রন্থটির রচনা সম্পর্কে জনাব মুফতি সাহেব বলেন, " ১৯৪৫ সালে আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম কমিটি টাইটেল ক্লাসে সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে হাদিস ও ফিকাহর ইতিহাস পাঠদানের সুপারিশ করেন। কয়েক বৎসর মাদ্রাসায় হাদিস ও ফিকাহর সাথে ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকাহর ইতিহাস সম্পর্কে ভাষণদান করা দায়িত্ব অর্পিত হয় । শিক্ষার্থীরা যাতে অতি সহজে বিষয় দুটি জ্ঞান লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তকারে দুটি পুস্তক রচনা করি: ১. তারীখে ইলমে হাদিস-হাদিস সংকলনের ইতিহাস ২. তারীখে ইলমে ফিকাহ- ইলমে ফিকাহর ইতিহাস।"[৩৯৭]

---

৩৯৪. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।
৩৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।
৩৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৩৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

মুফতী আমীমুল এহসানের রহ. হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য

মুফতী আমীমুল এহসান রহ. অনেক মূল্যবান হাদিস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যা ইতিহাসে বিরল। তিনি ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলো মানব জীবনে চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। নিম্নে তাঁর মহামূল্যবান হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য সাধ্যমত উপস্থাপন করা হল:

'ইলমে হাদিসকে মাবাদিয়াত' (হাদিস শাস্ত্রের প্রাথমিক আলোচনা) গ্রন্থটি সরল উর্দু ভাষায় রচিত। পাঠকগণ যাতে সহজে উপলব্ধি করতে পারে সেদিকে মুফতী সাহেব সদা দৃষ্টি রাখতেন। মুফতী আমীমুল এহসান রহ. এ গ্রন্থে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা) হতে তাঁর নিজ যুগ পর্যন্ত (৫৭০-১৯৭৪) হাদিস শাস্ত্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ এবং বিভিন্ন শতাব্দীতে হাদিস মুখস্থকারী গণের ধারাবাহিক তালিকা উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষে হাদিস অনুশীলনীর ইতহাস সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করেছেন তিনি সেখানে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এ গ্রন্থটি শরিয়তের মূলনীতির মাসআলা মাসায়িলের সাথে সম্পৃক্ত এবং সমাধানে সহায়ক। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। শরিয়তের উৎস ও দলিল-প্রমাণ হতে শরয়ি বিধি-বিধান প্রণয়ণে গ্রন্থটি উত্তম গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তাই বলা যায় লেখকের উন্নত মননশীলতার ও সুক্ষ্ম নির্বাচনী যোগ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৩৯৮]

'ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার' (ইসলামি আইন শাস্ত্র কেন্দ্রিক হাদিস সংকলন) এটা একটি বিশেষ হাদিসের সংকলন গ্রন্থ। যা শরিয়তের আইন সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে সংগ্রহ করে মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ফিকহ গ্রন্থের বিন্যাস রীতিতে সুবিন্যস্ত করে উপরিউক্ত শিরোনামে সংকলিত করেছেন। হাদিস শাস্ত্রীয় মৌলিক বিধানের পরিভাষায় সুনান বলা হয় আর ফিক্হ গ্রন্থের বিন্যাস রীতিতে বিন্যস্ত হাদিস গ্রন্থকে বলা হয় আসার। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ফিক্হুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থটির শিরোনাম স্বার্থক হয়েছে। এ গ্রন্থে ধর্মীয় মৌলিক বিধি-বিধান, শরিয়তের আইনসমূহ, সৎকর্মের উৎসাহকারী ও আল্লাহ স্মরণ সম্পর্কীয় ইত্যাদি বিষয়ে হাদিসের প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯৯]

---

৩৯৮. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩ ও ১৪৪।
৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর হাদিস বিষয়ক গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হল:

ক. 'ফিক্হুস সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থটি ফিক্হ গ্রন্থের বিন্যাস অনুযায়ী সংকলিত হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা ও সংকলন রীতি পর্যালোচনায় একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুফতী আমীমুল ইহসানের রহ-এর সংকলন গ্রন্থটি ইমাম মালিকের মায়াত্তা[৪০০] দ্বারা প্রভাবিত। মুয়াত্তার বিষয়বস্তু হচ্ছে ফিক্হ-এর আহকাম। পবিত্র কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। ইমাম মালিকের মুয়াত্তা হল হাদিসের প্রথম কিতাব এবং সকলেই হাদিস গ্রন্থের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। পরবর্তীতে প্রায় হাদিস গ্রন্থই মুয়াত্তাকে অনুসরণ করে সংকলিত হয়েছে। 'মুয়াত্তা'[৪০১] এমন একটি গ্রন্থ যা মালিকী মাযহাবের ভিত্তি হওয়ার পাশাপাশি হানাফি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবেরও ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। এমনকি সিহাহ সিত্তার কিতাবগুলো মুয়াত্তাকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মুফতী সাহেবের রহ. 'ফিক্হুস্ সুনান ওয়াল আসার' বর্ণিত হাদিসসমূহ উপরিউক্ত হাদিস সংকলনগুলো হতেই নির্গত। এ গ্রন্থে তিনি প্রতিটি পর্ব ও অনুচ্ছেদের হাদিস গ্রহণ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় হাদিস নির্বাচনে মুফতী সাহেব রহ. ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।

খ. এ গ্রন্থের উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠক হাদিস গ্রহণে হানাফি মাযহাব কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালার সাথে সহজে পরিচিত হয়ে উঠবে।

গ. হানাফি মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য স্বীকৃত মাযহাবের অনুসৃত হাদিস হতে যেসব হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে সে হাদিসগুলোকে ভালভাবে বাচ-বিচারও করা হয়েছে। ফলে এসব হাদিস সহজ লভ্য হয়।

ঘ. এ গ্রন্থে গ্রহণকারীর নামসহ হাদিস গ্রহণ এবং পাদটীকায় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের মূল পাঠ উদ্ধৃত থাকায় পাঠকের পক্ষে গৃহীত হাদিসটির সত্যতা নিরূপণ করতে সহজ হয়।

ঙ. একই বিধানের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফি মতের ভিত্তিতে হাদিস গ্রহণ করে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এবং হানাফি মাযহাবকে সমর্থন করা হয়েছে।[৪০২]

---

৪০০. 'মুয়াত্তা' শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজ সাবলীল। পারিভাষিক অর্থ এ পথে সবাই পদচারণা করেছেন, সবাই এর প্রতি আমল করেছেন। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ যেসব মাসআলার ওপর আমল করেছেন এবং ফাতওয়াা প্রদান করেছেন যেসব মাসআলারও সমাধানও এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বিধায় এ কিতাবের নাম করণ এরূপ হয়েছে। অন্য মতে জানা যায়, ইমাম মালিক এ কিতাবখানা সংকলন করার পর তিনি উহা মদিনার প্রখ্যাত ৭০ জন ফিক্হবিদ আলেমের নিকট পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পেশ করেন। তাঁরা সবাই এর সাথে ঐক্য মত্য পোষণ করেন। এ জন্য গ্রন্থটির এ নাম দেয়া হয়।

৪০১. মুয়াত্তা হল ইমাম মালেক বিন আনাস রহ. কর্তৃক হাদিস গ্রন্থটি সংকলিত। এটি একটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ।
৪০২. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯ -১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

চ. হাদিসের মূল পাঠে ব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দে স্বরচিহ্ন ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট হাদিসটির পাঠোদ্ধার ও মর্ম বুঝা সহজ হয়।

ছ. পার্শ্বছত্রে পরিচ্ছদের নামে সন্নেবেশিত হওয়ার ফলে গ্রন্থ বিন্যাস মনোরম ও কলেবরের আধিক্য হতে মুক্তি লাভ সহজ হয়। অতিরঞ্জিত হতে গ্রন্থের গঠন মুক্ত হয়েছে। এরূপ বিন্যাস রীতি লেখকের উন্নত মেধাশক্তি ও শ্রেষ্ঠ রুচিজ্ঞানের পরিচায়ক।

জ. পাদটীকায় হাদিসগ্রহণকারীগণের গ্রন্থাবলী হতে বহুল পরিচিত ও স্বল্প পরিচিতি এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ মূলপাঠ উল্লেখ করাতে এ গ্রন্থখানা গবেষণামানে উন্নীত হয়েছে।

ঝ. এ গ্রন্থে হাদিসের কঠিন বিষয়াবলীকে সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঞ. হাদিসে উদ্ধৃত অপ্রচলিত ও স্বল্পপরিচিত শব্দাবলী সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ট. বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে আরবি কবিতা দ্বারা উদ্ধৃতি করা হয়েছে।

ঠ. এ গ্রন্থ পাঠ করলে ইসলাহ তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন, উন্নত চরিত্র অর্জন, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ স্মরণ, সৎপথে আহবান, অসৎপথ হতে বিরত থাকার আহবান এবং সৎ পথের সন্ধান সহজ ও সুলভ হয়।[৪০৩]

৪০৩. ড. এ. এফ. এম আমীনুল হক, *মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহসান জীবন ও অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব বরেণ্য উলামাদের দৃষ্টিতে হাদিস চর্চায় মুফতী আমীমুল এহসান রহ.

হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমীমুল এহসান মুজাদ্দিদী বরকতী রহ. ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাদিস বিশারদ, ইতিহাস, ইসলামি সাহিত্য, ফিকহ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিজ্ঞ পন্ডিত। স্বভাবিকভাবেই তাঁর নাম মুসলিম বিশ্বে সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর প্রসঙ্গ বিবিধ কারণে উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে ও সাময়িকীতে। মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র, আলিয়া মাদরাসার স্মরণিকায় ও ম্যাগাজিনে, ঢাকার মাসিক মদিনা, মাসিক তাহজীব (১৯৭২-৭৮), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (আরবি) প্রভৃতিতে এবং বিভিন্ন সেমিনারে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। তাঁর আলোচনা করে যেন উক্ত গ্রন্থগুলো ধন্য হয়েছে। সত্যি এমর একজন মহৎ ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করা বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার।

মহান ব্যক্তিগণের স্মরণে মানুষকে মহান হতে উৎসাহিত করে। আদর্শ ব্যক্তিরাই আদর্শের প্রেরণার উৎসাহ যোগায়। সাধকের জীবন অনুসরণ করলে সাধনার উৎসাহ পাওয়া যায়। মূলত এমন একজন জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী (১৯০০-৭২)। তিনি জ্ঞানের অন্বেষণে অতন্দ্র প্রহরীর সদা জাগ্রত ও অক্লান্ত সৈনিক। তিনি ইজতিহাদী মনোভাবের জন্য ইংরেজি ও আরবি শিক্ষিত উভয় মহলে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে সুবৃহৎ মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ অন্যতম।[৪০৪]

হাদিসের খেদমতে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর মৌলিক রচনা ‘হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস’ (১৯৬২) নামক গ্রন্থে হাদিসশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের মুহাদ্দিসগণের অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে হযরত আল্লামা মুফতী আমীমুল এহসানরহ.-এর হাদিসের ক্ষেত্রে অবদানের কথাও উল্লেখিত আছে। গ্রন্থটিতে মুফতী সাহেবের চৌদ্দটি হাদিস গ্রন্থের নাম স্থান পেয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী জনাব মোহাম্মদ আলী আজম (মৃ.১৯৭৪)- এর অপূর্ব জিয়ারত গ্রন্থ ‘বিশ্বনবীর দেশে’ হযরত মুফতী সাহেবের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।[৪০৫]

---

৪০৪. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ)*, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬।
৪০৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

কুন্দিয়ান শরিফের ওলি-আল্লাহ হযরত আবূ সা'দ আহমদ রহ.-এর জীবনী 'তোহফায়ে সা'দীয়াতে' তাঁর প্রধান খলিফা হিসেবে হযরত মুফতী সাহেবের আলোচনা স্থান পেয়েছে। মাওলানা মাহবুব এলাহী কর্তৃক লিখিত মূল উর্দু গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুল বাতেন (১৯৩২-৯৪) ও সূফী গোলাম মুহিউদ্দীন (১৯২০-২০০০)।

এখানে কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকাতে প্রকাশিত হযরত আল্লামা মুফতী সাহেবের আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

তোহ্ফায়ে সা'দীয়া (১৯৭৯): "হযরত মাওলানা মুফতী আমিমুল এহসান সাহেব (র)। ইনি ঢাকা, বাংলাদেশের অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলার রহমতে তিনি সিরাত সুরত ও জামেয় কামালাতের অধিকারী ছিলেন। প্রথমে তিনি কালিকাতায় হযরত মাওলানা আবূ মুহাম্মদ বরকত আলী শাহ সাহেব কুদ্দেসা সির্রুহুর নিকট বায়াত হাসিল করেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত কেবলায়ে আলম রদি আল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট বায়াত হন। তিনি হযরতের নিকট সিলসিলায়ে আলিয়া নক্শবন্দীয়া মোজাদ্দিদিয়া তরিকার খেলাফত লাভ করেন। হযরত মুফতী সাহেব (র) অগাধ পণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মুদাররিস ও বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিব ছিলেন। তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী, বিখ্যাত লেখক, ওসতাজুল ওলামা, আরেফ এবং কামেল অলী-আল্লাহ ছিলেন।"[৪০৬]

২. বিশ্বনবীর দেশে (১৯৫৬): গ্রন্থকার ১৯৫৪ সালে আমেরিকা হতে হজ্জ করতে এসে হযরত মুফতী সাহেবের পরিচয় লাভ করেন। তিনি বলেন, "বিভাগ পূর্বকালে মুফতী সাহেব কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার মুদার্রেস ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য কলিকাতা জামে মসজিদের ইমাম ও মুফতী নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মোদার্রেস। তাঁর রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথায় বাবরী চুল মুখে মিষ্ট হাসি যেন সব সময়ই লেগেই আছে। পান খাওয়ার অভ্যাস একটু বেশি। কোরান, হাদিস, উসুল ও ফেকায় তাঁর জ্ঞান অসাধারণ। মুফতি সাহেবের সঙ্গে আমার পূর্বে বিশেষ আলাপ ছিল না কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে এসে লক্ষ্য করতে পেরেছি, তাঁর মধ্যে এলেম ও আমলের এক অনবদ্য সমাবেশ রয়েছে। সর্বোপরি তাঁর শিশু সুলভ সারল্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা আছে কিন্তু গোঁড়ামি নাই, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সতেজ তাঁর মন স্থৈর্য উদারতা সমৃদ্ধ।..... এরূপ একজন আলেমের সোহবত সত্যই পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু।"[৪০৭]

৪০৬. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭।
৪০৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত মুফতী সাহেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর বিরহ ব্যথায় অধীর হয়ে অধম নালায়েকের মত অ-কবিও তাঁর অসাধারণ পণ্ডিত্য ও নিরলস জ্ঞান চর্চার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তা ১৯৭৫ সনের 'মাসিক মদীনা' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল-

মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (র)

হে জ্ঞান তাপস

"হে মহাজ্ঞনী বাহরে উলুম তাপস!
প্রতিষ্ঠিত ছিলে তুমি নিজ মহিমায়,
দৃঢ় একনিষ্ঠ সাধনায়।
প্রসন্ন, প্রশান্তি সৌম্য মনীষী ধীমান!
অক্লান্ত কঠোর কর্মী! নিয়োজিত প্রাণ
সতত আপন ধর্মে! সাধক সার্থক।

কবিতাটির পাদমূলে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ: বাংলার প্রখ্যাত আলেম, হাদিসবিদ , মুফাস্‌সির, সুসাহিত্যিক, ইমাম হযরত শাহ সুফি আলহাজ্ব মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমীমুল এহসান (রহ.) (১৯১১-৭৪) সাহেবের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে এবং পবিত্র স্মৃতির স্মরণে তাঁর এক ভক্ত বিরচিত কবিতাটির আংশিক উল্লেখ করা হল।[৪০৮]

৪. হযরত মুফতী সাহেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঢাকার প্রসিদ্ধ ইসলামি পত্রিকা 'মাসিক মদিনা'-এর সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান রহ. (জন্ম ১৯৩৬-২০১৬) নভেম্বর, ১৯৭৪ সংখ্যায় এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন: "ঢাকা আলীয়া মাদরাসার এককালীন হেড মাওলানা বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীব হযরত মুফতী সাহেব আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন। আরব বিশ্বসহ সমগ্র মুসলিম জাহানে হযরত মুফতী সাহেব একজন মননশীল ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও প্রথম শ্রেণির মোহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ মিসর, বৈরুত ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত একাধিক গ্রন্থ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়সহ দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার উচ্চতর বিদ্যাপীঠগুলিতে পাঠ্য তালিকাভুক্ত রহিয়াছে।"[৪০৯]

---

৪০৮. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৭-৯৮।
৪০৯. প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৯।

৫. দৈনিক আজাদ-এর অন্যতম সহ-সম্পাদক এবং রেডিও বাংলাদেশের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের আরবি সার্ভিসের নিজস্ব শিল্পি মাওলানা মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লা সিদ্দিকী হযরত মুফতী সাহেবের ওফাতের পর তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য রচনা করেন যা ১৯৭৫ সনের জানুয়ারি সংখ্যায় 'মাসিক মদীনা' তে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

"বাহরুল উলুম আল্লামা মুফতী সৈয়দ আমিমুল এহসান ছিলেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ। সমগ্র জীবনে তিনি একাধারে মোহাদ্দিস ও মুফতী হিসাবে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী থাকার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রেও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। এই মহান জ্ঞান-সাধক জীবনের অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া মুসলিম সমাজে তাঁহার যে অমর কীর্তিসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আলোকবর্তিকাস্বরূপ ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। জ্ঞান সাধনা ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার জগতে তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁহার পণ্ডিত্য- প্রতিভা ছিল যেমন বিস্ময়কর, তেমনি পারলৌকিক সাধনায় তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ, তাঁহার পবিত্র জীবনী আলোচনা করিতে গেলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।"[৪১০]

৬.বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রকাশিত ইসালামি সংস্কৃতি ও সাহিত্য পত্রিকা 'মাসিক তাহজীব' ১৩৮১ বাংলার বিশেষ কোরআন সংখ্যায় (প্রথম খণ্ড) হযরত মুফতী সাহেব সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন শামী (১৯৪০-৯৭)। হযরত মুফতী সাহেব রহ. সম্পর্কে সম্পাদক সাহেব বলেন: "বহুকাল আগে পারশ্য সুফী কবি শেখ সা'দি রহ. বলিয়াছিলেন,মুসলমানান দর গোরে ওয়া মুসলমানী দর কিতাব'। অর্থাৎ মুসলমান যাঁহারা তাঁহারা কবরে রহিয়াছেন আর মুসলমানী বলিতে যা বুঝায়, তা বন্দী রহিয়াছে কিতাবের পাতায়। সর্বজন শ্রদ্ধেয় মোহাক্কেক আলেম ও বুজুর্গ মুফতী সৈয়দ মোহাম্মদ আমীমুল এহসান সাহেবের ইন্তেকালে নতুন করিয়া সেই কথা আমাদের মনে পড়িতেছে।"[৪১১]

৪১০. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৯।
৪১১. প্রাগুক্ত, পৃ- ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

৭.হযরত মুফতী সাহেব রহ. এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে অক্টোবর ১৯৭৫ সালে তাঁর অনুজ প্রতিম আল-হাজ্ব সাইয়েদ মোহাম্মদ নু'মান 'অসিয়তনামা'-এর সহিত ১২ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। এর ভূমিকাংশের উদ্ধিতি এইরূপ:

"পাক-ভারত বাংলাদেশে উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফতী, সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুফী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আমীমুল এহসান নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী বরকতী ছিলেন একজন আল্লাহর অনুগ্রহভাজন, বিশেষ ব্রত পালনের দায়িত্বভার প্রাপ্ত ওলিয়ে কামেল। কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ও ধর্মীয় দর্শনের অন্যান্য শাখাসমূহে এবং আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং শরীয়ত ও মারেফাতে তাঁহার বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তির খ্যাতি সারা বিশ্ব ব্যাপী প্রসারিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন পবিত্রতার মূর্ত প্রতিক। জীবনের প্রতিটি কাজে কথা-বার্তায়, চলাফেরায় বস্তুত: জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরে আকরাম (সা)-এর সুন্নাত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি মানিয়া চলিতেন। সুন্নাহর এমন নিষ্ঠাবান অনুসারী বর্তমান কালে বিরল। আদর্শ চারিত্রিক গুণের অধিকারী এই কামেল দরবেশের সদা হাস্যময় চেহেরা মোবারক সর্বদা ইলম ও আমলের নুরে উজ্জ্বল থাকিত।"[৪১২]

৮.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু-ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ (জন্ম ১৯৩২) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ "বাংলাদেশের খ্যাতনাম আরবীবিদ"-এ হযরত মুফতী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, "এই কথা অতি সহজেই বলা যায় যে, যতদিন এই বিশ্বে ইসলাম তথা মুসলমান থাকবে, বিশেষত হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা থাকবে, ততদিন বিশ্বাসী মানুষ আল্লামা মুফতী সাহেব রহ.-কে স্মরণ করবে। ইসলামি সাহিত্যের সকল অঙ্গনে কৃতিত্বপূর্ণ, তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান জাতিকে অনন্তকাল সঠিক পথনির্দেশ করবে। আল্লামা মুফতী সাহেব রহ. ছিলেন একটি শতাব্দী, একটি জীবন্ত বিশ্বকোষ, একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর কীর্তির মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল।"[৪১৩]

৪১২. আবুল কাশেম ভূইঞা, *মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০২।
৪১৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৭।

উপসংহার

হাদিস চর্চার বিষয়টি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময় থেকে শুরু হয়েছে। রাসুল (সা.) এর সব হাদিস আমলযোগ্য নয়। রাসুলের সুন্নাহ তথা পন্থা অনুসরণ করে যুগে যুগে বহু মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। যারা আল্লাহর বাণী কে স্বীকার করে কিন্তু রাসুলের বাণীকে অস্বীকার করে তারা মুমিন নন। হাদিস চর্চা সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এসে পৌঁছেছে। হাদিসশাস্ত্র শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয় এটা থেকে যেকোনো ধর্মের লোক ফায়দা নিয়ে জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে পারে।

বাংলাদেশে হাদিস চর্চায় অনেকে অবদান রেখেছেন কিন্তু শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. ও মুফতী আমিমুল এহসান রহ. এর মত এত বড় অবদান আর কেউ রাখতে পারেননি বলে আমি মনে করি।

শাইখুল হাদীস রহ. বুখারি শরিফ বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের মাঝেও হাদিস চর্চা করার প্রবণতা বেড়েছে। হাদিসের উপর আমল করা সহজ হয়ে উঠেছে। তদরূপ মুফতী আমীমুল এহসান রহ. ইলমে হাদিসে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে 'আল ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থটি রচনা করে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব কে অনুসরণ করতে সহজ করেছে। যা হাদিসের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপকারী ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হবে।

'হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান' শিরোনামে গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, আলেম-উলামা, শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, লেখক-গবেষক, খতিব-ওয়ায়েজিন ও সাধারন জনগণ এর বাস্তব জীবনে উপকারে আসবে। এ গবেষণাকর্ম বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের পাঠক ও গবেষকগণকে হাদিস চর্চায় সহায়তা করবে।

মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল ও দীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আর বাংলাদেশের হাদিস চর্চায় এ অভিসন্দর্ভকে মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : বোখারী শরীফ (১-১০ খন্ড) (ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরি-২০০২ সংশোধন পরিমার্জন)
২. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : ফজলুল বারী শরহে বোখারী, উর্দু-পাকিস্তান
৩. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : হাদীসের ছয় কিতাব (১-২ খন্ড), (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স-২০১৩)
৪. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : মাওলানা রূমী (রহ.) এর মছনবী শরীফ (১-৪ খন্ড) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, (ঢাকা : রশিদিয়া লাইব্রেরী-১৯৬৯) ১ম সংস্করণ
৫. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : মদিনার টানে, ঢাকা।
৬. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : মুনাজাতে মাকবুল বাংলা, ঢাকা।
৭. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : পঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম, ঢাকা।
৮. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : সত্যের পথে সংগ্রাম, বয়ান সংকলন-১ (ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরী-২০১২)
৯. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.) : সফল জীবনের পথে, বয়ান সংকলন-২ (ঢাকা: রশিদিয়া লাইব্রেরী-২০১২)
১০. মুহাম্মদ এহসানুল হক : ছেলে বেলায় শাইখুল হাদীস, (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী-২০১২) ৩য় প্রকাশ।
১১. শাইখুল হাদীসের ছাত্রবৃন্দ: ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গণসংবর্ধনা ও দস্তাবন্দী সম্মেলন স্মারক -১৪২৪ হিঃ
১২.শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. এর বরকতময় জীবন ও কর্ম, বাংলাদেশ কওমী কাউন্সিল-২০১২
১৩. মাসিক রহমানী পয়গাম শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. স্মরণসংখ্যা (ঢাকা: সাতমসজিদ, মোহাম্মদপুর, রহমানিয়া ভবন-২০১২)
১৪. অনুবাদ মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দিকুর রহমান: মনীষীদের ছোটবেলা (ঢাকা: দারুল কুতুব, ২০১৫)
১৫.আল-ইহসানুস সারী বিত তাওযিহই তাফসীর সহীহিল বুখারী
১৬. আত তাবশীর ফি শরহিত তানবীর ফি উসূলিত তাফসীর ইলমে হাদীস এবং উলূমে হাদীস
১৭. মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান: আল- ফিকহুস সুনান আল আসার (১ম ও ২য় খন্ড)
১৮.উমদাতুল মাযানী বি তাখরিজে আহাদীস মাকাতিবুল ইমামুর রব্বানী
১৯.মুকাদ্দামায়ে সুনানে আবু দাউদ
২০.মুকাদ্দামায়ে মারাসীলে আবু দাউদ
২১.তারীখে ইলমে হাদীস
২২. ড. এ.এফ.এম আমীনুল হক: মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান: জীবন ও অবদান (ঢাকা: প্রকাশনা: ই. ফা. বা. জুন-২০০২)
২৩. সাইয়্যেদ মুহা. নাইমুল ইহসান বারাকাতী: সিরাজুম মুনিরা (ঢাকা: প্রকাশানায়: মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী)
২৪. মাও: সাইয়্যেদ মুহা. সাফওয়ান নোমানী, সাইয়্যেদ মুহা. নাইমুল ইহসান: ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল।
২৫. নাইমুল এহসান বারাকাতী: মসজিদে মুফতী এ আযম গৌরব উজ্জল ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা: প্রকাশানায়, মুফতী আমীমুল এহসান একাডেমী)
২৬.ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.নং ২৪৬-২৪৭, প্রকাশকাল-২০০০।
২৭. سالم الوحيدى المفتى السيد محمد عميم الاحسان وبعد خريجى المدرسة العالية و علمائها اوجز التاريخ

Dhaka University Institutional Repository

للمدرسة العالية , (داكا ,১৯৯২) صفحات ২৪-১৫
المفتى السيد محمد عميم الاحسان وتصانيفه فى علم الحديث مجلة الموسسة الاسلامية ,(داكا-الموسسة الاسلامية بنغلاديش) ص৫৬-৫৯
المفتى الكبير السيد محمد عميم الاحسان وتصانيفه فى الفقه الاسلامى –
مجلة الموسسة الاسلامية ,(داكا-الموسسة الاسلامية بنغلاديش৫৬-৬
৩০. আল-কোরআনুল কারীম: বঙ্গানুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০০২)
৩১. কোরআন শরীফ: বঙ্গানুবাদ, ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, দ্বিতীয় সংস্করন, ১৯৯৯)
৩২. কোরআন শরীফ: ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী-২০১০)
৩৩. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বোখারী: আল জামিউস সহীহ (দিল্লি: আল-মাকতাবুতুল 'আমিরা, ১৯৩০ খ্রি.) ১ম খন্ড
৩৪. আবু 'ঈসা মহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা তিরমিযী: সনানুত তিরমিযী (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি)
৩৫. ড. মোহাম্মদ এছহাক: ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান (ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৯৯৩)
৩৬. মাওলানা মহাম্মদ আ: রহীম: হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ১৯৭০ খ্রি.)
৩৭. মুফতি আমিমুল ইহসান: হাদীস সংকলনের ইতিহাস, অনুবাদ মাওলানা ইউসুফ (ঢাকা: ইসলামী একাডেমী-১৪১১ হি:)
৩৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী: হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৫)
৩৯. ড. এ.কিউ.এম শামসুল আলম ও আ. ক. ম. আ: কাদের: হাদীস সংকলনের ইতিকথা (চট্টগ্রাম: নিউ মোস্তাক লাইব্রেরী, ১৯৯৩)
৪০. ড. যুবায়ের সিদ্দিকী: হাদীস সাহিত্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১)
৪১.সহীহ আল বোখারী (দিল্লি: কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৩৭৭ হি.) ১ম খন্ড
৪২. সহীহ আল মুসলিম (দিল্লি: ঐ ১৩৭৬ হি.) ২য় খন্ড
৪৩.সহীহ মুসলিম শরীফ: অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা (ঢাকা: মোহাম্মাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩) ১ম খন্ড
৪৪. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব: আহলে হাদীস আন্দোলন (পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী)
৪৫. আল হিত্তাহু ফি যিকরিস ছিহাহ্ সিত্তাহ
৪৬. আবুল কাশেম ভূইঞা, মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রহ), (ঢাকা: ই. ফা.বা. এপ্রিল-২০০৪)
৪৭.ড. মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ: ইমাম তাহভীর জীবন ও কর্ম (ঢাকা : ই. ফা. বা, ১৯৯৮)
৪৮. অধ্যাপক আখতার ফারুক: মধ্যপ্রাচ্যে হাফিজ্জী হুজুর, ঢাকা।
৪৯. মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ: ও মুফতী মনসূরুল হক: তাকলীদের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও দালীলিক প্রমাণপঞ্জির আয়নায় আহলে হাদীস মতবাদ (ঢাকা: আল-মাহমূদ প্রকাশনী ২০১৫)
৫০. মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-বারাকাতী, অনুবাদ সানাউল্লাহ সিরাজী: কাওয়াইদুল ফিকহি (ঢাকা: ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, মাকতাবাতুন নুসরা-২০১৭)
৫১. আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহছান (রহ.) আধ্যাত্মিক জীবন* (চট্টগ্রাম: চন্দনাইশ, মাওলানা মঞ্জিল, ইসলামিক রিচার্স সেন্টার, ২০১৩)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

হাদীস চর্চায় আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতী আমীমুল এহসানের অবদান সম্বলিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবি ও প্রতিষ্ঠানের আলোকচিত্র।

বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে ভারতমুখী লংমার্চে উদ্বোধনী বক্তব্য দিচ্ছেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক।

আলোকচিত্র-০১ বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে লংমার্চে উদ্বোধনী বক্তব্য দেওয়ার প্রাক্কালে।

জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৮৬ সালে।
এই জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.।
আলোকচিত্র-০২ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসা ভবনের একাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র-০৩ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব থাকা অবস্থায় ছবি।

আলোকচিত্র-০৪ মুফতী আমীমুল এহসান রহ.-এর কবরের ফলক।

সূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ছবি।

Dhaka University Institutional Repository